নগর সংস্করণ

শুক্রবার

২৫ অক্টোবর ২০২৪

৯ কার্তিক ১৪৩১, ২১ রবিউস সানি ১৪৪৬

চাকরি-বাকরি, প্র অন্য আলো, প্র গোল্লাছুটসহ

মোট ২০ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩৪৪

রাজনৈতিক সমঝোতায় সমাধান খুঁজছে সরকার

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ দাবি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি অনড়, আজ বৈঠক করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানাবে।

“রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ বা থাকা না-থাকার বিষয়ে সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করছে। সমঝোতার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেবে সরকার।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

রাষ্ট্রপতি পদে মো. সাহাবুদ্দিনের থাকা না-থাকার প্রশ্নে তাড়াহুড়া করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চায় না অন্তর্বর্তী সরকার। এ ব্যাপারে সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজছে। তবে রাষ্ট্রপতির অপসারণের দাবিতে অনড় রয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের দালিলিক প্রমাণ নেই বলে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের মন্তব্য সম্প্রতি একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই মন্তব্যকে ঘিরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও বিভিন্ন মহল থেকে রাষ্ট্রপতির অপসারণের দাবি ওঠে। বিষয়টি নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর চাপ তৈরি হয়। সরকারের উপদেষ্টাদের কেউ কেউ রাষ্ট্রপতির বক্তব্য নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

এমন পটভূমিতে গতকাল বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত হয়, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির সুরাহা করা হবে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান *প্রথম আলো*কে বলেন, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ বা থাকা না-থাকার বিষয়ে সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে। দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে সমঝোতার ভিত্তিতেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার।

অন্য দুজন উপদেষ্টা জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের ব্যাপারে ছাত্রদের দাবি রয়েছে। অন্যদিকে কোনো কোনো রাজনৈতিক দল বলছে, রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হবে এবং সেটা তারা চায় না। এ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে উপদেষ্টা পরিষদে। এর ফলে দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন বলে সরকার মনে করছে।

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের বিষয়ে গতকালই প্রথম অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে আনুষ্ঠানিক আলোচনা হলো। এর আগে গত সোমবার আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছিলেন, ‘রাষ্ট্রপতি যে বলেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র পাননি, এটা হচ্ছে মিথ্যাচার এবং এটা হচ্ছে ওনার শপথ লঙ্ঘনের শামিল।’

এ বিষয়ে নানা আলোচনার মধ্যে গত বুধবার দেশের অন্যতম প্রধান দল বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতির কারণে বিপাকে পড়েছেন নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষ। টিসিবির ভ্রাম্যমাণ ট্রাক থেকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য কিনতে ভিড় করছেন অনেকে। গতকাল দুপুরে তেজগাঁও শিল্প এলাকার দক্ষিণ বেগুনবাড়িতে। ছবি : সাজিদ হোসেন

পণ্যের চাহিদা বেশি, সরবরাহ কম

খোলাবাজারে নিত্যপণ্য বিক্রি

সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্য অধিদপ্তর, টিসিবি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে। তবে সরকারের নতুন মাথাব্যথা সরবরাহ ঠিক রাখা।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

রাজধানীর শ্যামলী ক্লাব মাঠের পাশে নিয়মিত ওএমএসের চাল ও আটা বিক্রি হচ্ছে। বুধবার বেলা ১১টায় দেখা যায়, প্রায় ৮০ জন নারী-পুরুষ ট্রাকের পেছনে দুই সারিতে দাঁড়িয়ে পণ্য কেনার অপেক্ষায় রয়েছেন। তাঁদের একজন গাড়িচালক মো. শাহারাজ মিয়া। জানালেন, সকালে তিনি দুই ঘণ্টার ছুটি নিয়ে এসেছেন। প্রায় এক ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত দুই কেজি আটা ও পাঁচ কেজি চাল কিনতে পেরেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকার খাদ্য ভবনের সামনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বিক্রি করছিল আলু, ডিম, পেঁয়াজ, সবজিসহ ১০ ধরনের পণ্য। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, পণ্য কেনার জন্য ফুটপাতে সারি করে দাঁড়িয়ে আছেন ৩০ জনের মতো। কিন্তু পণ্য প্রায় শেষের দিকে। অপেক্ষায় থাকা সবাই পাবেন কি না, নিশ্চিত বলতে পারলেন না তদারক কর্মকর্তা সোহরাব আলী।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

“কিছুটা সাশ্রয়ের খোঁজে লাজলজ্জা ভুলে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে।

পণ্য কেনার লাইনে দাঁড়িয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক খুলনার এক নারী

“মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সরকারের অনেক সংস্কার কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি হতে পারে।

সেলিম রায়হান, নির্বাহী পরিচালক, সানেম

ট্রাক থেকে পণ্য কিনতে দীর্ঘ অপেক্ষায় নারীরাও

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

৬৫ বছর বয়সী আবেদা বেগম লাইনে দাঁড়িয়ে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। তাঁর সামনের লাইন যত ছোট হচ্ছে, ট্রাকের পণ্যের পরিমাণও তত কমছে। ডিম, শাকসবজি সেই কখন শেষ হয়ে গেছে। এখন আছে আলু আর পেঁয়াজ। তা-ও যদি না পাওয়া যায়, তাহলে দেড়-দুই ঘণ্টা ধরে লাইনে দাঁড়ানোটাই বৃথা যাবে। ঘরে রেখে এসেছেন অসুস্থ স্বামীকে।

গতকাল বৃহস্পতিবার মোহাম্মদপুরের বেগম নূরজাহান মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে কৃষিপণ্য বিক্রির ট্রাকের সামনে আবেদা বেগমের সঙ্গে কথা হলো। তিনি বললেন, ‘বুড়া মানুষ। ঘরে অসুখওয়ালা মানুষটারে রাইখ্যা আসছি। আশা কইরা আসছি। কেউ লাইন ছাড়তে চায় না। আইজকা কিছু পামু কি না জানি না।’

সম্প্রতি সরকারি সংস্থা কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য প্রথমবারের মতো শুরু করেছে ওএমএস বা খোলাবাজারে পণ্য বিক্রির এ কার্যক্রম।

লাইনে দাঁড়ানো কয়েকজন নারীর সহায়তায় আবেদা বেগম লাইন ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলেন। পাঁচ কেজি আলু আর দুই কেজি পেঁয়াজের ভারে হাতের রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠলেও আবেদা বেগমের মুখে তখন বিজয়ীর হাসি। তাঁকে সুযোগ করে দেওয়া অন্য নারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

আলোচনা সভায় অভিমত

উৎকৃষ্ট গণতন্ত্র চাইলে শুধু নির্বাচন দিলে হবে না

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

উৎকৃষ্ট গণতন্ত্র চাইলে শুধু নির্বাচন দিলে হবে না, প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে তৈরি করা চ্যালেঞ্জ। এই বক্তব্য এসেছে ঢাকায় এক আলোচনাসভায়। আলোচকেরা এ-ও বলেছেন, এখানে জোড়াতালি দিয়ে সংস্কার করা হলে সেটা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কোনো রাজনৈতিক দল এসব সংস্কার করেনি; কিন্তু দলগুলোর মধ্যে এমনটা অনুধাবন করতে দেখা যাচ্ছে না যে তাদেরও বদলাতে হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার ‘গণতন্ত্রের অভিযাত্রা : আসন্ন চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক এই আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় । প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আদর্শ ও বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক (ব্রেইন) যৌথভাবে বাংলা একাডেমির মিলনায়তনে ওই আলোচনার আয়োজন করে। আলোচকেরা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পাশাপাশি রাজনৈতিক সংস্কৃতিরও পরিবর্তন আনতে হবে।

এই আলোচনায় অংশ নিয়ে সরকারের সমালোচনা করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুজন সমন্বয়ক। তাঁরা বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার দুর্বল অবস্থায় আছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ। তবে আলোচকদের প্রায় সবাই নতুন করে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির ওপর জোর দিয়েছেন।

গণতন্ত্রের পথে উত্তরণে চ্যালেঞ্জ কোথায়, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, গণতন্ত্র কেন প্রয়োজন, এটা নির্ধারণ করা না গেলে চ্যালেঞ্জ কোথায়—তা বের করা যাবে না। মানুষ কতকগুলো ন্যূনতম অধিকার জন্মসূত্রে পায়। সেসব অধিকার রক্ষার পথ হলো গণতন্ত্র। আর তা নিশ্চিত করতে পারে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

গণ-অভ্যুত্থানে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা : সত্য না কল্পনা

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থানের পর তা নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার বিষয়টি এসেছে। তা নিয়ে লিখেছেন **হাসান ফেরদৌস**।

বিস্তারিত : পৃষ্ঠা ৫

চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়স ৩২ করার সিদ্ধান্ত

উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক

বিসিএস পরীক্ষায় সর্বোচ্চ তিনবার অংশ নেওয়া যাবে। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের প্রত্যাখ্যান।

- বিসিএসে সব ক্যাডারে প্রবেশে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর নির্ধারিত হবে।
- বিসিএসের আওতাবহির্ভূত সব সরকারি চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রেও একই বয়স হবে।
- স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ক্ষেত্রে নিজ নিজ নিয়োগ বিধিমালা প্রয়োজনীয় সংযোজন সাপেক্ষে বয়সের বিষয়টি প্রযোজ্য হবে।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এর পাশাপাশি চাকরির নিয়োগসংক্রান্ত বিধিমালা পরিবর্তন করে বিসিএস পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে সীমা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। এতে একজন প্রার্থী তিনবারের বেশি সরকারি চাকরির এ নিয়োগ পরীক্ষা দিতে পারবেন না।

গতকাল বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় বয়সসীমা নির্ধারণসংক্রান্ত অধ্যাদেশের খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয় বলে জানিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত ও সমসাময়িক বিষয় জানাতে গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনেও বিষয়টি এসেছে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩৫ বছর করার ক্ষেত্রে করোনা, আন্দোলনের মতো বিষয়গুলো কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে। এগুলো স্থায়ী কারণ নয়; যে জন্য বড় পরিবর্তনে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন, বিসিএসের প্রতি অনেকের আগ্রহ থাকে। সেখানে একইজন বারবার পরীক্ষা দিলে অন্যদের এই সুযোগ সীমিত হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া এর কিছু অর্থনৈতিক বিষয় আছে। সবকিছু বিবেচনায় চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর রাখা সমীচীন হবে বলে তাঁরা মনে করেন।

আন্দোলন হলে আবার তা পরিবর্তন হবে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে রিজওয়ানা হাসান বলেন, এই সিদ্ধান্ত আর পরিবর্তন হবে না। আন্দোলন হতে পারে, আলোচনাও হতে পারে। চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩৫ বছর করার পক্ষে যেমন আন্দোলন আছে, বিপক্ষেও আছে।

সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩৫ বছর করার দাবিতে এক দশকের বেশি সময় ধরে আন্দোলন করে আসছেন শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁদের দাবি, করোনাকাল, সেশনজট, প্রশ্নপত্র ফাঁস, দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে চাকরি পাননি। বিসিএস পরীক্ষার দীর্ঘসূত্রতা, দেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি এবং ২০১১ সালে সরকারি চাকরির অবসরের সময় বাড়লেও প্রবেশের বয়সসীমা বাড়েনি।

চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা ৩৫ প্রত্যাশী শিক্ষার্থী সমন্বয় পরিষদের আহ্বায়ক শরিফুল হাসান *প্রথম আলো*কে বলেন, চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩৫ বছর না করে ৩২ বছর করা হয়েছে। পাশাপাশি একটি শর্তও (বিসিএস পরীক্ষায় সর্বোচ্চ তিনবার অংশ নেওয়া যাবে) জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

গণমাধ্যমের হালচাল ৬

সংবাদপত্র

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় নেই প্রেস কাউন্সিল

রিয়াদুল করিম, *ঢাকা*

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা এবং সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার মানোন্নয়ন, মান সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছিল বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল। আইনেও এই উদ্দেশ্যের কথা বলা আছে। কিন্তু সরকারি এই সংস্থাকে কখনো সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি; বরং তারা এমনভাবে নিজেদের আইন সংশোধন করার প্রস্তাব তৈরি করেছে, যেটাকে সাংবাদিকেরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের উদ্যোগ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

প্রেস কাউন্সিল একটি আধা বিচারিক সংস্থা। সংবাদপত্রের নীতিনৈতিকতা পরিপন্থী কোনো সংবাদ প্রকাশের জন্য সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ঘূর্ণিঝড় ‘দানা’র প্রভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। সঙ্গে বইছে ঝোড়ো বাতাস। বৈরী এ আবহাওয়ার মধ্যে চলছে কীর্তনখোলা নদী পারাপার। গতকাল দুপুরে বরিশালের লঞ্চঘাট এলাকায়। ছবি : সাইয়ান

ঘূর্ণিঝড় ‘দানা’

উপকূলীয় ১৪ জেলায় জলোচ্ছ্বাসের শঙ্কা

প্রথম আলো ডেস্ক

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঝড় ‘দানা’ প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দেশের উপকূলীয় ১৪ জেলায় জলোচ্ছ্বাস হতে পারে বলে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের গতিপ্রকৃতি দেখে আবহাওয়াবিদেরা বলেন, এটি গতকাল বৃহস্পতিবার মধ্যরাত নাগাদ ভারতের পুরী ও সাগরদ্বীপের মাঝখান দিয়ে উত্তর ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূল অতিক্রম করার কথা।

দানার প্রভাবে দেশের উপকূল ভাগসহ রাজধানী ঢাকায় গতকাল সকাল থেকে বৃষ্টি হয়েছে। ঝোড়ো হাওয়ায় গাছের নিচে চাপা পড়ে বরগুনায় একজন নিহত হয়েছেন। ঢাকার সদরঘাট থেকে দক্ষিণাঞ্চলের ছয়টি রুটে যাত্রীবাহী লঞ্চ চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কক্সবাজার উপকূলে ঢেউয়ের আঘাতে মেরিন ড্রাইভের ইনানী সৈকতে নৌবাহিনীর নির্মিত জেটির একটি অংশ ভেঙে পড়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

আজকের আবহাওয়া

রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ২৪ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ০১ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : সন্দীপে ৩৩.৫° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : সিলেটে ২২° সেলসিয়াস

তথ্য মন্ত্রণালয়

গণমাধ্যম ঘেরাও করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গণমাধ্যমকে হুমকি দেওয়াসহ ঘেরাওয়ের ঘোষণায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় বলেছে, এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি দেশের কয়েকটি গণমাধ্যমকে হুমকি দেওয়াসহ ঘেরাওয়ের ঘোষণার বিষয়টি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় অবহিত হয়েছে। এ বিষয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য হলো, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। গণমাধ্যমকে হুমকি দেওয়াসহ ঘেরাওয়ের ঘোষণায় মন্ত্রণালয় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

'সংবাদমাধ্যমে আঘাত সরকার বরদাশত করবে না'

উপদেষ্টা পরিষদের সভা শেষে গতকাল সন্ধ্যায় ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম বলেন, আগামীকাল (শুক্রবার) কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে হামলার বিষয়ে একটা আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ নিয়ে একটি বিবৃতি ইস্যু করেছে। এই বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বলা হচ্ছে, সংবাদমাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর কোনো ধরনের আঘাত সরকার বরদাশত করবে না। যারা এ ধরনের কার্যক্রম করার চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ট্রাক থেকে পণ্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তখন ঘড়িতে বাজে ১১টা ৪৫ মিনিট। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তবে আবেদা বেগম আগে যাওয়ার সুযোগ পাওয়ায় লাইনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো অন্য কয়েকজন নারী বিরক্তও হলেন।

স্কুল ছুটির পর ছেলেকে সঙ্গে নিয়েই ট্রাকের কাছে এসে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন এক মা। তাঁর সামনে তখনো বেশ কয়েকজন নারী। এর মধ্যেই ঘোষণা এল, ট্রাকে আর কোনো পণ্য নেই। আছে শুধু কয়েকটি ভাঙা ডিম। অনেকটা আক্ষেপ নিয়েই বললেন, 'আমাদের মতো মধ্যবিত্ত মানুষের এমনিতেই লাইনে দাঁড়াতে লজ্জা লাগে। আজ দাঁড়িয়ে লাভ হলো না। দেখি কাল আবার আসতে পারি কি না।'

ট্রাকের সামনে দুটি লাইন। একটি পুরুষ আর অন্যটি নারীদের জন্য। নারীদের লাইনটি তুলনামূলক লম্বা। তাঁরা জানালেন, কেউ কেউ সকাল ৬ বা ৭টা থেকে এসে লাইনে দাঁড়ান। ট্রাক আসে সকাল আটটার দিকে। তবে ট্রাক আসার পর একটা হুলুস্থুল লাগে।

গতকাল এখানে ট্রাক থেকে ভোক্তারা এক ডজন ডিম ১৩০ টাকা, ১ কেজি আলু ৩০ টাকা, ১ কেজি পেঁয়াজ ৭০ টাকা, ১ কেজি পেঁপে ২০ টাকা, ১ কেজি বেগুন ৫০ টাকা, ১ কেজি কচুমুখি ৪০ টাকা, লাউ প্রতি পিস ৪০ টাকা, ১ কেজি পটোল ৩০ টাকা—এভাবে প্যাকেজে পণ্য কিনেছেন। পণ্য শেষ হতে থাকলে প্যাকেজের মূল্যও ৬০০ টাকা, ৫০০ টাকা এভাবে কমতে থাকে। এ ছাড়া নিয়ম অনুযায়ী, একজন ভোক্তা পাঁচ কেজি আলু, দুই কেজি পেঁয়াজ এবং এক ডজন ডিমের বেশি কোনোভাবেই নিতে পারবেন না।

গতকাল ট্রাকের পণ্য বিক্রি কার্যক্রমের মনিটরিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটর সুব্রত দাস। তিনি জানালেন, আজ শুক্রবার আদাবরের অন্য জায়গায় পণ্য বিক্রি করবেন, যাতে একই ব্যক্তি প্রতিদিন পণ্য কেনার সুযোগ না পান। গতকাল ১২২ জন পুরুষ এবং ১৩০ জন নারী আঙুলের ছাপ দিয়ে পণ্য কিনেছেন। ট্রাকের পণ্য কেনার জন্য ক্রেতাদের চাহিদা বাড়ছে বলেও জানালেন সুব্রত।

সকাল সাড়ে ৮টা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যেই ১ হাজার ৫০০ কেজি আলু, ৪৮০ কেজি পেঁয়াজ, ১ হাজার ৬২০টি ডিম, ১১০ কেজি পেঁপে, ২০০ কেজি পটোল, ৩০ কেজি কচুমুখি এবং ৪০ পিস লাউ বিক্রি শেষ হয়ে যায়।

অন্তঃসত্ত্বা নারীও লাইনে

মোহাম্মদপুরের রিং রোডে বাদশাহ ফয়সল ইনস্টিটিউটের (স্কুল অ্যান্ড কলেজ) সামনে খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত ওএমএস কার্যক্রমের ট্রাকের সামনে একটি ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন বর্ষা আক্তার। তিনি বললেন, 'আমার পেটে বাচ্চা। প্রায় ৯ মাস চলতাছে। দেড় ঘণ্টার মতো লাইনে দাঁড়াইছিলাম। লাইনে একজন আরেকজনের চুল ছিঁড়তাছে, মারামারি করতাছে। একবার পেটে চাপা খাইছি। তাই লাইন ছাইড়া দিছিলাম। এখন তো ভয়ে আর লাইনে দাঁড়াইতেও পারতেছি না।'

বর্ষা জানালেন, বুধবার লাইনে দাঁড়িয়ে চার কেজি আটা নিয়ে গেছেন। চাল ছিল না তখন। তাই চাল নিতে সাড়ে আটটায় এসেছেন। প্রতিবেদকের সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন তখন ঘড়ির কাঁটায় সকাল সাড়ে ১০টা। বর্ষার স্বামী এমব্রয়ডারির দোকানে কাজ করেন। স্বামীর ১৫ হাজার টাকা বেতনের মধ্যে ঘরভাড়াতেই চলে যায় ৪ হাজার ৮০০ টাকা। সাবানসহ মাসের যে বাজার করেন, তাতে চলে যায় পাঁচ হাজার টাকা। অন্যান্য খরচ তো আছেই। তিনি বললেন, ট্রাক থেকে তুলনামূলক কম দামে চাল আর আটা পাওয়া যায়।

খাদ্য অধিদপ্তরের এই কার্যক্রমে একজন ক্রেতা প্রতি কেজি চাল ৩০ টাকা দরে কিনতে পারছেন। একজন সর্বোচ্চ পাঁচ কেজি চাল কিনতে পারছেন। প্রতি কেজি খোলা আটা ২৪ টাকা করে একজন সর্বোচ্চ পাঁচ কেজি নিতে পারেন। দুই কেজির প্যাকেট আটা ৫৫ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করা এবং ছবি না তোলার শর্তে এক নারী বললেন, 'বাধ্য হয়ে লাইনে দাঁড়াইছি। রাস্তায় এভাবে দাঁড়াতে লজ্জা লাগে। ধনী আত্মীয়রা দেখলে হাসাহাসি করবে। কিন্তু উপায় নাই। ঘরে ছয়জন মানুষ। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ তো আছেই। দোকান থেকে খাওয়ার যোগ্য নয় এমন চালও ৬০ বা ৬৫ টাকা কেজিতে কিনতে হয়। ডাল আর ভাত খেতেই তো অনেক কষ্ট হয়ে যায়।'

মানতাশার সন্তানের বয়স এক বছর। আগে পোশাক কারখানায় কাজ করতেন, সন্তানের জন্মের পর কাজ ছেড়ে দিতে হয়েছে। গাড়িচালক স্বামীর বেতনের সঙ্গে তাঁর বেতন যোগ হতো। নিজেরা ছাড়াও ভাশুরের এক প্রতিবন্ধী মেয়েও থাকেন মানতাশাদের সঙ্গে। তাই কয়েক মাস ধরে ট্রাক থেকে পণ্য কেনা শুরু করেছেন। প্রথম দিকে লজ্জা লাগলেও এখন এভাবে পণ্য কিনতে অনেকটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন বলে জানালেন তিনি।

গণ-অভ্যুত্থান ঘিরে সহিংসতায় ৯৮৬ জনের মৃত্যু

এইচআরএসএসের তথ্য

১৬ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত ৩৪৬ জন এবং ৪ আগস্ট থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত ৬৪০ জন নিহত।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গণ-অভ্যুত্থান ঘিরে সহিংসতায় সারা দেশে ৯৮৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৮৬৮ জনের নাম-পরিচয় জানা গেলেও ১১৮ জন অজ্ঞাতপরিচয়। গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ব্যক্তিদের তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনে এমন তথ্য তুলে ধরেছে হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)। গতকাল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন কেন্দ্র করে ভুক্তভোগী পরিবার, প্রত্যক্ষদর্শী, হাসপাতাল ও জাতীয় দৈনিকগুলোর সূত্র থেকে এসব মৃত্যুর তথ্য পাওয়া গেছে।

নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষার্থী, শ্রমজীবী, সাংবাদিক, পেশাজীবী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, শিশু ও নারী এবং রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থক রয়েছেন বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে কমপক্ষে ১২৭টি শিশু, ৬ জন সাংবাদিক, ৫১ জন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং ১৩টি মেয়েশিশু ও নারী রয়েছেন।

এইচআরএসএসের তথ্যমতে, ৯৮৬ জনের মধ্যে ১৬ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত ৩৪৬ জন এবং ৪ আগস্ট থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত ৬৪০ জন নিহত হয়েছেন। শুধু সাত দিনে (১৮-২০ জুলাই ও ৪-৭ আগস্ট) ৮৫২ জন নিহত হয়েছেন। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের দিন ৫ আগস্ট কমপক্ষে ২৯৪ জন নিহত হয়েছেন। শেখ হাসিনা সরকার দায়িত্বে থাকা অবস্থায় ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট সারা দেশে কমপক্ষে ৭৭২ জন নিহত হয়েছেন। ৬-৮ আগস্ট যখন দেশে কোনো সরকার ছিল না, তখন কমপক্ষে ১৬৪ জন নিহত হয়েছেন। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ৯ আগস্ট থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত কমপক্ষে ৪৯ জন মারা গেছেন। যাঁদের অধিকাংশই পূর্ববর্তী ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

এইচআরএসএস বলেছে, নিহত ব্যক্তিদের নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৮৭৯ জনের মৃত্যুর ধরন সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গেছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি ৭৭ শতাংশ (৬৭৯ জন) গুলিতে নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া ১০ শতাংশ (৯১ জন) আগুনে পুড়ে এবং ১০ শতাংশের (৮৪ জন) মৃত্যু হয়েছে পেটানোর কারণে। অন্যান্য কারণে ৩ শতাংশের (২৫) মৃত্যু হয়েছে।

মৃত্যুর তথ্য বিশ্লেষণ করার কথা জানিয়ে এইচআরএসএস বলেছে, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ৬৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে পুলিশের হাতে ৫১৮ (৭৮%) জন, অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ৫২ জন, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের হাতে ৫২ জন এবং গণপিটুনিতে ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

জলোচ্ছ্বাসের শঙ্কা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গতকাল সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ আবহাওয়া অধিদপ্তরের বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত ঝড়টি আরও উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে বর্তমানে একই এলাকায় অবস্থান করছে। এটি চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ৫৫৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, কক্সবাজার থেকে ৫৪০, মোংলা থেকে ৩৮৫ ও পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ৪০৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছিল।

ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের নিকটবর্তী এলাকায় সাগর খুব উত্তাল রয়েছে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরগুলোকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কসংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. বজলুর রশীদ গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ইতিমধ্যে দেশের উপকূলের বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আজ শুক্রবারও রাজধানীসহ বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি থাকতে পারে।

জলোচ্ছ্বাসের শঙ্কা

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে উপকূলীয় এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী, অর্থাৎ ৮৯ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক জানিয়েছেন।

গতকাল আবহাওয়া অধিদপ্তরের বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রবল ঘূর্ণিঝড়টির সামনের অংশের প্রভাবে উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, ভোলা, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এবং এসব এলাকার কাছের দ্বীপ ও চরগুলোর নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ২ থেকে ৩ ফুট বেশি উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় শুরুর আগে ঝোড়ো হাওয়ার প্রভাবে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বরগুনার বেতাগীতে। হাওয়ার দাপটে উপড়ে পড়া গাছের নিচে চাপা পড়ে আশ্রাফ আলী (৬১) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

ছয় পথে লঞ্চ চলাচল বন্ধ

ঢাকার সদরঘাট থেকে দক্ষিণাঞ্চলের ছয়টি রুটে যাত্রীবাহী লঞ্চ চলাচল বন্ধ রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের নদ-নদী উত্তাল থাকায় ও জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা থাকায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)। বলা হয়েছে, যাত্রীদের জানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে ঢাকা থেকে হাতিয়া, বেতুয়া, খেপুপাড়া, রাঙ্গাবালী, আয়শাবাগ ও চর মোন্তাজ রুটে লঞ্চ চলাচল বন্ধ রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ভোলার সব নৌপথে নৌযান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন ও বিআইডব্লিউটিসি।

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বুধবার কানাডার অটোয়ায় সে দেশের ভাইস চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল স্টিফেন আর কেলসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ছবি : পিআইডি

আলোচনার পর আ.লীগ নিষিদ্ধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত

উপদেষ্টা পরিষদের সভা

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম বলেছেন, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার প্রশ্নটি বৃহত্তর রাজনৈতিক ডায়ালগের (সংলাপ) বিষয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মহল থেকে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার দাবি উঠলেও উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। এ প্রসঙ্গে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো থেকে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবি উঠেছে। তবে এটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

উপদেষ্টা পরিষদের সভা শেষে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ব্রিফিং করেন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। সেখানে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের বিষয়ে আলোচনা হয়নি। মাস দেড়েক আগে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করতে আদালতে একজন রিট করেছিলেন। তবে তা খারিজ হয়ে গেছে।

একই বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম ব্রিফিংয়ে বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো থেকে একটি প্রস্তাব (আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবি) এসেছে। সরকার এটা বিবেচনা করছে। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার প্রশ্নটি বৃহত্তর রাজনৈতিক ডায়ালগের (সংলাপ) বিষয়।

ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে মাহফুজ আলম বলেন, ছাত্রলীগ এখন আইনিভাবে নিষিদ্ধ একটি সংগঠন। ছাত্রলীগের প্রচার-প্রসার, এসব বিষয়ে আইনি বাধা আছে। সন্ত্রাসী সংগঠনের কোনো প্রচার যাতে না হয়, সংবাদকর্মীরা সেটি খেয়াল রাখবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, ছাত্রলীগের যারা দোষী, তাদের অব্যশই আইনের আওতায় আনা হবে। বিচারের মুখোমুখি করা হবে।

ভারতের ভিসা প্রসঙ্গে

ভারতের ভিসা-সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ভারতের সঙ্গে ভালো ও শক্তিশালী সম্পর্ক রাখতে চায়। যেকোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রে একে অপরকে শোনা এবং বুঝতে পারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশি জনগণ ভারতের ভিসা-সংক্রান্ত সীমাবদ্ধ নীতির প্রতি অসন্তুষ্ট, এটা ভারত সরকার অবশ্যই শুনেছে। তিনি বলেন, 'ভারত বলে আসছে যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তারা কিছু করতে পারবে না। আমি মনে করি না যে বাংলাদেশে এমন কোনো পরিস্থিতি আছে, যার কারণে কোনো বিদেশি দেশ ভিসা সীমাবদ্ধ করতে পারে।'

অন্য কোনো দেশ ভিসার ক্ষেত্রে এ ধরনের সীমাবদ্ধতা আরোপ করেনি উল্লেখ করে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, ছাত্র-জনতার ওপর নিপীড়নের অভিযোগ রয়েছে, এমন অনেকে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। ভারত সরকার পরিবর্তিত পরিস্থিতি বলতে হয়তো এটিই বোঝাচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত নয়। হয়তো ভারত সরকার তাদের নীতি পুনর্বিবেচনা করতে পারে।

উপদেষ্টা পরিষদের সভা পরবর্তী এই ব্রিফিংয়ে সমসাময়িক বিভিন্ন প্রসঙ্গ উঠে আসে।

ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে অনুষ্ঠিত এই ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমও উপস্থিত ছিলেন।

সেনাপ্রধানের কানাডা সফরে ভিসা সহজীকরণ ও প্রতিরক্ষায় গুরুত্ব

ইউএনবি, *ঢাকা*

সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের কানাডা সফরকালে ভিসা সহজীকরণ ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারে নতুন দিগন্ত অন্বেষণের উপায় নিয়েও বাংলাদেশ ও কানাডার মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

কানাডার কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার্থী ভিসা 'সহজতর ও ত্বরান্বিত' করার পাশাপাশি কর্মরত ও সাবেক সামরিক কর্মকর্তাদের জন্য ভিসার গুরুত্ব তুলে ধরেছে বাংলাদেশ।

সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রশিক্ষণ বিনিময় সম্প্রসারণসহ প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়ানোর পথও প্রশস্ত হয়েছে এই আলোচনার মাধ্যমে।

সেনাপ্রধান স্থানীয় সময় বুধবার রাজধানী অটোয়ায় পৌঁছালে কানাডার প্রিভি কাউন্সিল অফিসের পরিচালক ও বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার অজিত সিং তাঁকে স্বাগত জানান। সেনাপ্রধান ও হাইকমিশনার উভয়েই বাংলাদেশের সব নাগরিকের জন্য ভিসাসংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন।

সফরকালে কানাডার ভাইস চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল স্টিফেন আর কেলসি এবং কানাডা-বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপের ভাইস-চেয়ার এবং নাগরিকত্ব ও অভিবাসনবিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য সালমা জাহিদ এমপির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সেনাপ্রধান।

সালমা জাহিদের সঙ্গে আলোচনায় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার্থী ভিসাসহ কর্মরত ও সাবেক সামরিক কর্মকর্তাদের জন্য ভিসা সহজতর ও ত্বরান্বিত করার গুরুত্ব তুলে ধরেন সেনাপ্রধান। তিনি তরুণদের উন্নয়নে অন্তর্বর্তী সরকারের অগ্রাধিকারের কথা তুলে ধরেন এবং উভয় দেশের পারস্পরিক সুবিধার কথা উল্লেখ করে আরও বেশি শিক্ষার্থী ভিসা সহজতর করার বিষয়ে কানাডার সহায়তা কামনা করেন।

এ সময় কানাডার বিদ্যমান আবাসন সংকটের কারণে এ ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলে স্বীকার করেন সালমা জাহিদ। তিনি দ্রুত ভিসাপ্রক্রিয়ার জন্য বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের কানাডার মনোনীত প্রতিষ্ঠানে আবেদন করার জন্য উৎসাহিত করেন। একই সঙ্গে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির বর্তমান সীমাবদ্ধতাগুলো মোকাবিলায় সমাধান খুঁজে বের করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

এ ছাড়া শিক্ষা বিনিময় কর্মসূচিতে যৌথ সহযোগিতা এবং কানাডা ও বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়। তাঁরা কৃষি ও অবকাঠামো উন্নয়নে সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করেন।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল কেলসির সঙ্গে পৃথক বৈঠকে জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত উভয় বাংলাদেশি সামরিক কর্মীদের জন্য ভিসাপ্রক্রিয়াকরণ সহজ করার পক্ষে পরামর্শ দেন। সেনাপ্রধান উভয় দেশের সামরিক বাহিনীর সদস্যদের পেশাগত উন্নয়ন জোরদারের লক্ষ্যে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি) এবং স্টাফ কলেজগুলোতে অফিসার বিনিময়ের মাধ্যমে সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

পণ্যের চাহিদা বেশি, সরবরাহ কম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একই চিত্র ঢাকার বাইরেও। গতকাল বিকেলে চট্টগ্রামের চকবাজার ধনীরপুল এলাকায় থাকা কৃষিপণ্য বিক্রির ট্রাকের সামনে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে যান অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামাল। একই স্থান থেকে খালি হাতে ফেরেন শিক্ষার্থী আবদুল হামিদ, গৃহিণী লাকি শীল, মেহেরা খাতুনসহ অনেকেই। ময়মনসিংহের বাতির কল এলাকায় ডিলার সাদিয়া এন্টারপ্রাইজের সামনে থেকে আনোয়ারা বেগম, সিলেট নগরের সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে ওএমএসের ভ্রাম্যমাণ দোকান থেকে ফিরে গেছেন খুরশিদ আলমসহ ৩০ জন। রাজশাহী শহরের টিকাপাড়া পয়েন্টে ৭০ জন ক্রেতা বেলা একটায় যখন লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখনই ঘোষণাটি এল—চাল শেষ। বরিশাল, খুলনা, কুমিল্লার বিভিন্ন কেন্দ্রে একই চিত্র দেখা গেছে।

পণ্য শেষ, কিন্তু মানুষ তখনো লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন—দেশের বিভিন্ন স্থানে মোটামুটি এমন চিত্র দেখেছেন *প্রথম আলোর* সাংবাদিকেরা। নিত্যপণ্যের দাম বেশ অনেকটা বেড়ে যাওয়ার মধ্যে স্বল্প আয়ের মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়ার চিন্তা থেকে সাশ্রয়ী দামে পণ্য বিক্রি করছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়। কিন্তু মানুষের চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে সরকার। খাদ্য মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চাল, আটা, ভোজ্যতেল, পেঁয়াজ বিক্রির উদ্যোগ আগে থেকেই ছিল। অন্তর্বর্তী সরকার নতুন করে ডিম, আলু, সবজি বিক্রির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কেও এ কাজে লাগিয়েছে।

তবে সরকারের নতুন মাথাব্যথা হচ্ছে সব পণ্যের সরবরাহ ঠিক রাখা। এ জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে বৈঠক করে যাচ্ছে। কারণ, আমদানিনির্ভর পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিক থাকা অনেকটাই নির্ভরশীল বেসরকারি খাতের কয়েকটি গ্রুপের ওপর। বাণিজ্যসচিব মোহাং সেলিম উদ্দিন গত মঙ্গলবার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করে পণ্যের দাম ও সরবরাহ ঠিক রাখার অনুরোধ করেছেন। এর আগেও ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী সমিতি, আমদানিকারক ও উৎপাদকদের আলাদা বৈঠক করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। তাদের সুপারিশের ভিত্তিতেই সম্প্রতি চাল, ভোজ্যতেল, চিনি ও ডিমের ওপর আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছে বলে জানান বাণিজ্যসচিব।

সেলিম উদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সুপারিশ থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পণ্যের শুল্ক কমানো হয়েছে। রমজান উপলক্ষে ছোলা ও খেজুরের আমদানিতে শুল্ক কমানোর চিন্তাও চলছে। আমরা এখন জোর দিচ্ছি আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলার কাজটি যেন ঠিকঠাক হয়।'

তিন সরকারি দপ্তরের উদ্যোগ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, গত জুলাই মাসে মূল্যস্ফীতি ছিল এক যুগের মধ্যে সর্বোচ্চ ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশ, আগস্টে ১০ দশমিক ৪৯ শতাংশ এবং সেপ্টেম্বরে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান সার্বিক মূল্যস্ফীতির। খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার আরও বেশি। বিবিএসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মূল্যস্ফীতি কমার দিকে। তবে মূল্যস্ফীতি যে খুব বেশি কমে যাবে, তেমন আশা করছে না আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। গত মঙ্গলবার আইএমএফ বলেছে, চলতি অর্থবছরের মূল্যস্ফীতি দাঁড়াবে ৯ দশমিক ৭ শতাংশ।

সরকারি পরিসংখ্যান যা-ই হোক না কেন, কয়েক সপ্তাহ ধরে নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ রীতিমতো ক্ষুব্ধ। এ পরিস্থিতিতে সাশ্রয়ী দামে সরাসরি নিত্যপণ্য বিক্রি করছে খাদ্য অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। তবে নিম্ন আয়ের মানুষেরা বলছেন, সরকারের উদ্যোগ ঠিক থাকলেও চাহিদা মেটাতে তা যথেষ্ট নয়।

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান উচ্চ মূল্যস্ফীতির জন্য ছয়টি কারণ চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হচ্ছে সরবরাহ-সংকট, চাহিদা ও সরবরাহের তথ্যের ঘাটতি, বাজারে প্রতিযোগিতার অভাব ও ব্যবসায়ীদের কারসাজি, সঠিক মুদ্রা ও রাজস্ব নীতি গ্রহণে ব্যর্থতা, মুদ্রার অবমূল্যায়ন এবং জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়কে নিয়ে সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম গঠনের পরামর্শ দেন সেলিম রায়হান। তিনি বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে চাঁদাবাজি বন্ধ করা যেমন জরুরি, তেমনি দরকার ব্যবসায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনা। প্রতিযোগিতা কমিশনকে সক্রিয় করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সরকারের অনেক সংস্কার কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি হতে পারে।

বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান মইনুল খান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'নিত্যপণ্যের দাম কমানোর কৌশল নির্ধারণে আমরা একটা গবেষণা করছি। গবেষণার সুপারিশ সরকারের কাছে তুলে ধরার পর আশা করা যায় ভালো কিছু পদক্ষেপ আসবে।'

চাল কেনার লাইন বড় হচ্ছে

ওএমএস এবং খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে খাদ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে। ওএমএস শুধু শহর এলাকার দরিদ্রদের জন্য। বিক্রি করা হচ্ছে ৩০ টাকা কেজি দরে ৫ কেজি করে চাল ও ২৪ টাকা কেজি দরে ৫ কেজি করে খোলা আটা। ঢাকা মহানগর; শ্রমঘন চার জেলা যেমন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী; ১০টি সিটি করপোরেশন এবং দেশের সব জেলা সদর ও পৌরসভায় বিক্রি করা হচ্ছে চাল ও আটা। ট্রাক ও দোকান মিলিয়ে মোট কেন্দ্র ৯১২টি।

চাল ও আটা ট্রাক সেলের মাধ্যমে ঢাকায় ৭০টি জায়গায় বিক্রি করা হচ্ছে। এর বাইরে সিলেটে রয়েছে ৫টি ট্রাক সেল। বন্যাকবলিত হওয়ার কারণে চট্টগ্রাম বিভাগের ১১ জেলার ৬৫ উপজেলা এবং সিলেট বিভাগের ৩ জেলার ১৪ উপজেলায়ও ওএমএসের চাল ও আটা বিশেষ বরাদ্দ হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে কর্মসূচির জন্য ৭ লাখ টন চাল ও গম বরাদ্দ রয়েছে।

শহর বাদ দিয়ে শুধু ইউনিয়ন পর্যায়ে রয়েছে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, ৫০ লাখ পরিবারের জন্য। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর এবং মার্চ ও এপ্রিল—এই পাঁচ মাস চলে এ কার্যক্রম। এর আওতায় ১৫ টাকা কেজি দরে ৩০ কেজি চাল কিনতে পারে একেকটি পরিবার। চলতি অর্থবছরে ৭ লাখ ৪০ হাজার টন চালের বরাদ্দ রয়েছে।

সুলভ মূল্যের সব পণ্য থাকছে না

সুলভ মূল্যে ডিম, আলু, পেঁয়াজ, কাঁচা পেঁপে ও বিভিন্ন ধরনের সবুজ শাকসবজিসহ প্যাকেজ আকারে ১০টি কৃষিপণ্য বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর। ১৫ অক্টোবর শুরু করা এ কার্যক্রমের নাম দেওয়া হয়েছে কৃষি ওএমএস কর্মসূচি। প্রাথমিকভাবে রাজধানীর ২০টি স্থানে ট্রাক সেলের মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন হচ্ছে। সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত চলার কথা এ কর্মসূচি। একজন গ্রাহকের ৩০ টাকায় এক কেজি আলু, ১৩০ টাকায় এক ডজন ডিম, ৭০ টাকায় এক কেজি পেঁয়াজ, ২০ টাকা করে ২ কেজি কাঁচা পেঁপে ও পাঁচ কেজি বিভিন্ন ধরনের সবুজ শাকসবজি কিনতে পারার কথা।

মোহাম্মদপুরের টৌকিও স্কয়ারের পাশে গত বুধবার ট্রাকে করে বিক্রির জন্য ১০৫ কেজি পেঁপে, ১৮০ কেজি পটোল, ২০টি লাউ, ১৫০০ কেজি আলু, ৬০০ কেজি পেঁয়াজ ও ১৪০ ডজন ডিম আনা হয়। দাঁড়িয়ে থেকে দেখা যায়, প্রথম ২০ জনকে দেওয়ার পর লাউ শেষ। একইভাবে ৫০ জনের কাছে বিক্রির পর পেঁপে আর ৯০ জনের কাছে বিক্রির পর পটোল শেষ। পণ্যের স্বল্পতার কারণেই এমন পরিস্থিতি হয়েছে। মোটামুটি ২৫০ জন ক্রেতা সেখানে পণ্য কিনতে আসেন।

টৌকিও স্কয়ারের সামনে কৃষিপণ্য কিনতে আসা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী আমিনুল হক বলেন, 'বেলা সাড়ে ১১টায় এখানে এসে পেয়েছি শুধু আলু আর পেঁয়াজ। ডিম, পটোল, পেঁপে পাইনি।'

চাহিদা মিটছে না ঢাকার বাইরেও

নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি বিপাকে ফেলেছে দেশের সব জায়গার মানুষকেই। ঢাকা কিংবা বাইরের শহরগুলোতে এমনকি মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যরাও সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য কিনতে লাইনে দাঁড়াচ্ছেন।

ময়মনসিংহ শহরের মৃত্যুঞ্জয় স্কুল রোডের বাসিন্দা আনোয়ারা বেগমের (৫৮) স্বামী ছিলেন প্রথম শ্রেণির ঠিকাদার। তিনি মারা যাওয়ার পর সংসারে অভাব নেমেছে। গতকাল ওএমএসের আটা কিনতে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। বলেন, 'সকাল সাতটায় এসেছি। নইলে পেছনে পড়তে হয়।' সেখানে ডিলারের পক্ষ থেকে মোজাম্মেল হোসাইন বলেন, শুরুর দিকে প্রতি ক্রেতার কাছে পাঁচ কেজি করে চাল ও আটা বিক্রি করা হয়। তবে শেষের দিকে যাকে চাল দেওয়া যায়, তাকে আর আটা দেওয়া যায় না।

রংপুরে বুধবার সকালে ওএমএস ও টিসিবির ছয়টি কেন্দ্র সরেজমিনে দেখেছে *প্রথম আলো*। একটি কেন্দ্রে মনজুয়ারা বলেন, 'এর আগে একদিন দুপুরে এসে পণ্য পাইনি। তাই আজ সকালেই এসেছি।' শারমিন আক্তার নামের আরেকজন বলেন, 'ওএমএসের চালের পরিমাণ বাড়ালে হামারগুলার উপকার হইল হয়। কেননা সংসারোত চাউল বেশি লাগে।'

সিলেটের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে পণ্য কিনতে লাইনে দাঁড়ানো তুতু মিয়া বলেন, তিনি রাতে চৌকিদারের কাজ করেন। সকাল সাড়ে ৭টায় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন তাঁর আগে ৫০ জন দাঁড়িয়ে আছেন।

খুলনা নগরের ময়লাপোতা আহসানউল্লাহ কলেজের পাশের ফুটপাতে বুধবার বেলা সাড়ে ১১টায় লম্বা লাইনে ছিলেন বিত্তহীন থেকে শুরু করে মধ্যবিত্তরা। তাঁদের একজন কাকলি দাশের (ছদ্মনাম) স্বামী ও দেবরের সেলুনের ব্যবসায় ভর করে চলে আট সদস্যের যৌথ সংসার। ওই নারী বলেন, 'কিছুটা সাশ্রয়ের খোঁজে লাজলজ্জা ভুলে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে।'

টিসিবির নতুন উদ্যোগ

দেশে এক কোটি পরিবার কার্ডধারীর মধ্যে ভোজ্যতেল, মসুর ডাল ও পেঁয়াজ বিক্রি করছে টিসিবি। তবে পেঁয়াজ বিক্রি আপাতত বন্ধ। এক পরিবার মাসে একবারই নিতে পারে দুই লিটার তেল ও দুই কেজি ডাল। সংস্থাটি এখন চালও বিক্রি করছে। পরিবার কার্ড না থাকলেও তা কেনার সুযোগ পাবেন যে কেউ। গতকাল থেকে ঢাকা মহানগরের ৫০টি ও চট্টগ্রাম মহানগরের ২০টি স্থানে ভ্রাম্যমাণ ট্রাকের মাধ্যমে এ বিক্রি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ১০০ টাকা লিটার দরে সর্বোচ্চ দুই লিটার ভোজ্যতেল, ৩০ টাকা কেজি দরে পাঁচ কেজি চাল ও ৬০ টাকা কেজি দরে দুই কেজি মসুর ডাল কিনতে পারবেন ভোক্তারা।

রাজধানীর তেজগাঁও শিল্প এলাকার দক্ষিণ বেগুনবাড়িতে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি বাজার সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে 'বিকল্প কৃষি বাজার' চালুর ব্যাপারে জোর দেন।

[প্রতিবেদনের জন্য তথ্য দিয়েছেন *ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, কুমিল্লার* **নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিরা**]

গ্যাটকো দুর্নীতির মামলা থেকে খালেদা জিয়াসহ তিনজনকে অব্যাহতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

খালেদা জিয়া

গ্যাটকো দুর্নীতির মামলা থেকে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ দলটির শীর্ষস্থানীয় তিন নেতাকে অব্যাহতি দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি অপর ১২ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছেন।

ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৩-এর বিচারক আবু তাহের গতকাল বৃহস্পতিবার এ আদেশ দেন। অব্যাহতি পাওয়া অন্য দুজন হলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মীর আহমেদ আলী সালাম *প্রথম আলোকে* বলেন, বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ অন্য আসামিদের পক্ষে অব্যাহতি চেয়ে আদালতে আবেদন করা হয়। দুদকের পক্ষে তিনি খালেদা জিয়াসহ অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে আদালত খালেদা জিয়া, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও খন্দকার মোশাররফকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেন। বাকি ১২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন।

২০০৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে খালেদা জিয়া, তাঁর ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে তেজগাঁও থানায় দুদক এ মামলা করে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা নিয়ে ৩ রিভিউ আবেদনের শুনানি ১৭ নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও পাঁচ বিশিষ্ট নাগরিকের করা তিনটি আবেদনের শুনানির জন্য আগামী ১৭ নভেম্বর দিন ধার্য করেছেন আপিল বিভাগ। প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের ছয় সদস্যের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ গতকাল বৃহস্পতিবার এই দিন ধার্য করেন।

এর আগে আপিল বিভাগের সাত বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ ২০১১ সালের ১০ মে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল ঘোষণা করে রায় দেন। হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল মঞ্জুর করে এ রায় দেওয়া হয়।

এই রায়ের পুনর্বিবেচনা চেয়ে গত সপ্তাহে একটি আবেদন করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এর আগে রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে আবেদন করেন সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারসহ পাঁচ বিশিষ্ট ব্যক্তি।

আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান শুনানিতে ছিলেন। পাঁচ বিশিষ্ট নাগরিকের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শরীফ ভুইয়া। বিএনপির মহাসচিবের আবেদনের পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন আর জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেলের আবেদনের পক্ষে আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির শুনানি করেন।

রাজনৈতিক সমঝোতায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিন নেতা প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অবস্থান জানিয়েছেন। দলটি এ মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ চায় না। বিএনপি মনে করে, রাষ্ট্রপতি পদে শূন্যতা হলে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সংকট তৈরি হবে।

ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত

উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের আলোচনার বিষয়ে গতকাল সন্ধ্যায় সরকারের পক্ষে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য তুলে ধরেন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হবে না। আবার তাড়াহুড়ো করা হবে না। শিগগিরই নেওয়া হবে।

রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে রিজওয়ানা হাসান বলেন, 'রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদে আলোচনা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি কী বলেছেন, সেটা আমাদের নজরে আনা হয়েছে। আবার তাঁর পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন চলছে, গণদাবি তৈরি হয়েছে, সেটাও বিবেচিত হচ্ছে।'

রিজওয়ানা হাসান বলেন, 'কিছু রাজনৈতিক দল সাংবিধানিক সংকটের কথাও বলছে। একটি দলের কয়েকজন নেতা বলেছেন, রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলে সাংবিধানিক শূন্যতা তৈরি হবে। আবার ওই রাজনৈতিক দলের কেউ কেউ বলেছেন, রাজনৈতিক সংকট হবে না। এটা আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।'

দাবিতে অনড়

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগসহ পাঁচ দফা দাবি মানতে গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে জাতীয় নাগরিক কমিটিও। তারা দাবিতে অটল থাকার কথা বলছে। পাঁচ দফার দ্বিতীয় দাবি ছিল ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা, সেটা পূরণ করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।

এমন পরিস্থিতিতে বিএনপির নেতারা জানান, রাষ্ট্রপতির পদ নিয়ে এ মুহূর্তে দেশে সাংবিধানিক, রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক সংকট তৈরি হোক, সেটা তাঁদের কাম্য নয়। বিএনপির এ অবস্থানে সন্তুষ্ট হতে পারেনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি। মূলত এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতেই বুধবার সন্ধ্যায় যৌথ সংবাদ সম্মেলন ডেকেছিল তারা। সেখান থেকে রাজনৈতিক দলগুলোকে কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত না নেওয়ার আহ্বান জানান দুই সংগঠনের নেতারা।

বিএনপির পক্ষ থেকে 'সাংবিধানিক সংকটের' বক্তব্য আসায় এখন বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করার কথা ভাবছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যসচিব আরিফ সোহেল *প্রথম আলোকে* বলেন, রাষ্ট্রপতির অপসারণের দাবিতে তাঁরা এখনো অনড়। আজ শুক্রবার তাঁরা বৈঠক করে এ বিষয়ে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করবেন।

> পৃথিবী-কাঁপানো এক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনাকে বিদায় করেছে ছাত্র-জনতা।

রুহুল কবির রিজভী, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব, বিএনপি; গতকাল বিএনপির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে

সংক্ষেপে

সরকারি খরচে হজে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত

এ বছর সরকারি খরচে কাউকে হজে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। গতকাল বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠক শেষে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এ কথা জানান। অপর দিকে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ-১ অধিশাখা থেকে বুধবার এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পবিত্র হজের প্রাথমিক নিবন্ধন আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত চালু থাকবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পবিত্র হজে গমনেচ্ছু প্রাক্-নিবন্ধিত সবাইকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে তিন লাখ টাকা করে ব্যাংকে জমা দিয়ে প্রাথমিক নিবন্ধন করতে পুনরায় অনুরোধ করা হলো। এ সময়ের মধ্যে প্রাক্-নিবন্ধন ও প্রাথমিক নিবন্ধন যুগপৎভাবে চলবে।

বাসস, *ঢাকা*

ভারতীয় নাগরিকসহ দুজন আটক

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা সীমান্ত এলাকা থেকে রনি দাস (৩২) নামের এক ভারতীয় নাগরিকসহ দুজনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে উপজেলার পুরোনো ধর্মরামবাড়ী এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। রনি দাস ত্রিপুরার দক্ষিণ রাজনগর বেলুনিয়ার বাসিন্দা। এ সময় মো. সাইফুল ইসলাম (২৪) নামের স্থানীয় একজন বাসিন্দাকেও আটক করা হয়। তিনি মাটিরাঙ্গা উপজেলার বেলছড়ি ইউনিয়নের ছনখোলাপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

প্রতিনিধি, *মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি*

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব

ঘূর্ণিঝড় 'দানা'র প্রভাবে ঝোড়ো বাতাসে নুইয়ে পড়েছে ধানগাছ। সেই ধানগাছ তুলে বেঁধে দিচ্ছেন এক কৃষক। গতকাল রংপুরের মিঠাপুকুরে। ছবি : মঈনুল ইসলাম

হাতির আক্রমণে একজন আহত

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় হাতির আক্রমণে একজন আহত হয়েছেন। গত বুধবার রাতে উপজেলার বৈরাগ ইউনিয়নের মধ্য গুয়াপঞ্চক গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত আবদুর রহিম (৪৮) দেয়াঙ পাহাড়ের পাদদেশে একটি পোলট্রি খামার পরিচালনা করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যা সাতটার দিকে বাড়ি থেকে পোলট্রি খামারে যাচ্ছিলেন আবদুর রহিম। ওই সময় পাহাড় থেকে নেমে আসা একটি হাতির সামনে পড়লে হাতিটি শুঁড়ে তুলে তাঁকে আছাড় মারে। পরে রাত ১০টার দিকে ঝোপের ভেতর থেকে গোঙানির শব্দ শুনে লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। বন বিভাগের লোকজন জানান, দেয়াঙ পাহাড়ে খাবার ও সুপেয় পানি পাওয়ায় চারটি হাতি অবস্থান নিয়েছে। এসব হাতিকে ঢিল ছোড়া হয়েছে অথবা উত্ত্যক্ত কিংবা বিরক্ত করা হয়েছে। অকারণে হাতি মানুষকে আক্রমণ করে না।

প্রতিনিধি, *আনোয়ারা, চট্টগ্রাম*

শীতের সবজি জমিতে শীতের সবজি বাঁধাকপির চারা রোপণে ব্যস্ত কৃষক। ডিসেম্বর মাসে বাজারে বিক্রির উপযোগী হবে এই বাঁধাকপি। গতকাল পাবনা সদরের মালিগাছা এলাকায়। ছবি : হাসান মাহমুদ

প্রতিবন্ধীদের জন্য সবই আছে, কেবল তাঁরা নেই

প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

সেবা নিতে আসা ব্যক্তিদের আবাসিক সুবিধা দিতে ২০১৯ সালে বিভিন্ন সরঞ্জাম কিনতে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা খরচ হয়।

আরিফুর রহমান, *ঢাকা*

বাগেরহাটের বাসিন্দা আসাদুজ্জামান মামুন ২০১৪ সালে নিউরোমাইলাইটিস অপটিকা (এনএমও) নামের বিরল ও জটিল রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর দুটি হাত ও দুটি পা অনেকটা অবশ হয়ে যায়। ঢাকার কয়েকটি হাসপাতালে সেবা নেন তিনি। আর্থিক কারণে পরবর্তী সময় তিনি মিরপুরের সরকারি প্রতিষ্ঠান জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে ফিজিওথেরাপি নেওয়া শুরু করেন।

আসাদুজ্জামান ১০ বছর ধরে বাগেরহাট থেকে ঢাকায় এসে দিনে দিনে থেরাপি নিয়ে আবার বাড়ি ফিরে যান। তিনি বলেন, ফাউন্ডেশনের ভেতরে সেবাপ্রাপ্তির আবাসিক সুবিধা না থাকায় তাঁকে এভাবে দিনে দিনে চলে যেতে হয়।

অথচ সেবা নিতে আসা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আবাসিক সুবিধা দিতে ২০১৯ সালে ফাউন্ডেশনের জন্য নির্মিত ১৫ তলার একটি ভবনে দুটি তলা (ফ্লোর) রাখা হয়।

ভবনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা বরাদ্দ করা হয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আবাসিক সুবিধা দেওয়ার জন্য। এমনকি এ জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের সরঞ্জামও কেনা হয়। তবে পাঁচ বছর পার হতে চললেও এখনো সেখানে আবাসিক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না। এ কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এখানে এসে দিনের মধ্যেই সেবা নিয়ে চলে যান।

১৩ অক্টোবর সরেজমিনে ভবনটির পঞ্চম তলায় গিয়ে দেখা যায়, সেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের থাকার জন্য ৬০টি শয্যা পড়ে আছে। তবে সেখানে কেউ নেই। আলমারি, টেবিল, চেয়ার, ফ্যানসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। অন্যদিকে ষষ্ঠ তলায় গিয়ে দেখা যায়, সেটি ফাউন্ডেশনের 'স্টোর রুম' হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ফাউন্ডেশনের একাধিক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, আবাসিক সুবিধা দিতে নানা আয়োজন এখানে আছে; কিন্তু পাঁচ বছরেও এই সুবিধা চালু হয়নি। সরঞ্জামগুলো পড়ে আছে। এগুলোর যত্নআত্তিও হচ্ছে না।

ফাউন্ডেশনটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংস্থা। ১৯৯৯ সালে সংস্থাটি গঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের তথ্যমতে, সেবা নিতে আসা ব্যক্তিদের আবাসিক সুবিধা দিতে ২০১৯ সালে বিভিন্ন সরঞ্জাম কিনতে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা খরচ হয়।

ফাউন্ডেশনের একাধিক কর্মকর্তা বলেন, আবাসিক সুবিধা চালু করতে গেলে চিকিৎসক, ফিজিওথেরাপিস্ট, অফিস সহায়ক ও পিয়নের মতো জনবল দরকার।

আবাসিক সুবিধা চালু না করেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে শয্যা। প্রথম আলো

ফাউন্ডেশনের পরিচালক (পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি) ও যুগ্ম সচিব মো. আজমুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, আবাসিক সুবিধা চালুর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। মূলত জনবলের অভাবে আবাসিক সুবিধা চালু করা যাচ্ছে না। বিধিমালা চূড়ান্ত না হওয়ায় জনবল নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে না। তবে বিধিমালা তৈরির কাজ চলছে। অর্গানোগ্রাম (জনবলকাঠামো) অনুমোদন পেলে এক বছরের মধ্যে জনবল নিয়োগ দিয়ে এই সেবা চালু করা সম্ভব হবে।

অবশ্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে ফাউন্ডেশনের এক কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, আবাসিক সুবিধা চালু করতে সর্বোচ্চ ১০ জনবল দরকার। সারা দেশে ফাউন্ডেশনের ১০৩টি সেন্টার আছে। সরকার চাইলে সেসব সেন্টার থেকে জনবল আনতে পারে। তা ছাড়া কর্তৃপক্ষ আন্তরিক হলে অনেক জায়গা থেকে চিকিৎসক-ফিজিওথেরাপিস্ট আনতে পারে; কিন্তু কারও মধ্যে সেই চেষ্টা বা উদ্যোগ নেই।

তবে মো. আজমুল হক বলেন, ফাউন্ডেশনের যে ১০৩টি সেন্টার রয়েছে, সেখানেও জনবলসংকট আছে। তাই চাইলেই সেখান থেকে লোক আনা সম্ভব নয়।

ফাউন্ডেশনকে ২০১০ সালে অধিদপ্তরে রূপান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। ২০১৩ সালে 'প্রতিবন্ধী উন্নয়ন অধিদপ্তর' নামে বাংলা ও ইংরেজি নামের ছাড়পত্র দেওয়া হয়। ফাউন্ডেশনকে অধিদপ্তরে রূপান্তরের বিষয়ে প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় আলোচনাও হয়েছিল। পরে আর এগোয়নি।

ফাউন্ডেশন সূত্র জানায়, এই সংস্থার অনেকে চান না, এটি অধিদপ্তর হোক। কারণ, তখন কর্মকর্তাদের মাঠপর্যায়ে যেতে হবে।

সেবাগ্রহীতা আসাদুজ্জামান মামুন *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁর মতো অনেকে দূরদূরান্ত থেকে এখানে আসেন। তাঁরা দিনে এসে দিনেই সেবা নিয়ে চলে যান। এতে অনেক ঝক্কিঝামেলা পোহাতে হয়। আবাসিক সুবিধা থাকলে উপকার হতো। তিনি দ্রুত আবাসিক সুবিধা চালুর দাবি জানান।

পণ্য ছাড়াই পঞ্চগড় ছাড়ল 'কৃষিপণ্য স্পেশাল ট্রেন'

প্রতিনিধি, *পঞ্চগড়*

উত্তরাঞ্চলের সবজি, ফুলসহ কৃষিপণ্য ঢাকায় নেওয়ার জন্য 'কৃষিপণ্য স্পেশাল ট্রেন' চালু করেছে সরকার। তবে চালুর পর প্রথম দিন গতকাল বৃহস্পতিবার কোনো পণ্য ছাড়াই ট্রেনটি পঞ্চগড়ের বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম রেলস্টেশন ছেড়ে গেছে। রেলওয়ে কর্মকর্তারা বলছেন, যোগাযোগ করেও কৃষি উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায়নি।

বিশেষ ট্রেনটি সপ্তাহে প্রতি বৃহস্পতিবার সকাল ৭টায় পঞ্চগড় ছেড়ে যাবে। ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, জয়পুরহাট ও গাজীপুরের বিভিন্ন স্টেশনে থেমে রাত সোয়া ১০টার দিকে পৌঁছাবে ঢাকার কমলাপুর স্টেশনে। এই ট্রেনে সাতটি বগি আছে। ফল, সবজি ছাড়াও ট্রেনে হিমায়িত মাছ, মাংস ও দুধ পরিবহনের ব্যবস্থা আছে। পঞ্চগড় থেকে ঢাকা পর্যন্ত প্রতি কেজি কৃষিপণ্যের ভাড়া ১ টাকা ৫৬ পয়সা।

পঞ্চগড় রেলস্টেশনের মাস্টার মাসুদ পারভেজ বলেন, স্বল্প খরচে কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য এই ট্রেন চালু হয়েছে। তবে প্রথম দিনে ব্যবসায়ী ও কৃষকদের কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। তাঁরা জানিয়েছেন, ট্রাকের চেয়ে ট্রেনে মালামাল পরিবহনের খরচ আড়াই থেকে তিন গুণ বাড়বে।

ব্যবসায়ীরা জানান, পঞ্চগড়ে খেতের পাশ থেকে সরাসরি ঢাকায় ট্রাকে করে সবজি পাঠাতে প্রতি কেজিতে সর্বোচ্চ ৩ টাকা খরচ হয়। ট্রেনে প্রতি কেজির খরচ ১ টাকা ৫৬ পয়সা হলেও তাঁদের মোট খরচ ট্রাকের তুলনায় তিন গুণ বাড়বে। খেত থেকে সবজি রেলস্টেশনে নিতে কেজিপ্রতি প্রায় দেড় থেকে দুই টাকা খরচ হবে। এ ছাড়া কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে এসব পণ্য কারওয়ান বাজারে নিতে কেজিতে অন্তত তিন টাকা খরচ হবে।

পঞ্চগড় সদর উপজেলা সবজি ব্যবসায়ী রেজাউল করিম বলেন, রাত তিনটায় সবজিসহ একটি ট্রাক কারওয়ান বাজারে পৌঁছাতে পারলে ভোরের বাজার ধরা যায়। ট্রেনে সেই সুবিধা নেই। মাল স্টেশন পর্যন্ত নেওয়া বা স্টেশন থেকে বাজারে নেওয়ার আলাদা খরচ রয়েছে। এভাবে স্থান বদলে কিছু মালামাল নষ্ট হতে পারে। তাই ট্রেনে সবজি পাঠানোয় তাঁদের আগ্রহ কম।

জরায়ুমুখ ক্যানসারের একক ডোজের টিকার অনুমোদন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

এই টিকা অনুমোদনের ক্ষেত্রে আইসিডিডিআরবির গবেষণা বড় ভূমিকা রেখেছে।

> আমাদের গবেষণায় সেকোলিনের এক ডোজ নিরাপদ ও কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।
>
> **ড. কে জামান**, জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও গবেষক, আইসিডিডিআরবি

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, জরায়ুমুখ ক্যানসার প্রতিরোধে টিকার এক ডোজই যথেষ্ট। এই এক ডোজ টিকার অনুমোদন দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। বাংলাদেশের মতো নিম্ন আয়ের দেশে জরায়ুমুখ ক্যানসার মোকাবিলায় এই অনুমোদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এটি অনুমোদনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) গবেষণা বড় ভূমিকা রেখেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার আইসিডিডিআরবির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২১ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত নতুন এই টিকার ডোজ নিয়ে গবেষণা করেছেন আইসিডিডিআরবি। একই সঙ্গে গবেষণা হয়েছে আফ্রিকার দেশ ঘানায়। গবেষণায় দেখা গেছে, দুই ডোজ টিকা ক্যানসার প্রতিরোধে যে ভূমিকা রাখে, এক ডোজ টিকা একই ভূমিকা রাখে। এক ডোজ সাশ্রয়ী। সেকোলিন নামের এই টিকা তৈরি করেছে চীনের ইনোভ্যাক্স।

৯৫ শতাংশ জরায়ুমুখ ক্যানসারের কারণ হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস বা এইচপিভি। এইচপিভি প্রতিরোধে এই টিকার এক ডোজ কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশ ও ঘানায়।

আইসিডিডিআরবির জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও এই টিকার অন্যতম গবেষক ড. কে জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাদের গবেষণায় সেকোলিনের এক ডোজ নিরাপদ ও কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর ফলে ভ্যাকসিন সরবরাহে ঘাটতি আছে এমন দেশগুলোর জন্য একক ডোজ একটি ভালো বিকল্প ব্যবস্থা।' তিনি আরও বলেন, এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি গবেষণায় বাংলাদেশের হয়ে যুক্ত থাকতে পেরে তিনি গর্বিত।

বিশ্বে প্রতিবছর ৬ লাখ ৬০ হাজার জরায়ুমুখ ক্যানসারে আক্রান্ত নারী শনাক্ত হয়। সারা বিশ্বে প্রতি দুই মিনিটে একজন নারী প্রতিরোধযোগ্য এই ক্যানসারে মারা যাচ্ছেন। বাংলাদেশেও প্রতিবছর বহু নারী জরায়ুমুখ ক্যানসারে আক্রান্ত হন ও মারা যান। বাংলাদেশ সরকার ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী বা পঞ্চম-নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত মেয়েদের বিনা মূল্যে এইচপিভি টিকা দিচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস বলেছেন, 'অন্যান্য বেশির ভাগ ক্যানসারের তুলনায় জরায়ুমুখ ক্যানসার আলাদা। কেননা আমাদের এটি নির্মূল করার সক্ষমতা রয়েছে। তাই জরায়ুমুখের ক্যানসার মোকাবিলার আরেকটি একক ডোজের এইচপিভি টিকা অনুমোদন দেওয়ায় আমরা জরায়ুমুখের ক্যানসার চিরতরে নির্মূল করার ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলাম।'

অনিয়মের অভিযোগ তদন্তে কমিটি করে দিলেন হাইকোর্ট

শেখ হাসিনা পরিবারের প্লট বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বোন শেখ রেহানাসহ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিবারের ছয় সদস্যের নামে পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দে অনিয়ম নিয়ে গণমাধ্যমে আসা অভিযোগসহ গত ১৫ বছরে (২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে) রাজউকের প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগ তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মিফতাহ উদ্দিন চৌধুরী, আইনজীবী জসীম উদ্দীন সরকার ও প্রকৌশলী আলমগীর হাসিন এই কমিটিতে থাকবেন।

এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল বৃহস্পতিবার রুলসহ এ আদেশ দেন। 'পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প : হাসিনা পরিবারের ৬০ কাঠা প্লট' শিরোনামে গত ৫ সেপ্টেম্বর একটি দৈনিকে প্রতিবেদন ছাপা হয়। এ নিয়ে একাধিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন যুক্ত করে সুপ্রিম কোর্টের ১০ আইনজীবী আবেদনকারী হয়ে ১১ সেপ্টেম্বর ওই রিটটি করেন। রাজউকের প্লট অবৈধভাবে বরাদ্দের বৈধতা নিয়ে করা এই রিটে অনিয়মের অভিযোগ তদন্তে হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এক বিচারপতিকে প্রধান করে তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠনের নির্দেশনা চাওয়া হয়। বুধবার রিটের ওপর শুনানি নিয়ে গতকাল আদেশের জন্য দিন রাখেন হাইকোর্ট।

আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মোহাম্মদ মিসবাহ উদ্দীন। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নূর মুহাম্মদ আজমী ও আখতার হোসেন মো. আবদুল ওয়াহাব।

আইনজীবী মোহাম্মদ মিসবাহ উদ্দীন *প্রথম আলোকে* বলেন, ২৬ হাজার ২১৩টি রাজউকের প্লটের মধ্যে ৮৫৬টি প্লটের বিষয়ে পর্যালোচনায় দেখা যায়, যাদের শুধু ঠিকানা অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও লন্ডন লেখা—এমন অনেকের নামেও বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। অনেকের আইডিতে তথ্য নেই। শুধু যুবলীগ ও আওয়ামী লীগ লেখা আছে। শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগসহ গত ১৫ বছরে রাজউকের প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগ তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। ১২০ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। গৃহায়ণ ও গণপূর্তসচিবকে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে।

শেখ হাসিনা পরিবারের নামে ৬০ কাঠা প্লটসহ অবৈধ সব প্লট বরাদ্দ বাতিলের কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না এবং অবৈধ প্লট বরাদ্দের সঙ্গে জড়িত-সুবিধাভোগীদের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) আইনের আওতায় আনতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, রুলে তা জানতে চাওয়া হয়েছে বলে জানান রিট আবেদনকারীদের এই আইনজীবী। গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব, রাজউকের চেয়ারম্যান, পূর্বাচল প্রকল্প পরিচালক, শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, সজীব ওয়াজেদ জয়, সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি ও আজমিনা সিদ্দিক রূপন্তী, দুদক চেয়ারম্যানসহ বিবাদীদের চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

রিট আবেদনকারী ১০ আইনজীবী হলেন মো. রেজাউল ইসলাম, আল রেজা মো. আমির, মো. গোলাম কিবরিয়া, মোহাম্মদ হারুন, মো. বেলায়েত হোসেন সোজা, কামরুল ইসলাম, হাসান মাহমুদ খান, শাহীনুর রহমান, মো. জিল্লুর রহমান ও ইসমাইল হোসেন।

ডলফিন টিকিয়ে রাখতে নদীদূষণ রোধের আহ্বান

ডলফিন দিবস

বাসস, *ঢাকা*

ডলফিন টিকিয়ে রাখতে নদী ও জলাশয়ের দূষণ রোধ এবং পানির প্রবাহ ঠিক রাখার আহ্বান জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সরকারের পদক্ষেপগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। ডলফিন রক্ষায় স্থানীয় জনগণকেও সম্পৃক্ত করতে হবে।

গতকাল মিঠাপানির ডলফিন দিবস উপলক্ষে বন ভবনে আয়োজিত 'নদীর প্রাণ ডলফিন-শুশুক, নিরাপদে বেঁচে থাকুক' প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজিত এক আলোচনায় পরিবেশ উপদেষ্টা এ কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, 'দেশের নদী ও জলাশয়ে মিঠাপানির ডলফিনের উপস্থিতি আমাদের পরিবেশের স্বাস্থ্য নির্দেশ করে।' তিনি এ সময় ডলফিন জরিপের ফলাফল প্রকাশ করেন। এই সমীক্ষায় প্রায় ৬৩৬টি দল বা ১ হাজার ৩৫২টি গাঙ্গেয় ডলফিনের উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য, মিঠাপানির শুশুক বা ডলফিনের সবচেয়ে বড় আবাসস্থল হলো পদ্মা ও যমুনা নদীর বিভিন্ন মোহনা। এই নদীগুলোর বিভিন্ন শাখা নদীতেও একসময় নিয়মিত শুশুকের দেখা পাওয়া যেত।

এদিকে বন কর্মকর্তাদের ঝুঁকি ভাতা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেন, বন রক্ষায় বন কর্মকর্তাদের সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। কাজের গতি বাড়াতে হবে এবং যেকোনো সমস্যা হলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানাতে হবে।

বনরক্ষীদের প্রতি গাছ কাটার বিরুদ্ধে যথাসময়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, দেশীয় প্রজাতির গাছ লাগানো বন বিভাগের প্রধান দায়িত্ব।

বক্তব্য দিচ্ছেন পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। ছবি : পিআইডি

বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মো. আমীর হোসাইন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ফারহিনা আহমেদ, আইইউসিএনের বাংলাদেশের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক এ বি এম সারোয়ার আলম ও মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জিল্লুর রহমান।

আরও বক্তব্য দেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এম মনিরুল এইচ খান, উপপ্রধান বন সংরক্ষক ও সুফলের প্রকল্প পরিচালক গোবিন্দ রায়, বন অধিদপ্তরের বন্য প্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চলের বন সংরক্ষক ইমরান আহমেদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা ডলফিন রক্ষায় সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন। পরিবেশ উপদেষ্টা এ অনুষ্ঠানে সাইটিস সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজড করার ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে ডলফিনের প্রদর্শনী ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

করোনা শনাক্ত ১ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। ইউএনবি

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় নেই প্রেস কাউন্সিল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পত্রিকার সম্পাদক ও প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে কাউন্সিলে অভিযোগ করতে পারেন। আইনে এই সংস্থাকে এ ধরনের অভিযোগ বিচার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সম্পাদক ও প্রতিবেদককে সতর্ক করতে পারে, ভর্ৎসনা করতে পারে প্রেস কাউন্সিল। তবে বাস্তবে প্রেস কাউন্সিলে খুব বেশি অভিযোগ জমা পড়ে না। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০২৩ সালে প্রেস কাউন্সিলে মামলা হয়েছে ছয়টি।

নিজেদের প্রধান দুটি কাজের কোনোটিতেই সেভাবে নেই প্রেস কাউন্সিল। অথচ এই সংস্থার পেছনে বছরে দুই কোটি টাকার বেশি অনুদান দিতে হয় সরকারকে।

সর্বশেষ ২০২১ সালের অক্টোবরে বিচারপতি নিজামুল হক নাসিমকে তিন বছরের জন্য প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর গত ৯ সেপ্টেম্বর তাঁর চুক্তি বাতিল করা হয়। নতুন কাউকে এখন পর্যন্ত চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়নি। অবশ্য ২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকেই প্রেস কাউন্সিল স্থবির হয়ে আছে। কারণ, চেয়ারম্যান বাদে কাউন্সিলের অন্য সদস্য পদগুলো তখন থেকেই শূন্য।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও প্রেস কাউন্সিল

রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) গত ৩ মে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচক প্রকাশ করে। সেখানে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান হয় ১৬৩তম। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে বাংলাদেশের বড় অবনমন ঘটেছিল ২০২২ সালে। ২০২১ সালের তুলনায় ওই বছর সূচকে বাংলাদেশের ১০ ধাপ অবনমন হয়েছিল।

অন্যদিকে ২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর আইন ও সালিশ কেন্দ্রের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ওই বছরের প্রথম ৯ মাসে দেশে ১৭৯ জন সাংবাদিক বিভিন্নভাবে নির্যাতন, হয়রানি, হুমকি, মামলার শিকার এবং পেশাগত কাজ করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েন। পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে হামলার শিকার হন অন্তত ৬৬ জন সংবাদকর্মী। দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত হন একজন সাংবাদিক।

এখন দেখা যাক ২০২২ সালে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল কী করেছিল। ২০২২ সালে ৮টি বৈঠক করেছিল প্রেস কাউন্সিল। বৈঠকগুলোর কার্যবিবরণী ঘেঁটে দেখা যায়, কোনো বৈঠকেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বা সাংবাদিকদের সুরক্ষা নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। বছরজুড়ে তারা মূলত ব্যস্ত ছিল নানা দিবসভিত্তিক অনুষ্ঠান আয়োজনের আলোচনা নিয়ে।

এর বাইরে তারা ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় মোট ২২টি সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা করে। এগুলোর মূল বিষয় ছিল 'সাংবাদিকতার নীতিমালা ও নৈতিকতা, প্রেস কাউন্সিল আইন ও আচরণবিধি এবং তথ্য অধিকার আইন অবহিতকরণ'। সংবাদপত্রের মানোন্নয়নেও তাদের তেমন কোনো কর্মসূচি ছিল না।

প্রেস কাউন্সিল সূত্র জানায়, ২০২৩ সালের চিত্রও ছিল প্রায় একই। এ ছাড়া ২০২২ সালের প্রথম বৈঠকে সংবাদপত্রের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও নিরসন কমিটি করেছিল প্রেস কাউন্সিল। কিন্তু গত দুই বছরে ১৩ সদস্যের এই কমিটির কোনো কার্যক্রম ছিল না। সাংবাদিকদের একটি ডিজিটাল ডেটাবেজ তৈরির কাজ শুরু করেছিল কাউন্সিল। ৩৩টি জেলা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। তবে সেটিও আলোর মুখ দেখেনি।

কী আলোচনা করে প্রেস কাউন্সিল

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০২২ সালে প্রেস কাউন্সিল ৮টি বৈঠক করে। বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদের প্রতি বৈঠকের জন্য ৩ হাজার টাকা করে সম্মানী দেওয়া হয়।

২০২২ সালের ২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের প্রথম বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল : কাউন্সিলের বিভিন্ন কমিটি গঠন, আপিল বোর্ডের সদস্য মনোনয়ন, রাষ্ট্রপতি ও তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নবগঠিত কাউন্সিলের সৌজন্য সাক্ষাৎ আয়োজন, বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, প্রেস কাউন্সিল পদক নীতিমালা পর্যালোচনা ও প্রেস কাউন্সিল পদকের আবেদন আহ্বান, প্রেস কাউন্সিল পদকের জন্য জুরিবোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্য মনোনয়ন, প্রেস কাউন্সিল দিবস উদ্‌যাপন প্রস্তুতি, কাউন্সিলের পেশকারের শূন্য পদে নিয়োগ এবং নতুন পদ সৃজনের প্রস্তাব পর্যালোচনা।

কাউন্সিলের দ্বিতীয় বৈঠকের আলোচ্যসূচি ছিল : প্রেস কাউন্সিল দিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি পর্যালোচনা, প্রেস কাউন্সিল পদক প্রদান অনুষ্ঠানের তারিখ পর্যালোচনা এবং নতুন পদ সৃজনের প্রস্তাব অনুমোদন।

তৃতীয় সভার আলোচ্য বিষয় ছিল : প্রেস কাউন্সিলের নতুন দুজন সদস্যকে অভ্যর্থনা, সাংবাদিকদের ডেটাবেইস প্রণয়ন নীতিমালা পর্যালোচনা, প্রেস কাউন্সিল পদকের জন্য মনোনয়ন পর্যালোচনা এবং পদক প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন পর্যালোচনা।

চতুর্থ বৈঠকের আলোচ্যসূচি ছিল : প্রেস কাউন্সিল পদক প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন পর্যালোচনা, একটি মামলার রায় অনুমোদন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন-সংক্রান্ত সমস্যা ও নতুন পদ সৃজনের প্রস্তাব সংশোধন।

পঞ্চম সভার আলোচনার বিষয় ছিল: প্রেস কাউন্সিল পদক প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজনের অগ্রগতি পর্যালোচনা, জুডিশিয়াল কমিটির সুপারিশ করা মামলার রায় অনুমোদন ও আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর স্মরণে আলোচনা সভা আয়োজনের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

ষষ্ঠ সভার আলোচনার বিষয় ছিল : জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন ও শোকের মাসের কর্মসূচির নির্ধারণ, একটি মামলার রায় অনুমোদন ও স্মরণসভার আয়োজন।

সপ্তম সভার আলোচনার বিষয় ছিল: প্রেস কাউন্সিল পদক প্রদান অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পর্যালোচনা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন।

অষ্টম সভার আলোচনার বিষয় ছিল : মামলার রায় অনুমোদন, প্রেস কাউন্সিল পদক-২০২৩-এর জুরিবোর্ডের সভাপতি ও সদস্য মনোনয়ন, সাংবাদিক ডেটাবেজ তৈরির অগ্রগতি পর্যালোচনা, কাউন্সিলের সদস্যদের সম্মানী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন নিয়ে অর্থ বিভাগের আপত্তির বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার তারিখ নির্ধারণ এবং কর্মচারীদের সরকারি ছুটির দিনে ডিউটির জন্য অতিরিক্ত কাজের ভাতা চূড়ান্তকরণ।

২০২৩ সালে প্রাতিষ্ঠানিক ক্যাটাগরিতে প্রেস কাউন্সিল পদক পায় *ভোরের কাগজ*। আঞ্চলিক প্রাতিষ্ঠানিক সম্মাননা পেয়েছে দৈনিক *কক্সবাজার*।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা, মানোন্নয়ন ও মান সংরক্ষণসহ যেসব উদ্দেশ্যে প্রেস কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল, সেটা অর্জনে কোনো কার্যক্রম ছিল কি না, সে বিষয়ে কাউন্সিল-সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো কিছু জানাতে পারেনি। এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে প্রেস কাউন্সিলের সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিমের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়। তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়ে বিতর্ক

১৯৭৪ সালে প্রেস কাউন্সিল আইন করা হয়েছিল। আর সংস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে ১৯৭৯ সালে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রেস কাউন্সিল আইন সংশোধন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ২০২২ সালের ২০ জুন আইনের সংশোধনীর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা।

যেভাবে আইনটি সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়, সেটাকে স্বাধীন সাংবাদিকতার পথে বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেন সাংবাদিকেরা। তাঁরা বলেছিলেন, এই আইন পাস হলে প্রেস কাউন্সিল রক্ষকের জায়গায় 'ভক্ষক' হয়ে দাঁড়াবে।

ওই সংশোধনী প্রস্তাবে সাংবাদিকদের সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা জরিমানা করার বিধান সংযোজনের কথা বলা হয়। এ ছাড়া নতুন একটি ধারা যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়, যেখানে বলা হয়, সংবাদপত্র (প্রিন্ট ও অনলাইন), সংবাদ সংস্থায় 'রাষ্ট্রীয় ও জনস্বার্থ' ক্ষুণ্ন হয় এমন সংবাদ/প্রতিবেদন প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে কাউন্সিল স্বপ্রণোদিত হয়ে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনা, সমন জারি এবং প্রয়োজনে আদেশ দিতে পারবে।

মূলত এই দুটি বিধান নিয়ে প্রবল আপত্তি আছে। কারণ 'রাষ্ট্রীয় ও জনস্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়া' এই শব্দগুলো অস্পষ্ট। এগুলোকে নিজেদের সুবিধামতো ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকে এবং সাংবাদিকদের ভয়ভীতি দেখানো, ভিন্নমত দমনের কাজে ইচ্ছামতো ব্যবহার করার সুযোগ থাকে।

পরে মন্ত্রিসভা জরিমানার বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত দেয়। এই সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে তখন অংশীজন বা সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। কারা, কীভাবে এই খসড়া করেছিলেন, তা নিয়েও ছিল লুকোচুরি। অবশ্য এখন পর্যন্ত ওই সংশোধনী পাস হয়নি।

তবে ২০২২ সালের ২০ জুন *দ্য ডেইলি স্টারকে* দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রেস কাউন্সিলের তৎকালীন চেয়ারম্যান নিজামুল হক নাসিম বলেছিলেন, এই সংশোধনীর খসড়া তৈরির উদ্যোগ শুরু হয়েছিল ২০১৬ সালে। তবে তাঁদের কমিটিতেও এটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রেস কাউন্সিল এটাতে সম্মতি দিয়েছে।

কাউন্সিলে কারা থাকেন

প্রেস কাউন্সিল আইন অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি বা বিচারপতি হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি হবেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। ১৪ সদস্যের মধ্যে সদস্য হিসেবে থাকেন তিনজন কর্মরত সাংবাদিক, সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার তিনজন সম্পাদক, সংবাদপত্রের মালিকপক্ষের তিনজন, বাংলা একাডেমির একজন প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একজন প্রতিনিধি, বার কাউন্সিলের একজন প্রতিনিধি এবং স্পিকার মনোনীত জাতীয় সংসদের দুজন সদস্য। তবে বেশির ভাগ সময় প্রেস কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল দলীয় বিবেচনায়।

সর্বশেষ কাউন্সিলে সদস্য হিসেবে ছিলেন আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুর রহমান ও শফিউল ইসলাম, দৈনিক *প্রভাত*-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি মোজাফ্‌ফর হোসেন, *দ্য ডেইলি অবজারভার* সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সাবেক সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল, *যুগান্তর*-এর সম্পাদক সাইফুল আলম, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহাম্মদ নূরুল হুদা, *ভোরের কাগজ*-এর সম্পাদক শ্যামল দত্ত, বার কাউন্সিলের সদস্য মোখলেছুর রহমান, *বণিক বার্তা*র সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ, দৈনিক *জাতীয় অর্থনীতি*র সম্পাদক এম জি কিবরিয়া চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সচিব ফেরদৌস জামান এবং বিএফইউজের নির্বাহী কমিটির সদস্য উৎপল কুমার সরকার ও দপ্তর সম্পাদক সেবীকা রাণী।

সংবাদপত্র-সংক্রান্ত আইন বিশেষজ্ঞ ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জাফরুল হাসান শরীফের মতে, প্রেস কাউন্সিলের মূল কাজ হওয়া উচিত ছিল হলুদ সাংবাদিকতা বন্ধ করা। পাশাপাশি সাংবাদিকদের কাজের মানোন্নয়ন করা, তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু সেই জায়গায় প্রেস কাউন্সিলকে অনেক বছর ধরে মানুষ পায়নি। তাঁর মতে, প্রেস কাউন্সিলের আইন সংশোধনের চেষ্টার মাধ্যমে গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধের চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সংশোধনীগুলোকে পুনর্বিবেচনা করে প্রেস কাউন্সিল যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল, তা বাস্তবায়নে কার্যক্রম শুরুর এখন উপযুক্ত সময়। **(শেষ)**

শুধু নির্বাচন দিলে হবে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আওয়ামী লীগের আমলে প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করা হয়েছে, এ মন্তব্য করেন আলী রীয়াজ। তিনি বলেন, স্বৈরাচারী ব্যবস্থা থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে তৈরি করা চ্যালেঞ্জ। রাষ্ট্রের পরিবর্তন ছাড়া সমাধান সম্ভব নয়। এখানে ব্যান্ডএইড (পট্টি) দিয়ে করলে সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। তিনি মনে করেন, এই পরিবর্তন এক দিনে, এক বছরে, পাঁচ বছরে হবে না। এখানে দেখতে হবে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান তৈরির নির্ধারিত পথে আছে কি না। তিনি বলেন, পুলিশ কাজ করছে না, বাজারে দাম বেশি—প্রতিষ্ঠান না থাকায় এসব হয়েছে। এটা এক দিনে ঠিক হয়ে যাবে না।

আলী রীয়াজ বলেন, গণতন্ত্রে উত্তরণের দ্বিতীয় পথ হলো ঐকমত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা। সবাই একমত হবেন তা নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভিন্নমত থাকতেই হবে। দ্বিমত পোষণ করার অধিকারই গণতন্ত্র। কিন্তু ঐকমত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা থাকতে হবে।

রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্র হয় না বলে উল্লেখ করে আলী রীয়াজ বলেন, এত বড় একটি অভ্যুত্থান হয়েছে, আওয়ামী লীগ কার্যত গণহত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল। তিনি প্রশ্ন রাখেন, দলটির একজন নেতাও কি অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন?

আন্দোলন সফল হওয়ার পর অন্য কোনো দলেও নিজ থেকে পরিবর্তনের চেষ্টা নেই বলে মন্তব্য করেন আলী রীয়াজ। তিনি বলেন, দলগুলো যদি সংস্কৃতি বদলের প্রথম পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে পরিবর্তন আশা করা কঠিন। সংস্কার প্রয়োজন; কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো অনুধাবন করছে না যে তাদেরও বদলাতে হবে।

শুধু নির্বাচনের জন্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে এত মানুষ জীবন দেননি, এমন মন্তব্য করেন আইন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। তিনি বলেন, গণতন্ত্র দুই ধরনের। একটি হচ্ছে ন্যূনতম গণতন্ত্র, যেখানে নির্বাচনের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতার হাতবদল হবে। আরেকটি হচ্ছে উৎকৃষ্ট গণতন্ত্র, যেখানে প্রতিটি নির্বাচনে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে। রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান স্বাধীন ও কার্যকর থাকবে। প্রধানমন্ত্রীর হাতে সবকিছু কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকবে না। উৎকৃষ্ট গণতন্ত্র চাইলে শুধু নির্বাচন দিলে হবে না, কিছু সংস্কার করতে হবে। এত বছর দেশের কোনো রাজনৈতিক দল এসব সংস্কার করেনি।

কেন সংবিধানের পথে

সরকার কেন সংবিধানের পথে হাঁটল, সে ব্যাপারেও ব্যাখ্যা দেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। তিনি বলেন, ৫ আগস্ট তাঁকে সেনাপ্রধানের সঙ্গে বৈঠকের জন্য ডাকা হয়। তিনি গিয়ে দেখেন, সেখানে আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসররা ছাড়া প্রায় সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত আছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধিরাও সেখানে ছিলেন। সংবিধানের পথে যাত্রার সিদ্ধান্ত ছিল সবার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, ৭ আগস্ট ছাত্র আন্দোলনের নেতারা বসে উপদেষ্টা কারা হবেন, ঠিক করেছেন। কেউ তখন বিপ্লবী সরকার গঠনের কথা বলেননি। সাংবিধানিক পথে যাওয়াটা ভুল হয়ে থাকলে, এটি সবার ভুল।

আসিফ নজরুল বলেন, 'কেউ কেউ বলেন যে কেন শহীদ মিনারে শপথ নিলাম না, কেন বিপ্লবী সরকার হলো না, কেন সাংবিধানিক পথে গেলাম।... এখন আপনি দেখবেন, কোনো কোনো মানুষ, তাঁরা পৃথিবীর সবকিছু জানেন। তাঁদের একজন সম্পর্কে মনির হায়দার বললেন, 'আসিফ ভাই, মনে হয় তাঁকে "জাতির পিতা" না বানিয়ে দেওয়া পর্যন্ত থামবে না। অথবা তাঁকে জাতির পিতা বানিয়ে দিলেও সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।' সবাইকে ধৈর্য ধরার এবং সহিষ্ণু হওয়ার আহ্বানও জানান আইন উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ঐক্য না থাকলে সব শেষ হয়ে যাবে। ভিন্নমত থাকবে; কিন্তু অনৈক্য থাকলে হবে না। ঐক্য থাকলে বিজয়ী হওয়া যাবে।

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্য জাহেদ উর রহমান চৌধুরী বলেন, সংস্কার দরকার আছে; কিন্তু অল্প সময়ে সংস্কার করে দেশকে অসাধারণ করে ফেলা হবে, এটা হবে না।

সাংবাদিক মনির হায়দার বলেন, প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, ছাত্ররা তাঁদের নিয়োগকর্তা। সরকারেও ছাত্রদের প্রতিনিধি আছেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন, তাহলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কেরা কার কাছে অভিযোগ করছেন? সাংবাদিক সাহেদ আলম শিক্ষার্থীদের সঙ্গে রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের সঙ্গে একটি সেতু তৈরি করার আহ্বান জানান।

'আওয়ামী লীগকে ক্ষমা করলে তা প্রতারণা হবে'

আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ এবং বিদ্যমান সংবিধান বাতিল করার দাবি জানিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, আওয়ামী লীগকে ফ্যাসিবাদী করার ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী, আমলা, ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও গণমাধ্যমের একটা অংশ ভূমিকা রেখেছিল। সরকার পতনের পরও সেই শ্রেণি ক্ষমতায় রয়ে গেছে।

সব জায়গা থেকে আওয়ামী লীগকে বিতাড়িত করতে হবে উল্লেখ করে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, আওয়ামী লীগকে ক্ষমা চাইতে হবে। তারপর তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য বিচার করতে হবে। এর আগে কোনো রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে ক্ষমা করলে তা প্রতারণা হবে।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ উল্লেখ করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক সারজিস আলম বলেন, হাতবদল হয়ে পণ্যের দাম দ্বিগুণ হয়ে যায়। প্রতিটি জায়গায় সিন্ডিকেট রয়েছে। আবার মামলা বাণিজ্যও শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে বিভাজন শুরু হয়েছে। যে দেশ প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করা হয়েছে, তার জন্য অপেক্ষা না করে বিভাজন তৈরি করা হচ্ছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র উমামা ফাতেমা বলেন, বিএনপিসহ রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন দেওয়ার কথা বলছে। সব বাদ নিয়ে শুধু নির্বাচন দিলে হবে না। তিনি মনে করেন, অন্তর্বর্তী সরকার দুর্বল অবস্থায় আছে। আন্দোলনে হতাহত ব্যক্তিদের প্রতিও অন্তর্বর্তী সরকার সঠিক দায়বদ্ধতা দেখাতে পারেনি। তিনি বলেন, আবার জাতীয় ঐক্য দরকার। নাহলে এর খেসারত দিতে হবে।

অন্যদের মধ্যে আইনজীবী সাইয়েদ আব্দুল্লাহ, আদর্শ প্রকাশনীর প্রকাশক মাহবুবুর রহমান, ব্রেইনের নির্বাহী সদস্য সাদিক মাহবুব বক্তব্য দেন।

চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়স ৩২ করার সিদ্ধান্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এই সিদ্ধান্ত তাঁরা যে দাবিতে আন্দোলন করে আসছিলেন, তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এতে শিক্ষার্থীদের চাওয়া-পাওয়ার প্রতিফলন ঘটেনি। এই অবস্থায় তাঁরা সরকারের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করছেন। তাঁরা আশা করছেন, সরকার দ্রুত এটি সংস্কার করে বাস্তবায়ন করবে।

গতকাল বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতিতে 'জনপ্রশাসন সংস্কার কমিটির সুপারিশ আমলে না নিয়ে চাকরিতে আবেদনের সময়সীমা ৩২ করার প্রতিবাদে ক্ষোভ প্রকাশ' এর ব্যানারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনকারীরা চাকরিতে আবেদনের সর্বোচ্চ বয়স ৩৫ করে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করতে তিন দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন।

৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর কয়েক দফায় কর্মসূচি পালন করেছেন আন্দোলনকারীরা। এ পরিস্থিতিতে ৩০ সেপ্টেম্বর চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বাড়ানোর দাবির বিষয়টি পর্যালোচনায় একটি কমিটি গঠন করে সরকার। এ কমিটির প্রধান সাবেক সচিব আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী, যিনি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনেরও প্রধান। এ কমিটি সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা পুরুষের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর এবং নারীদের ক্ষেত্রে ৩৭ বছর করার সুপারিশ করেছিল। তবে তাঁরা চাকরি থেকে অবসরে যাওয়ার বয়স নিয়ে কিছু বলেননি।

সরকারের সিদ্ধান্ত

গতকাল অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে 'সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল করপোরেশনসহ স্বশাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ২০২৪'-এর খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়। তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

পরে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পক্ষ থেকে বৈঠকের সিদ্ধান্তের বিষয়ে সাংবাদিকদের জানানো হয়।

বর্তমানে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩০ বছর। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় এবং বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের প্রার্থীদের আবেদনের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর।

বিসিএসে তিনবারের বেশি নয়

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪ সংশোধনের সিদ্ধান্ত হয়েছে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে। এতে বিসিএস পরীক্ষায় একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ তিনবার অবতীর্ণ হতে পারবেন—এমন বিধি সংযোজন করা হবে। বর্তমানে কতবার পরীক্ষা দেওয়া যাবে, সে বিষয়ে কোনো কিছু বলা নেই।

কত বয়সে চাকরি বেশি হয়

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) ২০২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৪১তম বিসিএসে প্রায় ৪০ শতাংশ এবং ৪৩তম বিসিএসে প্রায় ৩৮ শতাংশ প্রার্থীর বয়স ২৩ থেকে ২৫ বছর বয়সের মধ্যে। অন্যদিকে বেশি বয়সী প্রার্থীর সফলতার হার অনেক কম। ৪১তম বিসিএসে ১৩ শতাংশ এবং ৪৩তম বিসিএসে ১৬ শতাংশের মতো প্রার্থীর বয়স ২৭ বছর বা তার চেয়ে বেশি। এর মধ্যে ২৯ বছরের বেশি বয়সী প্রার্থী মাত্র ১-২ শতাংশ।

সরকারের নতুন সিদ্ধান্তের বিষয়ে চাকরিবিশেষজ্ঞ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব ফিরোজ মিয়া *প্রথম আলো*কে বলেন, বিসিএস পরীক্ষায় একজন প্রার্থীর সর্বোচ্চ তিনবার অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তটি ভালো হয়েছে। কারণ, শিক্ষিত যুবকদের জন্য তিনবারই যথেষ্ট, যাঁরা পারবেন, তিনবারেই পারবেন। এর বেশি দিলে বরং প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ে, সমস্যাও বাড়ে।

মতবিরোধ | বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের একটা মতবিরোধ হয়েছে, তা কোনো গোপন ব্যাপার নয়।

গণ-অভ্যুত্থানে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা : সত্য না কল্পনা

ভূরাজনীতি

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থানের পর তা নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। সেসব আলোচনায় এ গণ-অভ্যুত্থানে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার বিষয়টি এসেছে। গণ-অভ্যুত্থানে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কতটুকু, তা নিয়ে লিখেছেন **হাসান ফেরদৌস**

ভারতীয় পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন ও সোশ্যাল মিডিয়ার ডমিন্যান্ট ন্যারেটিভ (প্রাধান্যশীল বক্তব্য) হলো, এ বছর আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনার পলায়ন পুরোপুরি একটি সাজানো ঘটনা। এটা একটি ক্যু বা সামরিক অভ্যুত্থান। ক্ষমতার পালাবদলের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গত পাঁচ-ছয় বছর বা তারও আগে থেকে কাজ করছে। এর জন্য কয়েক মিলিয়ন ডলারও ঢেলেছে। ভারতীয় মিডিয়ার ভাষ্যে, যুক্তরাষ্ট্রের আসল লক্ষ্য বাংলাদেশ নয়, ভারত। তারা চায়, ভারতকে নিজের তালুর নিচে নিয়ে আসতে। বাংলাদেশ সেই লক্ষ্যে ঘুঁটির প্রথম চাল।

কোথায়, কোন গোপন তথ্যের ভিত্তিতে তারা এমন চমৎকার কল্পকাহিনি ফেঁদে বসল? তারা দুটি উৎসের কথা বলেছে। এক, নিউইয়র্ক সফরকালে অধ্যাপক ইউনূসের মুখ ফসকে বলা একটা কথা। দুই, 'গ্রেজোন' নামে একটি বিতর্কিত ওয়েব পোর্টাল, যা ডিজিটাল ক্ষেত্র নিয়ে নানা ষড়যন্ত্রতত্ত্বের জন্য খ্যাত।

ভেঙে বলি। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সফরকালে অধ্যাপক ইউনূস তাঁর বিশেষ সহকারী, ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা মাহফুজ আলমকে দেখিয়ে বলেছিলেন, এই হচ্ছে আন্দোলনের 'মাস্টারমাইন্ড'। আর আন্দোলনটা ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও সাজানো-গোছানো।

ভারতীয় মিডিয়ার ব্যাখ্যায়, এটা মোটেই স্বতঃস্ফূর্ত কোনো আন্দোলন নয়। এটি একটি পরিকল্পিত চক্রান্ত। অধ্যাপক ইউনূসের কথা ব্যবহার করে কলকাতার রিপাবলিক বাংলা টিভির এক অতি নাটুকে টক শো হোস্ট জানালেন, ইউনূস যুক্তরাষ্ট্রের একজন ক্রীড়নক মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রের চক্রান্ত বাস্তবায়নের জন্যই তাঁকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছে।

তাঁদের কথা যে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যনির্ভর, সে কথা প্রমাণের জন্য এই মিডিয়া পণ্ডিতেরা গ্রেজোন নামে ওয়েব পোর্টালে ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের একটি 'গোপনীয়' দলিল প্রকাশ করেছে। এই দলিল উদ্ধৃত করে গ্রেজোন বলেছে, পাঁচ-ছয় বছর আগে থেকেই গণতন্ত্র বিকাশের নামে হাসিনা সরকারকে হটিয়ে একটি মার্কিনপন্থী সরকার গঠনের চক্রান্তে রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট যুক্ত।

এই উদ্দেশ্যে তারা ছাত্রদের, সাংস্কৃতিক কর্মীদের, এমনকি বিহারি ও হিজড়া সম্প্রদায়ের কাউকে কাউকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে কীভাবে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হতে হয়, কীভাবে আন্দোলন গড়া যায়। তৌফিক নামের একজন র‍্যাপশিল্পীকে দিয়ে দুটি গানও গাওয়ানো হয়েছে, তা-ও ওই একই লক্ষ্যে। এই কাজ শুরু হয় ২০১৮ সালে, যখন ছাত্ররা নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে নেমেছিলেন। সেটাও রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের 'গ্র্যান্ড প্ল্যানের' অংশ।

ঠিক কতজন ছেলেমেয়েকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে? যে গোপন নথির ভিত্তিতে গ্রেজোন এই দাবি করেছে, তাতে বলা হচ্ছে, তারা মোট ৭৭ জনকে প্রশিক্ষিত করার পাশাপাশি ৩২৬ জন নাগরিকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে। মোট ৪৩টি পলিসি পরিবর্তনের দাবি নিয়ে তারা ৬৫ জন সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে দেনদরবার করেছে। শুধু তা-ই নয়, তারা হিজড়াসহ বিভিন্ন কমিউনিটির ওপর গবেষণা ও সমীক্ষাও প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া ২২৫টি 'আর্ট অবজেক্ট' বানানো হয়েছে, যা ইন্টারনেটে লোকজন চার লাখবার দেখেছে।

২০ কোটি লোকের দেশে ৪ লাখ 'ভিউ' যে মোটেই ভিত নাড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা নয়, তা হয়তো পাঠকদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। কোক স্টুডিও বাংলার 'দেওরা' বা 'মা লো মা' দেখেছে সাত কোটি মানুষ। এটাকেই বলে 'ভিউ'। তৌফিকের গান খুবই প্রেরণাদায়ী। কিন্তু সেই গান শুনে হাসিনা ও তাঁর দলবল দেশ ছেড়ে পালাবে, কোনো আহাম্মকও সে কথা বিশ্বাস করে না। ৭৭ জন অ্যাকটিভিস্ট, তা তাঁরা যত প্রশিক্ষিত হন না কেন, হাসিনার মতো স্বৈরশাসককে গোপনে ষড়যন্ত্র করে তাড়াবে, তা-ই বা কোন আহাম্মকে বিশ্বাস করে!

রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের যে প্রতিবেদনটি গ্রেজোন উদ্ধৃত করেছে, তা আসলে অতিসাধারণ একটি বার্ষিক প্রতিবেদন ছাড়া কিছু নয়। তাতে এমন কোনো কথাই নেই, যা পড়ে মনে হয় যুক্তরাষ্ট্র এসব ছেলেপেলেকে সরকার হেলানোর কাজে ট্রেনিং দিচ্ছে। প্রতিবেদনে শুধু এক জায়গায় বলা হয়েছে, এই সংস্থারকাজের একটা লক্ষ্য বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি (টু ডিস্ট্যাবিলাইজ বাংলাদেশ পলিটিকস)। শোনা যাচ্ছে, মূল নথিতে এই কথাটি লেখা নেই, গ্রেজোন তা নিজেরাই যুক্ত করেছে। নিজস্ব তদন্ত শেষে দৈনিক ঢাকা ট্রিবিউন পত্রিকাটিও পুরো প্রতিবেদনটিকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে জানিয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই) কী

রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট এবং তার সহযোগী ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট মার্কিন সরকারের অর্থপুষ্ট দুটি সংস্থা। এর প্রথমটি প্রধানত রিপাবলিকান ও

- ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং তারা একে অপরের কৌশলগত মিত্র। চীনকে ঠেকাতে আমেরিকার রণকৌশলের কেন্দ্রে ভারত।
- বাইডেন প্রশাসন যেভাবে বাংলাদেশকে 'গণতান্ত্রিক' বানাতে উঠেপড়ে লেগেছে, তাতে মোদি সরকার ভীষণ অস্বস্তিতে ছিল।
- বাংলাদেশে স্বৈরাচার পতন কোনো বহিঃশক্তির সরাসরি হস্তক্ষেপে ও গোপন ষড়যন্ত্রের ফল নয়।

দ্বিতীয়টি ডেমোক্রেটিক পার্টির সঙ্গে একযোগে কাজ করে। এদের ঘোষিত লক্ষ্য, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করা। গণতন্ত্রের প্রসার বর্তমান মার্কিন প্রশাসনের ঘোষিত একটি রাজনৈতিক লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে বাইডেন প্রশাসন প্রতিবছর 'গণতন্ত্র শীর্ষ বৈঠক' নামে একটি বৈঠকেরও আয়োজন করে থাকে। আসলে এটা লোকদেখানো একটা ব্যাপার, প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তার লক্ষ্য নয়।

শুধু বাংলাদেশে নয়, তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই আইআরআই কাজ করে থাকে। সব দেশেই তাদের কাজের পদ্ধতি কার্যত একই রকম। সংযুক্ত সংস্থাগুলোকে তারা থোক গ্রান্ট বা অনুদান দিয়ে থাকে। তৌফিকও তাঁর গানের জন্য অনুদান পেয়েছেন। আইআরআইয়ের ওয়েবসাইটে গেলে যে কেউ এই সংস্থা বাংলাদেশে কী করছে তার বিবরণ পাবেন।

বাংলাদেশ নিয়ে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মতবিরোধ

ভারতীয় মিডিয়ার ষড়যন্ত্রতত্ত্ব অবশ্য এখানেই থেমে নেই। শেখ হাসিনা অনেক দিন থেকেই সেন্ট মার্টিন দ্বীপে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ঘাঁটি বানাতে চায় বলে দাবি করে আসছিলেন। তিনি এমন কথাও বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র পার্বত্য চট্টগ্রামের ও মিয়ানমারের খ্রিষ্টানদের নিয়ে নতুন একটি দেশ বানাতে আগ্রহী। তিনি এই দুই প্রকল্পের বিরোধী, আর সে কারণেই যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে উৎখাতে আগ্রহী। ভারতীয় মিডিয়া অবশ্য আগবাড়িয়ে বলছে, এই যে নতুন খ্রিষ্টান রাষ্ট্র তার লক্ষ্য হবে ভারতকে বাড়তে না দেওয়া।

কোথায় কোন তথ্যের ভিত্তিতে শেখ হাসিনা এমন দাবি করেছিলেন, আমরা জানি না। বাংলাদেশের ২০১১ সালের জনশুমারি থেকে আমরা জানি, পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট ১৬ লাখ মানুষের বাস, যার বড়জোর ২০ শতাংশ খ্রিষ্টান। অর্থাৎ লাখ দুয়েক খ্রিষ্টান। অন্যদিকে মিয়ানমারে বেশ ভালোসংখ্যক খ্রিষ্টানের বাস হলেও তাদের অধিকাংশই চীন, কাচিন ও কারেন রাজ্যে বাস করে। এগুলোর কোনোটাই ঠিক বাংলাদেশের লাগোয়া নয়। লাগোয়া যে আরাকান বা রাখাইন রাজ্য, সেখানে হাতে গোনা কয়েক হাজার খ্রিষ্টানের বাস। তো, এই কয়েক লাখ মানুষ নিয়ে দেশ হবে, আর তা পাল্লা দেবে ভারতের সঙ্গে? বালখিল্য হয়ে গেল না কথাটা?

এই ষড়যন্ত্রতাত্ত্বিকেরা একটি জিনিস উপেক্ষা করে গেছেন। আর তা হলো ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং তারা একে অপরের কৌশলগত মিত্র। চীনকে ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের রণকৌশলের কেন্দ্রে ভারত। সে কারণেই ওয়াশিংটনের উৎসাহে দিল্লিকে চীনবিরোধী জোট কোয়াডে যুক্ত করা হয়েছে। অনেকে এমন কথাও বলে থাকেন, বাংলাদেশকে 'ম্যানেজ' করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র তার 'লোকাল এজেন্ট' হিসেবে ভারতকে দায়িত্ব দিয়েছে।

তবে বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের একটা মতবিরোধ হয়েছে, তা কোনো গোপন ব্যাপার নয়। আমরা জানি, ভারতের মোদি সরকার গত ১৬ বছর হাসিনাকে অনুগত মিত্র বানাতে বিস্তর বিনিয়োগ করেছে। তাঁর অগণতান্ত্রিক ব্যবহার সত্ত্বেও হাসিনাকেই ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে মোদি সরকার ছিল অনমনীয়—এ কথাও এখন প্রমাণিত।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এই দেশটিকে তার 'গণতন্ত্র প্রসার' প্রকল্পের একটি সদস্য বানাতে চায়। দেশটি দুর্বল, নানাভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। তাকে 'টেস্ট কেস' বানালে সহজেই ফল মিলবে, ওয়াশিংটনের কর্তাব্যক্তিরা হয়তো এমনটা ভেবে থাকবেন। ওয়াশিংটনের উইলসন সেন্টারের দক্ষিণ এশিয়া বিশেষজ্ঞ মাইকেল কুগেলম্যানও সে কথা মনে করেন। এ বছর ফেব্রুয়ারিতে প্রথম আলোকে তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশ অনেক দিন থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে একটি 'টেস্ট কেস'। (*প্রথম আলো*, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)

বাইডেন প্রশাসন যেভাবে বাংলাদেশকে 'গণতান্ত্রিক' বানাতে উঠেপড়ে লেগেছে, তাতে মোদি সরকার ভীষণ অস্বস্তিতে ছিল। গণতন্ত্র গোল্লায় যাক, হাসিনা আমার কথায় ওঠে-বসে, সেটাই আসল। সফল গণ-অভ্যুত্থানের ১০ দিন পর, ১৫ আগস্ট ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা এক দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। জানায় যে গত বছর নভেম্বরে দিল্লিতে এক মুখোমুখি বৈঠকে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিনকে অনুরোধ করেছিলেন মার্কিন সরকার যেন হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের নামে কোনো অতিরিক্ত চাপ না দেয়। মৌলবাদ ও ইসলামি সন্ত্রাস ঠেকাতে তাদের হাসিনাকে প্রয়োজন। পোস্টের তথ্যানুসারে, ভারতের সেই চাপে কাজ দিয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র হাসিনার ওপর অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ না করতে সম্মত হয়।

সেন্ট মার্টিনে মার্কিন ঘাঁটি

বাকি থাকল সেন্ট মার্টিনের প্রসঙ্গ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই শুনে আসছি, যুক্তরাষ্ট্র দ্বীপটির ওপর নজর দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু থেকে হাসিনা পর্যন্ত অনেকেই সেই কথা বলেছেন, কিন্তু কোনো প্রমাণপত্র দেননি। আমি বাংলাদেশে দায়িত্ব পালন করেছেন এমন তিনজন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে এই দাবির সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছি। তাঁরা সবাই অস্বীকার করেছেন।

এসব মার্কিন কর্মকর্তার কথা আমাদের আমলে আনার দরকার নেই। আমরা জানি, তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে দ্বীপটির কৌশলগত গুরুত্ব আছে, বিশেষত বঙ্গোপসাগরে চীনের ওপর নজরদারির জন্য। কিন্তু অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই বলেছেন, নৌঘাঁটি করার জন্য এই দ্বীপটি মোটেই উপযুক্ত নয়। এটি আয়তনে মাত্র ছয় বর্গমাইল। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষুদ্র ঘাঁটি ভারত মহাসাগরে দিয়েগো গার্সিয়া, সেটির আয়তন ৬ হাজার ৭২০ একর বা প্রায় ১১ বর্গমাইল।

ক্ষুদ্র আয়তন ছাড়াও সেন্ট মার্টিনের অন্য বড় সমস্যা হলো এর অগভীর জলসীমা বড় কোনো জাহাজ ভেড়ানোর জন্য উপযোগী নয়। তদুপরি দ্বীপটি মূলত কোরাল বা প্রবাল দ্বীপ। এখানে অতিমাত্রায় মানুষ ও নৌযানের চলাচল মারাত্মক পরিবেশগত সংকটের সৃষ্টি করবে।

এসবের চেয়েও বড় কথা, সেন্ট মার্টিনে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি হলে সারা বাংলাদেশে যে পরিমাণ মার্কিনবিরোধী মনোভাবের জন্ম দেবে, তা সামাল দেওয়া অসম্ভব হবে। ভারত মহাসাগরে, চীনকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে প্রায় ৩০০টি নৌঘাঁটি নির্মাণ করেছে। রাজনৈতিক প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তারা সেন্ট মার্টিনে আরেকটি ঘাঁটি করবে, এমন তো মনে হয় না।

ভারতীয় বিশ্লেষকদের ষড়যন্ত্রতত্ত্বে আরেকটি বড় সমস্যা রয়েছে। তাঁদের দাবি, আগস্ট বিপ্লবের পুরোটাই হয়েছে পেছন থেকে ওই শ তিনেক অ্যাকটিভিস্টের সুবাদে। এর জন্য তারা নাকি বেশ কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করে আসছে। সমস্যা হলো যুক্তরাষ্ট্র আর যা-ই করুক, ক্ষমতা থেকে কাউকে সরাতে দেশের মানুষের সঙ্গে হাত মেলাবে না। তারা সবচেয়ে বেশি ভয় করে জনতাকে। বরং পেছন থেকে ঘুঁটি নাড়তে তারা অনেক স্বস্তিবোধ করে সেই দেশের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে।

পৃথিবীর যেখানেই যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে 'রেজিম চেঞ্জ' ঘটেছে, তা সম্ভব হয়েছে সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে। ইরানে মোসাদ্দেগ সরকার, চিলিতে আলেন্দে (আইয়েন্দে) সরকার বা অতি সম্প্রতি পাকিস্তানে ইমরান খান সরকার সেই ষড়যন্ত্রের কিছু স্মরণীয় উদাহরণ।

বাংলাদেশে স্বৈরাচার পতন কোনো বহিঃশক্তির সরাসরি হস্তক্ষেপে ও গোপন ষড়যন্ত্রের ফল নয়। এটি ছিল বাংলাদেশের সব স্তরের মানুষের দুর্নীতিপরায়ণ ও অপরাধপ্রবণ একটি অলিগার্কিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভের ফল। সরকারপ্রধানের নির্দেশ উপেক্ষা করে দেশের সামরিক বাহিনীও এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। এর পেছনে কোনো ক্যুর চক্রান্ত তারা করেছিল, সে কথা ভাবার কোনোই কারণ নেই। বস্তুত সেনাবাহিনীর সদস্যরাও এই বিপ্লবের অংশীদার। যারা এই বিপ্লবের গুরুত্ব অস্বীকার করে, একমাত্র তারাই এই ষড়যন্ত্রতত্ত্বে স্বস্তিবোধ করতে পারে, তার বেশি কিছু নয়।

● **হাসান ফেরদৌস** প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক

শিশুর জলমাথা ও মেরুদণ্ডের সমস্যা

ভালো থাকুন

রেজিনা হামিদ, *অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, নিউরোসার্জারি বিভাগ, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ধানমন্ডি, ঢাকা*

ছয় মাসের একটি শিশু। জন্মের পর থেকে মাথাটা ক্রমেই বড় হয়ে বিরাট আকার ধারণ করেছে। শিশুটিকে মা-বাবা সব সময় লুকিয়ে রাখেন, মাথা ঢেকে রাখেন। শিশুটির রোগের নাম হাইড্রোকেফালাস বা জলমাথা। মানে মস্তিষ্কের গহ্বর বা ভেনট্রিকলগুলোতে অতিরিক্ত পানি জমা রোগ।

আরেকটি শিশুর পিঠে বিরাট টিউমার, মলমূত্রের নিয়ন্ত্রণ নেই। অস্বাভাবিক শিশুটিকে মা-বাবা কাছে রাখতে রাজি হননি। তাই দিয়ে দেন একটি প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে। শিশুটির মেরুদণ্ড বা স্পাইন ত্রুটিযুক্ত। এর নাম স্পাইনা বিফিডা।

দেশে এ দুই ধরনের ত্রুটিযুক্ত নবজাতকের সংখ্যা অনেক। বেশির ভাগ শিশুরই পরিণতি ওই রকম। কিন্তু একটু সচেতন হলে এমন সমস্যা প্রতিরোধ করা যায়।

অন্তঃসত্ত্বা নারীর ফলিক অ্যাসিডযুক্ত খাবার গ্রহণ স্পাইনা বিফিডাসহ অন্যান্য জন্মগত ত্রুটি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

চিকিৎসা

শিশুর জলমাথা ও মেরুদণ্ডের রোগের চিকিৎসা বেশ ব্যয়বহুল। জলমাথার একমাত্র চিকিৎসা অস্ত্রোপচার। সান্ট অপারেশন বা ইটিভি, যে অস্ত্রোপচারই করা হোক, জীবনের যেকোনো পর্যায়ে তা অকার্যকর হয়ে পড়তে পারে। শিশুটির জীবনে একাধিকবার অস্ত্রোপচার করা লাগতে পারে। আবার যথাসময়ে চিকিৎসা না করা হলে শিশুটি শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধিতার সম্মুখীন হবে।

স্পাইনা বিফিডা আরও ভয়াবহ জন্মরোগ। চিকিৎসার পরও অনেকে আজীবন হুইলচেয়ারে জীবন কাটাতে বাধ্য হন। কারও কারও সঙ্গে জলমাথা, মুগুর পা, ছিদ্রযুক্ত হার্টের সমস্যা থাকে।

প্রতিরোধ

- যেহেতু এসব রোগের চিকিৎসা ব্যয়বহুল ও জটিল, তাই প্রতিরোধই উত্তম। উন্নত দেশগুলো, এমনকি আফ্রিকা ও আফগানিস্তানের মতো দেশ খাদ্যে ফলিক অ্যাসিড যোগ করে এ রোগের হার ৭০-এ কমিয়ে এনেছে। অন্তঃসত্ত্বা নারীর ফলিক অ্যাসিডযুক্ত খাবার গ্রহণ স্পাইনা বিফিডাসহ অন্যান্য জন্মগত ত্রুটি, যেমন তালুকাটা, ঠোঁটকাটা, মুগুর পা, হার্টে ছিদ্রও প্রতিরোধ করা সম্ভব।
- গর্ভধারণের আগে থেকেই মাকে ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট দিতে হবে ও দৈনন্দিন খাবারে ফলিক অ্যাসিড যুক্ত করতে হবে বা ফর্টিফায়েড করতে হবে।
- প্রতিরোধের উপায়টি বেশ সহজ। তেমন খরচ নেই, কিন্তু অভাব সদিচ্ছা ও সচেতনতার। এ বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের এ জটিল রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রতিবছর ২৫ অক্টোবর বিশ্ব জলমাথা ও স্পাইনা বিফিডা দিবস পালিত হয়।

দেশে সব অঞ্চল ও সরকারি হাসপাতালে এ ধরনের রোগের চিকিৎসা অপ্রতুল। তাই এমন রোগে আক্রান্ত শিশুদের সেবা দিতে 'বাংলাদেশ হাইড্রোকেফালাস অ্যান্ড স্পাইনা বিফিডা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট' কাজ করছে। তবে এ রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় সরকার, জনগণসহ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

» **আগামীকাল পড়ুন** : শিশুকে কখন থেকে ডিম দেওয়া যাবে

যুক্তরাজ্যের পাসপোর্ট পেল ভালুক

বিচিত্র

ইউপিআই

যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র বিভাগ একটি ভালুককে পাসপোর্ট দিয়েছে। ভালুকটির নাম প্যাডিংটন। সেটির গাভর্তি গাঢ় বাদামি রঙের লোম, মাথায় বেশির ভাগ সময় থাকে লাল রঙের একটি হ্যাট (টুপি)। সেটি ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে পেরু থেকে লন্ডনে।

শিশুতোষ গল্পের জনপ্রিয় চরিত্র এই 'প্যাডিংটন বিয়ার'। চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন ইংরেজ লেখক টমাস মাইকেল বন্ড। প্যাডিংটনকে নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন সিনেমা *প্যাডিংটন ইন পেরু*। শিগগিরই সিনেমাটি মুক্তি পাবে। যাঁরা সিনেমাটি তৈরি করেছেন, তাঁদের অনুরোধে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে প্যাডিংটনের জন্য একটি পাসপোর্ট দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল, সিনেমা তৈরির সময় সেই পাসপর্টে ব্যবহার করা হবে।

ভালুকের পাসপোর্টের জন্য সহপ্রযোজক রুবি সিলভা ও তাঁর দল যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরে যোগাযোগ করে। তারা প্যাডিংটনের জন্য একটি 'রেপ্লিকা' পাসপোর্ট করে দেওয়ার অনুরোধ করে। সিলভা বলেন, 'আমরা লিখিতভাবে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি রেপ্লিকা (পাসপোর্ট) পেতে পারি কি না, তা জানতে চেয়েছিলাম এবং তাঁরা প্যাডিংটনের নামে একটি আনুষ্ঠানিক পাসপোর্ট বানিয়ে দেয়। এমন একটিই আছে।'

পাসপোর্টে প্যাডিংটনের ছবি আছে। এতে তার 'জন্মতারিখ ২৫ জুন ও জন্মস্থান পেরু' উল্লেখ আছে। ২০২৫ সালের ১৭ জানুয়ারি প্যাডিংটন ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় সিনেমা *প্যাডিংটন ইন পেরু* মুক্তি পাওয়ার কথা। এই সিনেমায় ছোট্ট প্যাডিংটন তার আন্ট লুসির সঙ্গে দেখা করতে পেরু ভ্রমণে যাবে।

মাইকেল বন্ড ১৯৫৮ সালে তাঁর লেখা বই *আ বিয়ার কোল্ড প্যাডিংটন*-এ প্যাডিংটন চরিত্রটি তৈরি করেন। সেখানে প্যাডিংটন একটি ছোট্ট এতিম ভালুক। গল্পে প্যাডিংটন পেরু থেকে যুক্তরাজ্যের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করে। প্যাডিংটনকে নিয়ে প্রথম সিনেমা মুক্তি পায় ২০১৪ সালে *প্যাডিংটন* নামে। ২০১৭ সালে মুক্তি পায় দ্বিতীয় সিনেমা *প্যাডিংটন ২*। পরিচালনায় ছিলেন ডুগাল উইলসন।

নতুন সিনেমা *প্যাডিংটন ইন পেরু*-তে প্যাডিংটন চরিত্রে কণ্ঠ দিয়েছেন বেন হুইশাও। তিনি মজা করে বলেন, সিনেমা তৈরিতে প্যাডিংটনের পাসপোর্টটি অবশ্য কোনো কাজে লাগেনি। পুরো সিনেমাটি সেন্ট্রাল লন্ডনের একটি স্টুডিওতে তৈরি করা হয়েছে।

প্যাডিংটন বিয়ার। ফাইল ছবি : এএফপি

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : **আদনান মুকিত**, আঁকা : **আরাফাত করিম**

১৫০৪

শব্দভেদ

১	২			৩		৪	
			৫				
৬		৭			৮		৯
				১০			
	১১		১২			১৩	
১৪					১৫		
		১৬		১৭			১৮
১৯				২০			

বাঁ থেকে ডানে : ১. পৃথিবী। ৩. আগে থেকে নির্ধারিত আছে এমন। ৫. সেচন করা। ৬. অনর্গল কথা। ৮. শপথ। ১০. প্রতিযোগিতা। ১১. আগুন। ১৩. বাসস্থান। ১৪. নৌকা বা জাহাজ ভেড়ার স্থান। ১৫. মাছ শিকারে পটু সাদা পাখি। ১৬. তন্ত্রীযুক্ত বাদ্যযন্ত্র। ১৯. তেরছা। ২০. বহনযোগ্য।

ওপর থেকে নিচে : ২. জীবনোপকরণ। ৩. জীবিত থাকা। ৪. শুভ্র। ৫. উত্তাপ প্রয়োগ। ৬. কাপড়। ৭. বয়ে যাচ্ছে এমন। ৮. কোলাহল। ৯. গৌরবর্ণ। ১০. তাম্বূল। ১১. হঠাৎ। ১২. শোয়া। ১৩. কথা। ১৪. কমতি। ১৫. শূকর। ১৬. নিশানা। ১৭. পূর্ব দিক। ১৮. গরজ।

গত সমস্যার সমাধান

ধ	না	ঢ্য		রা	ত	কা	না
	ছো		আ	গ	স্ত	ক	
ম	ড়	ম	ড়		জ		ক
	বা		ত	ক্র		হা	ল
আ	ন্দা	জ		মা	ন	সি	ক
ম		প	দা	স্থ	য়		ব
দা	মা	মা		য়		তা	জা
নি		লা	ক্ষা		ক	লি	

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়ার ইনভারলক লাইব্রেরিতে একটা সার্ফবোর্ড আছে, যেটি বইয়ের মতোই ধার করা যায়!

চিচিং ফাঁক

হাবুর ওজন বেড়ে গেছে। নানান সমস্যা দেখা দিয়েছে।
তাই সে গেল ডাক্তারের কাছে।
ডাক্তার বললেন, 'আপনার ওজন তো অনেক বেশি। আপনার প্রিয় খাবার কী?'
হাবু বলল, 'প্রিয় খাবার? উমমম...আলু! আলুই আমার সবচেয়ে প্রিয়।'
ডাক্তার বললেন, 'এখন থেকে আলুর বদলে আপেল খাবেন।'
হাবু অবাক, 'কিন্তু আপেল তো আলুর চেয়ে বড়!'

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

সিপ্যাপ যন্ত্র কী কাজে লাগে?

সারা জীবন যন্ত্রটি ব্যবহার করতে হবে বলে হতাশ হওয়ার কিছু নেই।

সিপ্যাপ নামের যন্ত্রটি ব্যবহার করে স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। দিনের নির্দিষ্ট কিছু সময় (যেমন রাতে ঘুমের সময় কিংবা দিনের বেলা বেশ খানিকটা সময়) এ যন্ত্রটি লাগিয়ে রাখতে হয়, যা ঘুমের সময় রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসকে স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। এতে রোগের লক্ষণগুলো কমে আসে এবং রোগী স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেন।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

কথা অমৃত

সন্তান যখন আপনার কথা বিশ্বাস করার মতো ছোট থাকে, তখনই উপদেশ দেওয়ার উপযুক্ত সময়।

ইভান এসার
মার্কিন রম্যলেখক (১৮৯৯-১৯৯৫)

সুডোকু

5		1			9			
2	7		8	6		4		
	8	6						
				2			6	7
1								9
6	9			7				
						1	3	
		4		1	3		7	8
			4			6		2

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

3	1	5	4	7	9	8	2	6
6	4	2	5	3	8	1	7	9
8	9	7	2	6	1	3	5	4
9	7	1	8	4	3	5	6	2
2	6	8	7	9	5	4	1	3
4	5	3	6	1	2	9	8	7
1	8	4	3	2	7	6	9	5
7	3	9	1	5	6	2	4	8
5	2	6	9	8	4	7	3	1

পিনাটস • চার্লস শুলজ

বিশাল প্রস্তুতি নিতে হবে!

চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার | মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার খিদিরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রতিনিধি, মুন্সিগঞ্জ

সংক্ষেপে

শিবালয়

১৪ জেলের কারাদণ্ড

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলায় যমুনা নদীতে ইলিশ শিকারের দায়ে ১৪ জন ব্যক্তিকে কারাদণ্ড ও ৪ জনকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এস এম ফয়েজ এই কারাদণ্ড ও জরিমানা করেন। উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, জাটকা সংরক্ষণ ও মা ইলিশ রক্ষায় ১৩ অক্টোবর থেকে আগামী ৩ নভেম্বর পর্যন্ত এই ২২ দিন নদীতে ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ করেছে সরকার। এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে উপজেলার যমুনা নদীতে ইলিশ শিকার করছেন অসাধু ব্যক্তিরা। গতকাল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শিবালয়ের আলোকদিয়া, তেওতা ও জাফরগঞ্জ এলাকায় যমুনা নদীতে অভিযান চালান উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মীরা। এ সময় নদীতে ইলিশ শিকারের অভিযোগে ১৮ জন জেলেকে আটক করা হয়। পরে ১৪ জন জেলেকে ১২ দিন করে কারাদণ্ড এবং অপর ৪ জেলের প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা করে মোট ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এস এম ফয়েজ উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।
প্রতিনিধি, *মানিকগঞ্জ*

বঙ্গভবনের সামনে গতকাল সেনাবাহিনী ও বিজিবি সদস্যদের সতর্ক অবস্থান। ছবি : দীপু মালাকার

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ চেয়ে গতকালও বঙ্গভবনের সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের দাবিতে বঙ্গভবনের সামনে বিক্ষোভ করছেন একদল মানুষ। বিপ্লবী ছাত্র-জনতার ব্যানারে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল চারটার দিকে সেখানে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা।

বিপ্লবী ছাত্র-জনতার সদস্যসচিব আল আমিন *প্রথম আলো*কে বলেন, গতকালই তাঁরা এই সংগঠন তৈরি করে আজ (বৃহস্পতিবার) কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের পাশাপাশি তাঁকে বিচারের মুখোমুখি করার দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা।

বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে বঙ্গবভবনের সামনের মোড়ে প্রতিবন্ধক দিয়ে বিক্ষোভরত ব্যক্তিরা রাস্তা বন্ধ করে দেন। এতে অফিসফেরত লোকজন ব্যাপক ভোগান্তিতে পড়েন। পরে সন্ধ্যা পৌনে ছয়টার দিকে রাস্তা খুলে দেওয়া হয়।

এদিকে গত মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বঙ্গভবনের সামনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বঙ্গভবনের প্রবেশমুখে নতুন করে কংক্রিটের ব্লক বসানো হয়েছে। সেখানে কাঁটাতারের বেড়াও দেওয়া হয়েছে।

ধর্ষণ মামলায় খালাস পেলেন মামুনুল হক

নারায়ণগঞ্জ

২০২১ সালের ৩ নভেম্বর মামুনুল হকের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল ধর্ষণের মামলায় অভিযোগ গঠন করেন।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে কথিত স্ত্রীর করা ধর্ষণ মামলায় হেফাজতে ইসলামের সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের মহাসচিব মামুনুল হককে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক জেসমিন আরা বেগম এ রায় ঘোষণা করেন। এ সময় মামুনুল হক আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

আদালতের ভারপ্রাপ্ত সরকারি কৌঁসুলি মো. রোমেল মোল্লা সাংবাদিকদের জানান, মামুনুল হকের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাঁকে বেকসুর খালাস প্রদান করেছেন।

আসামিপক্ষের আইনজীবী এ কে এম ওমর ফারুক নয়ন প্রথম আলোকে জানান, মামুনুল হকের বিরুদ্ধে করা মামলার যুক্তিতর্ক শেষ হয়েছিল। আদালতকে তাঁরা বলেছিলেন যে পুরো বিষয়টি রাজনৈতিক যোগসাজশে সংঘটিত হয়েছে। এই মামলার বাদী শারীরিক পরীক্ষা করাতে রাজি হননি। কারণ, তিনি স্বীকার করেছেন, মামুনুল হক তাঁর বৈধ স্বামী। একই সঙ্গে বাদীর ছেলে সাক্ষ্য দিতে এসে বলেছিলেন, তাঁর মা মামুনুল হকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। তাঁদের তুলে এনে আটকে রেখে বলপ্রয়োগ করে মামলা করানো হয়েছিল।

২০২১ সালের ৩ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে রয়েল রিসোর্টের একটি কক্ষে কথিত স্ত্রীসহ হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব মামুনুল হককে অবরুদ্ধ করে ছাত্রলীগ-যুবলীগ। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় হেফাজত ও মাদ্রাসার ছাত্ররা রিসোর্টে হামলা চালিয়ে তাঁদের ছিনিয়ে নেন।

ধর্ষণ মামলায় বেকসুর খালাস পেয়ে সাংবাদিকদের কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন হেফাজতে ইসলামের সাবেক মহাসচিব মামুনুল হক। ছবি : প্রথম আলো

ওই ঘটনার ১৫ দিন পর ওই বছরের ১৮ এপ্রিল মামুনুল হককে মোহাম্মদপুরের জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা থেকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর তেজগাঁও বিভাগের পুলিশ। রয়েল রিসোর্ট-কাণ্ডের ঘটনার ২৭ দিন পর ২০২১ সালের ৩০ এপ্রিল সোনারগাঁ থানায় হাজির হয়ে কথিত স্ত্রী বাদী হয়ে মামুনুল হকের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন।

২০২১ সালের ১০ সেপ্টেম্বর মামুনুল হকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পেয়ে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। ২০২১ সালের ৩ নভেম্বর মামুনুল হকের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল ধর্ষণের মামলায় অভিযোগ গঠন করেন।

সাবেক গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকিরসহ ৮ জন গ্রেপ্তার

পুলিশের অভিযান

পুলিশ বলেছে, জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে মোহাম্মদপুর থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।

প্রথম আলো ডেস্ক

সাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে তাঁকে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল সকালে চট্টগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব মোস্তফা কামাল উদ্দীনকে।

এ ছাড়া ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হামলা ও গুলি চালানোর অভিযোগে সিলেটে সাবেক এক কাউন্সিলর ও যুবলীগের এক নেতা, রাজবাড়ীতে স্বেচ্ছাসেবক লীগের এক নেতা এবং সিরাজগঞ্জে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত দুই দিনে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান গতকাল সন্ধ্যায় *প্রথম আলো*কে বলেন, জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে মোহাম্মদপুর থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। তবে তাঁকে কোন মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেটি নিশ্চিত করেনি পুলিশ।

তালেবুর রহমান আরও বলেন, চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) সহায়তায় ঢাকার গোয়েন্দা পুলিশ সাবেক সিনিয়র সচিব মোস্তফা কামালকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁকে ঢাকায় আনা হচ্ছে।

মোস্তফা কামাল উদ্দীন ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা সুনির্দিষ্ট করে বলেনি পুলিশ।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হামলার ঘটনায় করা বিস্ফোরক ও নাশকতার একাধিক মামলায় পৃথক অভিযানে সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক কাউন্সিলর মোস্তাক আহমদ (৫০) ও যুবলীগ নেতা বাবর মিয়াকে (৪৫) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত বুধবার রাতে সিলেটের বন্দরবাজার থেকে পুলিশ বাবর মিয়াকে এবং উপশহর এলাকা থেকে র‍্যাব মোস্তাক আহমদকে গ্রেপ্তার করে।

রাজবাড়ী সদর থানার পুলিশ শহিদুল্লাহ ওরফে শহিদ সরদার (৪০) নামে স্বেচ্ছাসেবক লীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে। তিনি সদর উপজেলার দাদশী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলি চালিয়ে হত্যার অভিযোগে করা মামলায় সিরাজগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার দিনভর অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন জেলা আওয়ামী লীগের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফা (৬৬), সদর উপজেলার রতনকান্দি ইউনিয়ন যুবলীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক মাসুদ পারভেজ (৩১) ও সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইসাহাক আলী (২২)।

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার **নিজস্ব প্রতিবেদক** ও **প্রতিনিধি**রা]

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন

বিচারপতি নিয়োগে নীতিমালা প্রণয়নে গুরুত্ব আইনজীবীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় শুরু করেছে। এর অংশ হিসেবে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সভাকক্ষে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন কমিশনের সদস্যরা।

মতবিনিময়ে বিচারপতি নিয়োগে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে নীতিমালা তৈরি এবং অবসরের পর বিচারপতিদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ বন্ধে উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দেন আইনজীবী নেতারা।

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন, সমিতির সভাপতি এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, সমিতির সাবেক সম্পাদক জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এম বদরুদ্দোজা, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মো. রুহুল কুদ্দুস ও বিএনপির আইন সম্পাদক কায়সার কামালসহ সমিতির আটজন আইনজীবী মতবিনিময়ে অংশ নেন। এতে উপস্থিত ছিলেন বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের প্রধান সাবেক বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মোমিনুর রহমানসহ কমিশনের সদস্যরা।

এসবির দায়িত্বে রফিকুল, অতিরিক্ত আইজিপি হলেন ৫ ডিআইজি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গাজীপুর মহানগর পুলিশের কমিশনার খোন্দকার রফিকুল ইসলামকে পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব) হিসেবে ঢাকায় বদলি করা হয়েছে। এ ছাড়া পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) পদমর্যাদার আরও পাঁচ কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের (অতিরিক্ত আইজিপি) দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ-১ অধিশাখা থেকে এক প্রজ্ঞাপনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

পুলিশ অধিদপ্তরের ডিআইজি মো. আকরাম হোসেনকে পুলিশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব), পুলিশ অধিদপ্তরের ডিআইজি আবু নাছের মোহাম্মদ খালেদকে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব) পদে পদায়ন করা হয়েছে।

পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) ডিআইজি মোস্তফা কামালকে পিবিআইয়ের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব), পুলিশ অধিদপ্তরের ডিআইজি মোসলেহ উদ্দিন আহমদকে ওই অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব), শিল্পাঞ্চল পুলিশের ডিআইজি মো. ছিবগাতউল্লাহকে শিল্পাঞ্চল পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (চলতি দায়িত্ব) পদে পদায়ন করা হয়েছে।

বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের অবরোধ

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুর নগরের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা আন্দোলনে নেমেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁরা বিক্ষোভ শুরু করেন এবং মালিকের বাড়ি এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে ওই মহাসড়কে উভয় দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজটের। ভোগান্তি পোহান যাত্রীরা।

কারখানার শ্রমিক ও শিল্প পুলিশ জানায়, গাজীপুরের মোগরখাল এলাকার টিএনজেড অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকেরা বকেয়া বেতনের দাবিতে অনেক দিন ধরেই বিক্ষোভ করছিলেন। আন্দোলনের মুখে কারখানাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিছুদিন আগে বেতন পরিশোধ করার আশ্বাস দিয়ে কারখানা পুনরায় খুলে দেওয়া হয়। চলতি মাসের তিন সপ্তাহ পার হলেও শ্রমিকদের বকেয়া বেতন দেওয়া হয়নি। ফলে শ্রমিকেরা গতকাল সকাল আটটা থেকে কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে শ্রমিকেরা কারখানা থেকে কিছু দূরে মালিকের বাড়ি এলাকায় বেলা ১১টা থেকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করেন। এতে ওই মহাসড়কের উভয় দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে যানজটের সৃষ্টি হয়। দুর্ভোগে পড়েন ওই সড়কে চলাচলকারী ব্যক্তিরা। খবর পেয়ে গাজীপুর শিল্প পুলিশ, থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে শ্রমিকদের শান্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে বেলা দুইটার দিকে ওই সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। কিন্তু এরপরও গাড়ির চাপে সড়কে সন্ধ্যা পর্যন্ত থেকে থেমে যানজট লেগেই থাকে।

কারখানার শ্রমিক ফজলুল হক বলেন, চলতি মাসে তাঁদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করার কথা ছিল। কিন্তু মাসের ২৪ তারিখ হয়ে গেলেও তিন মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হয়নি।

ত্বকী হত্যা মামলা

জামিনে থাকা তিন আসামি আদালতে হাজিরা দিলেন

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

তানভীর মুহাম্মদ ত্বকী

নারায়ণগঞ্জের মেধাবী ছাত্র তানভীর মুহাম্মদ ত্বকী হত্যা মামলার ধার্য তারিখে জামিনে থাকা তিন আসামি আদালতে হাজিরা দিয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. হায়দার আলীর আদালতে তাঁরা হাজিরা দেন।

আদালতে হাজিরা দেওয়া আসামিরা হলেন আজমেরী ওসমানের সহযোগী তায়েব উদ্দিন, ইউসুফ হোসেন ও রিফাত বিন ওসমান।

মামলার বাদীপক্ষের আইনজীবী প্রদীপ ঘোষ *প্রথম আলো*কে বলেন, ত্বকী হত্যা মামলার ধার্য তারিখে তিন আসামি আদালতে হাজিরা দিয়েছেন। এ ছাড়া কারাগারে আটক থাকা অপর ছয় আসামি আজমেরী ওসমানের গাড়িচালক মো. জামসেদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, ইয়ার মুহাম্মদ পারভেজ, মামুন, কাজল হাওলাদার ও শাফায়েত হোসেনকে হাজির দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে আজমেরী ওসমানের সহযোগী কাজল হাওলাদার আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

আইনজীবী প্রদীপ ঘোষ আরও বলেন, এই মামলার মূল নথি জেলা ও দায়রা জজ আদালতে থাকায় বিকল্প নথিতে আসামিদের হাজিরা শুনানি হয়েছে। বিষয়টি *প্রথম আলো*কে নিশ্চিত করেছেন নারায়ণগঞ্জ আদালত পুলিশের পরিদর্শক মো. কাইউম।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ৬ মার্চ নগরের শায়েস্তা খান রোডের বাসা থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হন তানভীর মুহাম্মদ ত্বকী। দুই দিন পর ৮ মার্চ শীতলক্ষ্যা নদীর কুমুদিনী খাল থেকে ত্বকীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

সব জেলা-মহানগরে নতুন আমিরের নাম ঘোষণা জামায়াতের

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দেশের সব জেলা ও মহানগরে দলটির নতুন আমিরের নাম ঘোষণা করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠকে নতুন আমিরদের নাম ঘোষণা করা হয়।

ঢাকায় মগবাজারে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের ওই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন দলের আমির শফিকুর রহমান। তিনি নতুন আমিরদের নাম ঘোষণা করেন।

জামায়াতের আমির বলেন, সাড়ে ১৫ বছর ধরে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ তীব্র গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে হাজারো প্রাণের বিনিময়ে দেশ স্বৈরশাসনের কবল থেকে মুক্তি লাভ করেছে। হাজার হাজার মানুষ আহত ও পঙ্গুত্ববরণ করেছেন। এখনো অনেকে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসা চলা অবস্থায় অনেকের মৃত্যু হচ্ছে। তিনি হতাহতদের স্বজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। পাশাপাশি আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বৈঠকে জামায়াতের নায়েবে আমির মুজিবুর রহমান ও সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের, সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক মেয়র তাপস ও ডিবির হারুনকে তলব

দুর্নীতি দমন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস এবং ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল বৃহস্পতিবার দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে পৃথক চিঠি পাঠিয়ে তাঁদের তলব করা হয়।

চিঠিতে দুদক বলেছে, শেখ ফজলে নূর তাপস অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তাঁকে আগামী ৩ নভেম্বরের মধ্যে দুদক কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দুদকে হাজির হয়ে তিনি বক্তব্য দিতে ব্যর্থ হলে, এ বিষয়ে তাঁর কোনো বক্তব্য নেই বলে ধরে নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগেই ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস ৩ আগস্ট রাতে পরিবারসহ দেশ ছাড়েন। তিনি ঢাকা থেকে সিঙ্গাপুরে যান। তাঁর পরিবার পৃথক ফ্লাইটে যায় লন্ডনে।

এদিকে গতকাল দুদকের আরেক চিঠিতে বলা হয়, ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) মোহাম্মদ হারুন অর রশীদের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে হারুন ও তাঁর পরিবার এবং ব্যবসায়ী অংশীদারসহ ১২ জনকে দুদক কার্যালয়ে তলব করা হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য জানতে ৩১ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বরের মধ্যে দুদক কার্যালয়ে হাজির হতে বলা হয়েছে।

দুদকের চিঠিতে হারুন ছাড়াও যাঁদের তলব করা হয়েছে, তাঁরা হলেন হারুনের স্ত্রী শিরিন আক্তার, মা জহুরা খাতুন, ভাই এ বি এম শাহরিয়ার, শ্বশুর মো. সোলায়মান, দুই চাচা ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ও মতিউর রহমান, খালা মিনারা বেগম, মামা সুমরাজ মিয়া, চাচাতো ভাই আল রাসেল, তাঁর দুই ব্যবসায়িক অংশীদার আলাউদ্দিন আল সোহেল ও রাকিব উদ্দিন দেওয়ান।

এর আগে ২১ অক্টোবর হারুনের সব ধরনের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে থাকা হিসাবও জব্দ করেছে কর বিভাগ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি) থেকে সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নির্বাহীদের সেদিন এ-সংক্রান্ত চিঠি দেওয়া হয়।

তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর সরকারি তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে মহাখালীর আমতলী মোড়ে তাঁরা অবস্থান নিয়ে সড়ক অবরোধ করেন।

অবরোধের সময় শিক্ষার্থীরা বাস ভাঙচুর করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া তাঁরা এক মোটরসাইকেলচালককে মারধর করেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, দাবির পক্ষে গতকাল সকাল থেকে কলেজ ক্যাম্পাসে জড়ো হতে থাকেন শিক্ষার্থীরা। পরে কলেজ ক্যাম্পাস থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে মহাখালীর আমতলীতে গিয়ে অবস্থান নেন তাঁরা। এতে মহাখালী, বনানী, গুলশান এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়।

বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসেল সারোয়ার *প্রথম আলো*কে বলেন, দুপুর ১২টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে রেখেছিলেন শিক্ষার্থীরা। পুলিশ গিয়ে তাঁদের বুঝিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়। বিক্ষোভকারীরা সরে যাওয়ার পরে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

রাজধানীতে পুরোনো মোটরযান বন্ধে ছয় মাস সময়

আলোচনা সভায় সিদ্ধান্ত

২০ থেকে ২৫ বছরের পুরোনো ও ফিটনেসবিহীন পুরোনো মোটরযান রাস্তা থেকে অপসারণ করার লক্ষ্যে ওই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

মোটরযান মালিকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকায় পুরোনো মোটরযান নিষিদ্ধ করতে ছয় মাস সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। সরকার বলছে, পুরোনো মোটরযান অপসারণের জন্য শিগগিরই একটি কার্যকর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনে ঢাকার বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে পুরোনো মোটরযান অপসারণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা সভা হয়। পরে ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এ সিদ্ধান্তের কথা জানান পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

২০ থেকে ২৫ বছরের পুরোনো ও ফিটনেসবিহীন বাস, মিনিবাস, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যানসহ পুরোনো মোটরযান রাস্তা থেকে অপসারণ করার লক্ষ্যে ওই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

রিজওয়ানা হাসান বলেন, পুরোনো মোটরযান অপসারণের ফলে ঢাকার বায়ুর মানের উন্নতি হবে, যা নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সহায়তা করবে। তিনি বলেন, যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তবে ঢাকায় শ্বাস নেওয়ার মতো বাতাস থাকবে না। সরকার এমনভাবে কাজ করবে, যাতে দূষণ কমে এবং জনদুর্ভোগ না হয়।

ছয় মাস সময় দেওয়ার বিষয়ে উপদেষ্টা বলেন, পুরোনো মোটরযান হঠাৎ তুলে দিলে যাত্রীদের সমস্যা হবে বলে পরিবহনের মালিকেরা জানিয়েছেন। নতুন বাস নামানোর জন্য সহজ শর্তে ব্যাংকঋণ পাওয়া যাবে কি না, সেই বিষয়েও তাঁরা বলেছেন। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এ জন্যই ছয় মাসের সময় দেওয়া হয়েছে।

রিজওয়ানা হাসান আরও বলেন, ডিসেম্বর থেকে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রচার শুরু হবে। সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করে পুলিশকে জরিমানা করার ক্ষমতা দেওয়া হবে। দূষণকারীদের জরিমানা করা হবে, যা ব্যাংকে জমা করতে হবে। চালকেরা যাতে অযথা হর্ন না বাজান, সে বিষয়ে পুলিশ কার্যকর ব্যবস্থা নেবে।

এ সময় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, পুরোনো মোটরযান অপসারণের জন্য সরকার শিগগিরই একটি কার্যকর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে, যা শহরের যানজট ও দূষণ কমাতে সহায়ক হবে।

রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কে ব্যাটারিচালিত রিকশার চলাচলের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ফাওজুল কবির খান বলেন, তাঁরা যেকোনো দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হবেন না। তবে জনদুর্ভোগ যাতে না হয়, তা বিবেচনায় নিতে হবে। এ ছাড়া ব্যাটারিচালিত রিকশার সঙ্গে কিছু মানুষের জীবন-জীবিকা জড়িত। সব দিক বিবেচনা করেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ফাওজুল কবির খান আরও বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে জাদুর চেরাগ নেই। কালই যানজট ও দূষণমুক্ত করে দেব, এমনটা হয়তো হবে না। তবে পর্যায়ক্রমে উন্নতি দেখতে পাবেন। শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ ও যানজট কমবে।'

সভায় সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মো. এহসানুল হকসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এতে পরিবহন মালিক-শ্রমিক ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরাও ছিলেন।

সরকার উৎখাতে ষড়যন্ত্র হচ্ছে

ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করলেন হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান। রয়টার্স

সংক্ষেপে

দক্ষিণ কোরিয়া

প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ে এল উত্তর কোরিয়ার বেলুন

উত্তর কোরিয়ার আবর্জনাভর্তি একটি বেলুন গতকাল বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কার্যালয় প্রাঙ্গণে উড়ে এসে পড়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলের প্রেসিডেন্ট কার্যালয় প্রাঙ্গণে এসে পড়া বেলুনটি উত্তর কোরিয়া থেকে পাঠানো হয়েছে বলে জানায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সিউলের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, ওই বেলুনে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল ও তাঁর স্ত্রীকে বিদ্রূপ করে লেখা প্রচারপত্রও ছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার কিছু গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার ছড়াচ্ছে। সাধারণত প্রচারপত্রভর্তি বেলুন, মার্কিন ডলার বিল এবং কখনো দক্ষিণ কোরিয়ার পপ গান ও নাটকভর্তি ইউএসবি ড্রাইভের মাধ্যমে ছড়ানো হয় এসব অপপ্রচার। উত্তর কোরিয়া এসব অপপ্রচারের প্রতিশোধ নিতে গত মে মাস থেকে দক্ষিণ কোরিয়ায় আবর্জনাভর্তি বেলুন পাঠানো শুরু করে। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেনশিয়াল সিকিউরিটি সার্ভিস বলেছে, উত্তর কোরিয়া থেকে উড়ে আসা বেলুনটি আকাশে বিস্ফোরিত হয়। পরে প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের আশপাশে এটির ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে।

এএফপি, *সিউল*

ইন্দোনেশিয়া

সাগরপথে পৌঁছাল আরও ১৪৬ রোহিঙ্গা

ইন্দোনেশিয়ায় সাগরপথে আরও ১৪৬ রোহিঙ্গা শরণার্থী পৌঁছেছে। একটি নৌকায় করে গতকাল বৃহস্পতিবার তারা উত্তর সুমাত্রা প্রদেশের পান্তাই লাবু শহরে পৌঁছায় বলে জানান স্থানীয় এক কর্মকর্তা। পাশাপাশি ১০০-এর বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী নিয়ে আরেকটি নৌকা উপকূল থেকে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থান করছে বলেও জানা গেছে। সরকারি কর্মকর্তা মুহাম্মদ ফয়সাল নাসুশনের তথ্যমতে, ১৪৬ জন রোহিঙ্গার মধ্যে পুরুষ ৬৪ জন, নারী ৬২ এবং শিশু ২০। তাদের প্রাথমিকভাবে স্থানীয় জেলার একটি আশ্রয়কেন্দ্রে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরের সহায়তায় তাদের অন্যত্র স্থানান্তর করা হবে। ইউএনএইচসিআরের ইন্দোনেশিয়ার সুরক্ষা সহযোগী ফয়সাল রহমান একটি দল নিয়ে এরই মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। সদ্য আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কোথায় স্থানান্তর করা যায়, তা নিয়ে তিনি স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন। মিয়ানমারে নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার রোহিঙ্গারা মাঝেমধ্যেই নৌকায় করে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় যায়।

এএফপি, *দেলি সেরদাং*

গাজায় আশ্রয়কেন্দ্রে ইসরায়েলি হামলায় আহত এক ফিলিস্তিনিকে চিকিৎসার জন্য নুসেইরাত হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। গতকাল মধ্য গাজায়। ছবি : রয়টার্স

উত্তর গাজায় 'যুদ্ধাপরাধ' করছে ইসরায়েলি বাহিনী

ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত

যুদ্ধাপরাধ হতে পারে, এমন অবৈধ আদেশ না মানতে সেনাদের পরামর্শ দেন সাবেক এক নিরাপত্তা উপদেষ্টা।

বিবিসি

ফিলিস্তিনের গাজার উত্তরাঞ্চলে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী খুব সম্ভবত যুদ্ধাপরাধ করছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন দেশটির সাবেক নিরাপত্তা উপদেষ্টা এরান এৎজিওন। তিনি ইসরায়েলি কর্মকর্তা ও সেনাদের সেখানে অবৈধ আদেশ পালন না করার পরামর্শও দিয়েছেন। এদিকে ইসরায়েল ও লেবাননের হিজবুল্লাহর মধ্যে বিরামহীন পাল্টাপাল্টি হামলা অব্যাহত রয়েছে।

ইসরায়েলের সাবেক ওই নিরাপত্তা উপদেষ্টা এরান বলেন, 'যদি একজন কর্মকর্তা অথবা একজন সেনার মনে হয় এমন কিছু ঘটতে চলেছে, যেটি যুদ্ধাপরাধ হতে পারে, তবে তাঁদের অবশ্যই ওই কাজ অস্বীকার করা, তথা ওই আদেশ না মানা। যদি আমি নিজে সেনা হতাম, আমি ওটাই করতাম। আমার মতে, ইসরায়েলের প্রত্যেক সেনার এটা করা উচিত।'

ইসরায়েলের চারজন প্রধানমন্ত্রীর অধীনে কাজ করেছেন এরান। তিনি দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের উপপ্রধানের দায়িত্বও পালন করেছেন। সম্প্রতি গাজার উত্তরাঞ্চল নিয়ে বিবিসির সঙ্গে কথা বলেন এরান। আর ওই সময় তিনি এসব মন্তব্য করেন।

এমন সময় এরান এসব মন্তব্য করলেন, যখন উত্তর গাজাকে অবরুদ্ধ করে স্থল অভিযান চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। তাদের হামলা থেকে সেখানে এ মুহূর্তে কিছুই বাদ যাচ্ছে না। শরণার্থীশিবির, বিদ্যালয়, এমনকি হাসপাতালেও হামলা হচ্ছে। উপত্যকাটিতে এক বছরের বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধে উদ্বাস্তু হওয়া ফিলিস্তিনিদের আশ্রয়স্থলেও বোমা ফেলছে ইসরায়েল।

এ উপত্যকার উত্তরের একটি শহর জাবালিয়া। ইসরায়েলি বাহিনী এটি অবরুদ্ধ করে রেখেছে। চরম মানবিক বিপর্যয় নেমে এসেছে শহরটিতে। সেখানে এখন ইন্দোনেশীয় হাসপাতালের চিকিৎসক, কর্মী ও রোগীদের কাছে এমনকি খাওয়ার পানি পর্যন্ত নেই। সর্বশেষ গত বুধবার জাবালিয়া শরণার্থীশিবিরে ইসরায়েলের বোমা হামলায় অন্তত ৩১ জন নিহত হয়েছেন।

এরান এই জাবালিয়া শহরের বেসামরিক লোকজন ও নিজের দেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, 'এটা (গাজার ধ্বংসযজ্ঞ) আদর্শের বিপজ্জনক অবক্ষয়। সেখানে ব্যাপকভাবে প্রতিশোধ ও ক্রোধের জন্ম হচ্ছে।'

ইসরায়েল-হিজবুল্লাহ পাল্টাপাল্টি হামলা

এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লেবাননের রাজধানী বৈরুতের দক্ষিণ উপকণ্ঠে হিজবুল্লাহর কয়েকটি অস্ত্র কারখানায় বুধবার রাতভর বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। দেশটির বিমানবাহিনী জানায়, বুধবার ২৪ ঘণ্টায় স্থল ও আকাশপথে হিজবুল্লাহর ১৬০টি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো হয়েছে।

ইসরায়েলের হামলায় লেবাননের তিন সেনাও নিহত হয়েছেন। দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে ইয়াতের গ্রামের উপকণ্ঠে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে। অন্য এক হামলায় আহতদের উদ্ধার করতে গেলে সেনাদের ওপরও হামলা চালানো হয়। এক বিবৃতিতে সেনাবাহিনী এ কথা বলেছে। এ ছাড়া লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বুধবার এক দিনে ইসরায়েলের হামলায় ২৮ জন নিহত হয়েছেন।

আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুধবার এক দিনে ইসরায়েলের দিকে ১৩৫টি রকেট ছোড়ে হিজবুল্লাহ। রকেটের ধ্বংসাবশেষ পড়ে চার ইসরায়েলি আহত হয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে দেশটির উত্তরাঞ্চলের আপার গ্যালিলির ২৫টি পৌর এলাকার বাসিন্দাদের বিনা প্রয়োজনে বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পদত্যাগের জন্য দলে চাপের মুখে ট্রুডো

দ্য গার্ডিয়ান

জাস্টিন ট্রুডো

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোকে পদত্যাগ করতে চাপ দিচ্ছেন তাঁর নিজ দল লিবারেল পার্টির কয়েকজন পার্লামেন্ট সদস্য। এ জন্য ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। লিবারেল পার্টির ওই সদস্যরা বলেছেন, ট্রুডো পদত্যাগ না করলে নিজ দলের মধ্যে সম্ভাব্য বিদ্রোহের মুখে পড়বেন তিনি।

গত বুধবার নিজ দলের পার্লামেন্ট সদস্যের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন ট্রুডো। সেখানে ২০ জন সদস্য দাবি করেন, কানাডায় আগামী পার্লামেন্ট নির্বাচনের আগে ট্রুডোকে পদত্যাগ করতে হবে। এই সদস্যদের কেউ মন্ত্রিপরিষদের সদস্য নন। এ ছাড়া দুই ডজন আইনপ্রণেতা ট্রুডোকে একটি চিঠি দিয়েছেন। তাতে ২৮ অক্টোবরের মধ্যে তাঁকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে।

কানাডার পার্লামেন্টে লিবারেল পার্টির ১৫৩ জন সদস্য রয়েছেন। এর অর্থ পার্লামেন্টে দলটির বিদ্রোহী সদস্যদের সংখ্যা তুলনামূলক অনেক কম। এ ছাড়া নির্বাচনের আগে ট্রুডো পদত্যাগ করলে তাঁর পদে বসার জন্য লিবারেল পার্টির কোনো নেতাও এখনো এগিয়ে আসেননি।

কানাডায় ৯ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন ট্রুডো। এরই মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তায় বড় ধস নেমেছে। কানাডার সংবাদমাধ্যম সিবিসির এক জরিপে দেখা গেছে, আগামী বছরের অক্টোবরে কানাডার সাধারণ নির্বাচনের আগেই জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে ২০ পয়েন্ট এগিয়ে আছে বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টি।

যৌথ নৌ মহড়া করল ইরান ও সৌদি আরব

এএফপি, *রিয়াদ*

মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের চলমান সামরিক আগ্রাসনের মধ্যে সম্প্রতি ওমান সাগরে যৌথ নৌ মহড়ায় অংশ নিয়েছে ইরান ও সৌদি আরব। গত বুধবার সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এক বিবৃতিতে এ কথা জানান। ভবিষ্যতে লোহিত সাগরেও এই দুই দেশের নৌবাহিনী যৌথ সামরিক মহড়া করবে বলে নিশ্চিত করেছে ইরান।

শিয়া-অধ্যুষিত ইরান ও সুন্নি-অধ্যুষিত সৌদি আরব দীর্ঘদিন ধরেই মধ্যপ্রাচ্যের দুই বিপক্ষ শক্তি। ২০১৬ সালে এই দুই দেশ নিজেদের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। তবে গাজায় গণহত্যার মধ্যে গত বছর চীনের মধ্যস্থতায় আবারও সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করে তারা।

সৌদি সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তুর্কি আল-মালকি বলেন, রাজকীয় সৌদি নৌবাহিনী সম্প্রতি ওমান সাগরে ইরান ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে একটি যৌথ নৌ মহড়া শেষ করেছে।

এদিকে ইরানের নৌবাহিনীর কমান্ডার অ্যাডমিরাল শাহরাম ইরানির বরাত দিয়ে ইরানের বার্তা সংস্থা আইএসএনএ জানিয়েছে, ভবিষ্যতেও লোহিত সাগরে সৌদি আরবের সঙ্গে ইরান যৌথ মহড়ায় অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা করছে।

ট্রাম্প 'ফ্যাসিস্ট', প্রেসিডেন্ট হওয়ার অযোগ্য : কমলা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যে সিএনএন আয়োজিত প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে ভোটারের প্রশ্নের জবাবে কমলা এসব কথা বলেন।

এএফপি, *ফিলাডেলফিয়া*

সিএনএন আয়োজিত প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে কমলা হ্যারিস। গত বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ার সান সেন্টারের টাউন হলে। ছবি : এএফপি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস তাঁর রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে 'ফ্যাসিবাদী' বলেছেন। ট্রাম্পের 'অস্থিরতা' ক্রমাগত বাড়ছে উল্লেখ করে ভোটারদের সতর্ক করেছেন তিনি। গত বুধবার পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন আয়োজিত এক প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে ভোটারের প্রশ্নের জবাবে কমলা এসব কথা বলেন।

ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য উপযোগী কি না, এমন একটি প্রশ্নের উত্তর ভোটারদের পক্ষ থেকে কমলার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। কমলা তখন সাবেক জার্মান একনায়ক অ্যাডলফ হিটলারের প্রতি ট্রাম্পের প্রীতির কথা উল্লেখ করে কঠোর সমালোচনা করেন। নির্বাচনসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ভোটারদের উদ্বেগের প্রসঙ্গ টেনে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস বলেন, 'ভোটাররাও আমাদের গণতন্ত্রের কথা ভাবেন। তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে এমন কোনো প্রেসিডেন্ট চান না, যিনি স্বৈরশাসকদের প্রশংসা করেন এবং নিজে ফ্যাসিবাদী।'

ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকাকালে হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফের দায়িত্ব পালন করা জন কেলির সাম্প্রতিক এক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সমালোচনার মুখে পড়েছেন এই রিপাবলিকান প্রার্থী। কেলি বলেছেন, নাৎসি স্বৈরশাসক অ্যাডলফ হিটলারের প্রশংসা করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হিটলারের যেমন সামরিক বাহিনী ছিল, তেমন সামরিক বাহিনী গড়তে চান।

কমলা গণতন্ত্রের জন্য হুমকি, প্রতিক্রিয়া ট্রাম্পের

এদিকে কমলার এ মন্তব্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) ট্রাম্প লিখেছেন, 'তিনি (কমলা) বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথা বলেই যাচ্ছেন। আমাকে অ্যাডলফ হিটলার এবং তাঁর মনে মনে আরও যা যা কিছু আছে, বলে ডেকে যাচ্ছেন।' কমলাকে 'কমরেড কমলা হ্যারিস' সম্বোধন করে ট্রাম্প বলেন, তিনি 'গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ'। এদিকে ট্রাম্পের প্রচারণা দল ডেমোক্রেটিক প্রার্থী কমলা হ্যারিসের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ এনেছে।

ইমরানের মুক্তি চেয়ে বাইডেনকে ৬০ মার্কিন আইনপ্রণেতার চিঠি

রয়টার্স, *ওয়াশিংটন*

ইমরান খান

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানসহ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে চিঠি দিয়েছেন প্রতিনিধি পরিষদের ৬০ সদস্য। স্থানীয় সময় গত বুধবার তাঁরা এই চিঠি দেন। এদিকে দীর্ঘ কয়েক মাস কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পেয়েছেন ইমরানের স্ত্রী বুশরা বিবি।

চিঠিতে আইনপ্রণেতারা বলেন, 'পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রভাব কাজে লাগিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানসহ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি নিশ্চিত করতে এবং দেশটিতে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের লাগাম টেনে ধরতে আমরা আপনার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।'

এই চিঠির নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য গ্রেগ ক্যাসার। তিনি বলেন, এই প্রথম মার্কিন কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন সদস্য সামষ্টিকভাবে ইমরান খানকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানাল।

পার্লামেন্টে বিরোধী দলগুলোর আনা অনাস্থা প্রস্তাবে হেরে ইমরান খান ২০২২ সালে ক্ষমতাচ্যুত হন। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা দেওয়া হয়। ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে তিনি কারাগারে রয়েছেন।

মুক্তি পেলেন বুশরা বিবি

এদিকে জিও নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তোশাখানা (রাষ্ট্রীয় উপহার) দুর্নীতি মামলায় জামিনের পর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন ইমরানের স্ত্রী বুশরা বিবি। গতকাল বৃহস্পতিবার রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগার থেকে তিনি মুক্তি পান। আগের দিন ১০ লাখ রুপি বন্ডে বুশরাকে জামিন দেন আদালত।

জ্বালানি তেলের ব্যারেল ৬০ ডলারে নামবে | জ্বালানি তেলের দাম আগামী বছর ব্যারেলপ্রতি ৬০ ডলারে নামবে বলে মনে করে বিনিয়োগ ব্যাংক জেপি মরগ্যান। বিজনেস টুডে

সংক্ষেপে

মার্কিন ডলার আরও তেজি

মার্কিন ডলারের তেজ কমার কোনো লক্ষণ আপাতত দেখা যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের দাম গত তিন মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ইয়েন, ইউরোসহ ছয়টি প্রধান মুদ্রার বিপরীতে ডলার সূচকের মান ছিল ১০৪ দশমিক ৩০, যা বুধবার ছিল ১০৪ দশমিক ৫৭। সর্বশেষ ডলার সূচকের মান এত বেশি ছিল গত ৩০ জুলাই। মূলত দুই কারণে ডলার ইনডেক্সের মান এতটা ওপরে রয়েছে। প্রথমত মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ ধারণার চেয়ে কম গতিতে সুদের হার কমাবে, বাজারে এমন প্রত্যাশা তৈরি হওয়া এবং দ্বিতীয়ত ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারেন এমন আশাবাদ তৈরি হওয়া।
রয়টার্স

ভারতে আধা সেদ্ধ চাল রপ্তানিতে শুল্ক প্রত্যাহার

আধা সেদ্ধ চাল রপ্তানিতে শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে ভারত। চালের মজুত বেড়ে যাওয়ায় এবং এবারের বর্ষা ভালো যাওয়ায় চাল উৎপাদন বাড়বে—এমন সম্ভাবনার রয়েছে। সে জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার শুল্ক প্রত্যাহারের এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত মাসে কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য আধা সেদ্ধ চাল রপ্তানিতে শুল্ক কমিয়ে ১০ শতাংশে নামিয়ে আনে। এবার তা পুরোপুরি প্রত্যাহার করল। কয়েক মাস ধরে ভারত সরকার চাল রপ্তানিতে এক এক করে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিচ্ছে। গত মাসে বাসমতী ছাড়া অন্যান্য চাল রপ্তানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। যদিও সরকার প্রতি টন চালের ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য ৪৯০ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করে দেয়। বিশ্লেষকেরা বলছেন, এতে চাল রপ্তানিতে আগ্রহী হবেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা।
এনডিটিভি

পূবালী ব্যাংকের মুনাফায় বড় লাফ

বেসরকারি খাতের পূবালী ব্যাংকের মুনাফায় বড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে। চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) ব্যাংকটি মুনাফা করেছে ৮৭৭ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ৬১৩ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে ব্যাংকটির মুনাফা ২৬৪ কোটি টাকা বা ৪৩ শতাংশ বেড়েছে। তাতে গত জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে পূবালী ব্যাংকের শেয়ারপ্রতি আয় বা ইপিএস দাঁড়িয়েছে ৭ টাকা ৫৮ পয়সায়। গত বছরের একই প্রান্তিকে যার পরিমাণ ছিল ৫ টাকা ৩০ পয়সা। ব্যাংকটি গতকাল বৃহস্পতিবার স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে মুনাফার এ তথ্য বিনিয়োগকারীদের জানিয়েছে। তাতে এদিন প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) পূবালী ব্যাংকের শেয়ারের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ বা প্রায় আড়াই টাকা দাম বেড়েছে। লেনদেনেরও শীর্ষে উঠে এসেছে ব্যাংকটির শেয়ার। ঢাকার বাজারে গতকাল এটি লেনদেনের দিক থেকে দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থানে ছিল।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কমেছে বিদেশি অতিথি, হোটেল ব্যবসায় মন্দা

পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রভাব

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, গত জুলাই-আগস্টে ব্যবসা তলানিতে নেমেছিল। অক্টোবরে পরিস্থিতির উন্নতি হলেও স্বাভাবিকের চেয়ে অর্ধেক ব্যবসা হচ্ছে।

- চলতি মাসে ঢাকার অধিকাংশ তারকা হোটেলের ৫০% বা তার বেশি কক্ষ ফাঁকা থাকছে।
- বিয়েশাদির মতো সামাজিক অনুষ্ঠান সেভাবে হচ্ছে না। সভা-সেমিনার হলেও গত বছরের চেয়ে কম।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

ঢাকায় কোটা সংস্কার আন্দোলন সহিংস আকার ধারণ করলে মধ্য জুলাই থেকে তারকা হোটেলে ব্যবসা বড় ধাক্কা খায়। তারপর ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন-পরবর্তী সার্বিক পরিস্থিতির কারণে বিলাসবহুল হোটেলগুলো প্রায় অতিথিশূন্য হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে সামাজিক অনুষ্ঠান ও করপোরেট আয়োজন কমে যাওয়ায় বড় লোকসানে পড়ে এসব হোটেল।

গত আড়াই মাসে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হওয়ায় তারকা হোটেলের ব্যবসা ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে বলে জানান খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁরা বলছেন, এখনো আগস্টের ধাক্কা কাটিয়ে পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরেনি ব্যবসা। চলতি মাসেও রাজধানীর অধিকাংশ তারকা হোটেলের ৫০ শতাংশ বা তার বেশি কক্ষ ফাঁকা থাকছে। বিয়েশাদির মতো সামাজিক অনুষ্ঠান সেভাবে হচ্ছে না। সভা-সেমিনার হলেও গত বছরের তুলনায় অনেক কম।

একাধিক তারকা হোটেলের কর্মকর্তারা জানান, তাঁদের অতিথিদের বড় অংশই দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ীরা। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বিদেশি অতিথির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গেছে। ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে কিছুটা স্থবিরতা থাকায় ব্যবসাসংক্রান্ত কাজে বিদেশি অতিথিরা আসছেন কম। আবার দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে যাঁরা নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন, তাঁদের উপস্থিতিও কমেছে। তবে নভেম্বরে ব্যবসা কিছুটা বাড়বে বলে আশা তাঁদের।

করোনার আগের বছর ঢাকার গুলশানে পাঁচ তারকা মানের হোটেল রেনেসাঁর কার্যক্রম শুরু হয়। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক হোটেল ব্র্যান্ড ম্যারিয়ট ইন্টারন্যাশনালের রেনেসাঁ বাংলাদেশে যাত্রা করে। হোটেলের নাম 'রেনেসাঁ ঢাকা গুলশান হোটেল'। গুলশানে ১৯ তলা এ হোটেলে কক্ষ রয়েছে ২১১টি কক্ষ।

জানতে চাইলে রেনেসাঁ হোটেলের ব্যবস্থাপক আল আমিন বলেন, 'গত আগস্টে হোটেলের ব্যবসা ১৫ শতাংশে নেমেছিল। সেখান থেকে সেপ্টেম্বরে ব্যবসা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। চলতি মাসে এখন পর্যন্ত গড়ে ৪০ শতাংশ কক্ষ বুকিং থাকছে।' নভেম্বরে ব্যবসা আরেকটু বাড়বে বলে আশা আল আমিনের। তিনি বলেন, 'আমাদের অতিথিদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, জাপান, রাশিয়ার ব্যবসায়ীরা শীর্ষ দশে আছেন। তবে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে আসা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গেছে।'

খাতসংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, ঢাকার বিমানবন্দরের সবচেয়ে কাছের লে মেরিডিয়ান হোটেল ব্যবসাও ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। গত মধ্য জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে কঠিন সময় পার করেছে এই পাঁচ তারকা হোটেলটি। সেপ্টেম্বর থেকে আবার ব্যবসা বাড়তে থাকে। সাধারণত এই হোটেলের ৬০ শতাংশ কক্ষ ব্যবসায়ীরা ও ৪০ শতাংশ কক্ষ এয়ারলাইনস প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মীদের জন্য বুক করে। চলতি মাসে ৪০-৪৫ শতাংশ কক্ষ বুকিং থাকছে।

সরকারি মালিকানাধীন প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে ২৭৮টি কক্ষ রয়েছে। স্বাভাবিক সময়ে এই হোটেলের ৫০-৬০ শতাংশ কক্ষে নিয়মিত অতিথি থাকেন। তবে হোটেলটি শহরের কেন্দ্রস্থলে হওয়ায় সভা-সেমিনার বেশি হয়। গত জুলাই-আগস্টে সভা-সেমিনারের আয়োজন কম হলেও সেপ্টেম্বর থেকে কিছুটা বাড়তে শুরু করে। রেস্তোরাঁয় গ্রাহকদের ভিড় একটু একটু করে বাড়ছে।

সোনারগাঁও হোটেলের জনসংযোগ ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ নাফেউজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'গত আগস্টে আমাদের হোটেলের কক্ষ বুকিংয়ের হার ২০-২৫ শতাংশে নেমে গিয়েছিল। গত মাস থেকে আবার বুকিং বাড়তে শুরু করেছে। চলতি মাসে হোটেলের কক্ষ বুকিং ৫০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।'

ঢাকার শাহবাগে প্রায় সাড়ে ৪ একর জমির ওপর অবস্থিত হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল নতুন রূপে ফেরে ২০১৮ সালে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ও হোটেলটি চালু ছিল। সে সময় হোটেলটি ছিল 'নিরাপদ এলাকা'। বর্তমানে ইন্টারকন্টিনেন্টালে কক্ষ আছে ২২৪টি। বছরের এই সময়ে সাধারণত ৭২-৭৫ শতাংশ কক্ষ বুকিং থাকে। তবে এখন ৩০-৩৫ শতাংশ কক্ষে অতিথি আছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের একজন কর্মকর্তা বলেন, বছরের শেষ প্রান্তিকে ঢাকার তারকা হোটেলগুলোর ব্যবসা বেশি হয়। এবার পরিস্থিতি পুরোপুরি ভিন্ন। জুলাই-আগস্টের তুলনায় ব্যবসা কিছুটা বাড়লেও তা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে খুবই কম। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির পাশাপাশি শিল্পকারখানায় শ্রম অসন্তোষ, সরকারি প্রকল্পের কাজে ধীরগতি, নতুন প্রকল্প না নেওয়াসহ বিভিন্ন কারণে হোটেলে অতিথির সংখ্যা বাড়ছে না।

রাজধানীর গুলশানের আরেক তারকা হোটেল ওয়েস্টিন। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টসের আওতাধীন একটি হোটেল। এ ছাড়া বনানীর শেরাটন হোটেলও এই গ্রুপের প্রতিষ্ঠান। অন্য হোটেলগুলোর মতো ওয়েস্টিন ও শেরাটন হোটেলের ব্যবসাও ধুঁকছে তিন-চার মাস ধরে।

জানতে চাইলে ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টসের (ওয়েস্টিন) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'গত জুলাই মাসে আন্দোলন চলাকালে আমাদের হোটেলের কক্ষ বুকিং বা অতিথি উপস্থিতি ধারণক্ষমতার ১০ শতাংশের নিচে নেমেছিল। আগস্টে তা ছিল ১৫-২০ শতাংশ। অক্টোবরে এসে অতিথি উপস্থিতি বেড়ে ধারণক্ষমতার তুলনায় ৩০-৩৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এর ফলে জুলাই-আগস্টে প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচালন লোকসান গুনতে হয়। সেপ্টেম্বরের ব্যবসা ছিল না লাভ, না লোকসানের পর্যায়ে।

শ্রম ঢাকা থেকে নদীপথে আসা কার্গো জাহাজ থেকে সিমেন্ট খালাস করছেন শ্রমিকেরা। এই কাজে একেকজন শ্রমিক দৈনিক ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা আয় করেন। গতকাল ফরিদপুর সদর উপজেলার ডিক্রিরচর ইউনিয়নের সিঅ্যান্ডবি ঘাট নৌবন্দরে। ছবি : আলীমুজ্জামান

সাড়ে চার মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন ডিএসইর সূচক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শেয়ারবাজারের পতন থামছেই না। সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে গতকাল বৃহস্পতিবারও দেশের দুই স্টক এক্সচেঞ্জে বড় ধরনের দরপতন হয়েছে। ভালো ভালো কোম্পানির শেয়ারের দর হারানোর ফলে এই দরপতন হয়।

প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স এদিন ৫৫ পয়েন্ট বা ১ শতাংশ কমে নেমে এসেছে ৫ হাজার ১১৪ পয়েন্টে। গত প্রায় সাড়ে চার মাসের মধ্যে এটিই ডিএসইএক্সের সর্বনিম্ন অবস্থান। এর আগে সর্বশেষ গত ১২ জুন ডিএসইএক্স সূচকটি ৫ হাজার ৮৩ পয়েন্টের সর্বনিম্ন অবস্থানে ছিল। অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক সূচকটিও গতকাল ২০০ পয়েন্ট বা সোয়া ২ শতাংশের বেশি কমেছে।

শেয়ারবাজারের শীর্ষস্থানীয় ব্রোকারেজ হাউস লঙ্কাবাংলা সিকিউরিটিজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শেয়ারবাজারে গতকালের বড় ধরনের দরপতনের পেছনে বড় ভূমিকা ছিল স্কয়ার ফার্মা, ইসলামী ব্যাংক, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি বা বিএটিবিসি, গ্রামীণফোন ও রেনাটার। এই পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের বাজারমূল্য কমায় সম্মিলিতভাবে ডিএসইএক্স সূচকটি কমেছে ৪১ পয়েন্ট। এর মধ্যে স্কয়ার ফার্মার শেয়ারের বাজারমূল্য ৭ টাকা কমে যাওয়ায় তাতে সূচকটি কমেছে ১৮ পয়েন্ট। এককভাবে সূচকের পতনে স্কয়ার ফার্মার শেয়ারের দরপতনই গতকালের বাজারে সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, টানা দরপতনের কারণে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আস্থাহীনতায় ভুগছেন সাধারণ বিনিয়োগকারীরা। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরাও অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। এর ফলে বাজারে ক্রেতার সংকট দেখা দিয়েছে।

ঢাকার বাজারে গতকাল লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৩০৬ কোটি টাকা, যা আগের দিনের চেয়ে ১৬ কোটি টাকা কম।

শেয়ারধারীদের ৯৭৫ কোটি টাকা লভ্যাংশ দেবে স্কয়ার ফার্মা

শেয়ারবাজার

রেকর্ড লভ্যাংশের পরও গতকাল কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ারের বাজারমূল্য ৭ টাকা বা প্রায় ৩ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ২১৭ টাকা ৫০ পয়সায়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শেয়ারধারীদের জন্য রেকর্ড লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী স্কয়ার গ্রুপের প্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস। গত জুনে সমাপ্ত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য কোম্পানিটি শেয়ারধারীদের ১১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। গত বুধবার কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভায় লভ্যাংশের এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের এ তথ্য জানিয়েছে কোম্পানিটি।

দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) দেওয়া তথ্যে কোম্পানিটি জানিয়েছে, গত অর্থবছরে কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধি পাওয়ায় রেকর্ড লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। তাতে কোম্পানিটির শেয়ারধারীরা প্রতিটি শেয়ারের বিপরীতে ১১ টাকা করে লভ্যাংশ পাবেন। বর্তমানে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের মোট শেয়ারসংখ্যা ৮৮ কোটি ৬৪ লাখ ৫১ হাজার ১০টি। সেই হিসাবে প্রতিটি শেয়ারের বিপরীতে ১১ টাকা করে কোম্পানিটি মোট লভ্যাংশ বিতরণ করবে ৯৭৫ কোটি টাকা, যার বড় অংশই পাবেন ব্যক্তিশ্রেণির সাধারণ বিনিয়োগকারী এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। কারণ, স্কয়ার ফার্মার মোট শেয়ারের প্রায় সাড়ে ৬৪ শতাংশই রয়েছে এসব বিনিয়োগকারীর হাতে। বাকি সাড়ে ৩৫ শতাংশ শেয়ার রয়েছে কোম্পানিটির উদ্যোক্তা-পরিচালকদের হাতে।

স্কয়ার ফার্মা জানিয়েছে, গত অর্থবছর শেষে সব ধরনের খরচ ও কর বাদ দেওয়ার পর কোম্পানিটি প্রকৃত মুনাফা করেছে ২ হাজার ৯৩ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই মুনাফার পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৮৯৮ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে স্কয়ার ফার্মার মুনাফা ১৯৫ কোটি টাকা বা সোয়া ১০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। গত জুনে সমাপ্ত অর্থবছর শেষে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি আয় বা ইপিএস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩ টাকা ৬১ পয়সায়। আগের বছর যার পরিমাণ ছিল ২১ টাকা ৪১ পয়সা।

রেকর্ড মুনাফা করায় গত অর্থবছর শেষে রেকর্ড লভ্যাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোম্পানিটি। এ নিয়ে পরপর তিন বছর শেয়ারধারীদের জন্য ১০০ শতাংশের বেশি লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে কোম্পানিটি। এর আগে কোম্পানিটি ২০২৩ সালে ১০৫ শতাংশ ও ২০২২ সালে ১০০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে শেয়ারধারীদের। এবার সেটি বেড়ে ১১০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

এদিকে রেকর্ড মুনাফা ও লভ্যাংশের পরও গতকাল বাজারে স্কয়ার ফার্মার শেয়ার দর হারিয়েছে। এদিন লেনদেন শেষে কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ারের বাজারমূল্য ৭ টাকা বা ৩ শতাংশের বেশি কমে দাঁড়িয়েছে ২১৭ টাকা ৫০ পয়সায়। বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সার্বিকভাবে বাজারে মন্দাভাব থাকায় ভালো লভ্যাংশ দেওয়ার খবরেও কোম্পানিটির শেয়ারের দরপতন হয়েছে। গতকাল ঢাকার বাজারে স্কয়ার ফার্মার ৩ লাখ ৯১ হাজার শেয়ারের হাতবদল হয়; যার বাজারমূল্য ছিল সাড়ে ৮ কোটি টাকা।

লভ্যাংশ ঘোষণার পাশাপাশি কোম্পানিটি ব্যবসা সম্প্রসারণে ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগেরও ঘোষণা দিয়েছে। স্কয়ার ফার্মার পক্ষ থেকে জানানো হয়, ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য কারখানার আধুনিকায়ন, যন্ত্রপাতি ও জমি কেনায় এই অর্থ বিনিয়োগ করা হবে। কোম্পানিসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, ঢাকা জেলার কালিয়াকৈর ও পাবনায় অবস্থিত কোম্পানির বর্তমান দুই কারখানা সম্প্রসারণে এ অর্থ ব্যয় করা হবে। এরই মধ্যে সম্প্রসারণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ব্যবসা সম্প্রসারণের এ কার্যক্রম শেষে উৎপাদন শুরু হলে তাতে কোম্পানির ৫০০-৬০০ কোটি টাকার ব্যবসা বাড়বে।

সুইজারল্যান্ড থেকে আমদানি হচ্ছে দুই কার্গো এলএনজি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা

দুই কার্গো তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির অনুমোদন দিয়েছে সরকার। কাজ পেয়েছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক টোটাল এনার্জিস গ্যাস অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড। বাংলাদেশি মুদ্রায় দুই কার্গো এলএনজি আমদানিতে ব্যয় ধরা হয়েছে কর, ভ্যাটসহ ১ হাজার ২৯৮ কোটি টাকা।

গতকাল বৃহস্পতিবার সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের এ-বিষয়ক আলাদা দুটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। অর্থ, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বর্তমানে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বার্ষিক সভায় যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন। সেখান থেকে অনলাইনে এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন তিনি।

বৈঠক শেষে অর্থ মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এক কার্গোতে থাকে ৩৩ লাখ ৬০ হাজার মিলিয়ন মেট্রিক ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট (এমএমবিটিইউ) এলএনজি। টোটাল এনার্জিস থেকে এক কার্গোর প্রতি এমএমবিটিইউ এলএনজির দাম পড়ছে ১৩ দশমিক ৯৪ মার্কিন ডলার। আরেক কার্গোতে প্রতি এমএমবিটিইউর দাম পড়বে ১৩ দশমিক ৫৭ মার্কিন ডলার। সরকারি ক্রয় বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক দর প্রক্রিয়া অনুযায়ী স্পট মার্কেট থেকে এই এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে বলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।

এলএনজি আমদানির সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত ২৩টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এমএসপিএ চুক্তি চূড়ান্ত করে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। অন্তর্বর্তী সরকার গত ৪ সেপ্টেম্বর সেগুলোই আবার নতুন করে অনুমোদন দেয়। চলতি মাসে পাঁচ কার্গো, নভেম্বরে পাঁচ কার্গো ও ডিসেম্বরে চার কার্গো এলএনজি আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানির জন্য আগ্রহী বিক্রেতা বা সরবরাহকারীদের তালিকা চেয়ে সরকার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে ২০১৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে। মোট ২৯টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেওয়ার পর ১৭টির সঙ্গে প্রথম দফায় মাস্টার সেল অ্যান্ড পারচেজ অ্যাগ্রিমেন্ট (এমএসপিএ) অনুস্বাক্ষর করা হয়। আইনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার (ভেটিং) পর তৎকালীন অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি পেট্রোবাংলার সঙ্গে এমএসপিএ স্বাক্ষর করার অনুমোদন দেয় ১৪টি প্রতিষ্ঠানকে। পরে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৩-এ উন্নীত হয়।

ক্রয় কমিটি এ ছাড়া ১০৪ কোটি ৩১ লাখ টাকায় ৩০ টন এমওপি কেনার প্রস্তাবও অনুমোদন করেছে গতকাল। প্রতি টন সারের দাম পড়ছে ২৮৯ দশমিক ৭৫ মার্কিন ডলার। কাজ পেয়েছে রাশিয়ার জেএসসি ফরেন ইকোনমিক কোঅপারেশন। কোম্পানিটির সঙ্গে আগে থেকেই চুক্তি আছে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি)।

করপোরেট সংবাদ

বিশেষ অর্জন উদ্‌যাপন করল পূবালী ব্যাংক

পূবালী ব্যাংক সম্প্রতি ২২তম ডিএইচএল-দ্য ডেইলি স্টার বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ডস লাভ করেছে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কেক কেটে এই বিশেষ অর্জন উদ্‌যাপন করে। অনুষ্ঠানে পূবালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান মনজুরুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান হাফিজ আহমদ মজুমদার; এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি ও হা-মীম গ্রুপের এমডি এ কে আজাদ; ব্যাংকের পরিচালক হাবিবুর রহমান এবং এমডি ও সিইও মোহাম্মদ আলী উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

সনি র‍্যাংগসের নতুন ক্যাম্পেইন শুরু

সনি র‍্যাংগস খ্যাত র‍্যাংগস ইলেকট্রনিকস সম্প্রতি 'সনি ফাইভ স্টার ভ্যাকেশন : জিতবে এবার সবাই' শীর্ষক নতুন ক্যাম্পেইন শুরু করেছে। ঢাকার লালমাটিয়ার র‍্যাংগস ফ্ল্যাগশিপ স্টোরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই ক্যাম্পেইন ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে সনি ইলেকট্রনিকস সিঙ্গাপুরের বাংলাদেশ শাখার প্রধান রিকি লুকাস ও র‍্যাংগস ইলেকট্রনিকসের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ জানে আলমসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্র্যাক ব্যাংক-বিবিডিএনের উদ্যোগ

দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিজনেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাবিলিটি নেটওয়ার্ক (বিবিডিএন) ও ব্র্যাক ব্যাংকের মধ্যে সম্প্রতি একটি চুক্তি হয়েছে। ব্র্যাক ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) ও চিফ সাসটেইনেবিলিটি অফিসার সাব্বির হোসেন এবং বিবিডিএনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মুর্তেজা রাফি খানসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ শ্যামলী পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিম কর্নারে পার্কিং জেনারেটর লিফটসহ স্বল্প ব্যবহৃত ১৬১০ ও দুয়ারীপাড়ায় প্রায় রেডি ১৫৫০ ব.ফু., ২টিই দক্ষিণমুখী। ০১৬২৮৮৮৬৬৬৮। সি-৬০২৩৫৫

✱ আফতাবনগর আবাসিকে এইচ ব্লকে ১৬৭৫-১৭০০ ও এম ব্লকে-১৫০০ বর্গফুটের নির্মানাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। ০১৭০৪১৭০০৭৬, ০১৭০৪১৭০০৭৭। মো.বু-৬০২৮৩৮

✱ গুলবাগ, মালিবাগে অবস্থিত ১৫৮৬ ব.ফু. ৩য় তলায় (১.৫ কোটি টাকা) ও ৮৩২ ব.ফু. ৪র্থ তলায় (৫০ লক্ষ টাকা) আয়তনে (দুটি গাড়ি পার্কিংসহ) ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। দাম আলোচনা সাপেক্ষে। প্রকৃত ক্রেতাগণ: ০১৭১১৩৬০৮৭৪। সি-৬০২৭৩৩

✱ টোলারবাগ ১ নম্বর রোডে ১১৫০ বর্গ ফিটের একটি ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। এ ছাড়া ঢাকার বসিলা গার্ডেনে ও সাভারে জমির শেয়ার বিক্রি হবে। ০১৭১১৭০৩১৫৩। সি-৬০২৭৩৬

✱ মিরপুর-১ শাহ্আলীবাগে প্রায় রেডি ১২৩০ ব.ফু. ৩ বেড, ৩ বাথের সকল অত্যাধুনিক সুবিধাসহ ফ্ল্যাট লোন সুবিধায় আকর্ষণীয় মূল্যে বিক্রয়। ০১৮১১৪৮৫৪৭৯, ০১৮১১৪৮৫৪৮০। সি-৬০১০৬০

✱ বসুন্ধরা ডি-ব্লকে ৮নং রোডে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ ৪ বেডরুমের ২২০০ ব.ফু. নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। মিউচুয়াল প্রপার্টি লি.। ০১৭৬৬৬৭৯৪৩১। ডি-৬০২৬৬৩

✱ উত্তরায় ৩নং সেক্টর ২০নং রোড ২৫৫০ ব.ফু. নির্মাণাধীন সিঙ্গেল ইউনিট অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়। বর্তমানে ৮ম তলায় ছাদ ঢালাই হয়েছে। ০১৭৬৬৬৭৯৪৩১। ডি-৬০২৬৬৫

✱ মোহাম্মদপুরে ১০৫০ থেকে ২১০০ বর্গফুটের তিতাস গ্যাস সংযোগসহ রেডি ফ্ল্যাট দ্রুত বিক্রয়। যোগাযোগ: ০১৬১৬৯৯৯২১০। ডি-৬০২৬৮২

✱ ধানমন্ডি ৫নং সড়কে ২৩২৮, ৩০০০ বর্গফুট এবং ১২ এ সড়কে ২২০০, ৪৪০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৮৪৪৬০০৩৫১; ০১৮৪৪৬০০৩৫৩; ডি-৬০২৯৯৪

✱ জমিসহ রেডি ফ্যাক্টরি বিল্ডিং দ্রুত বিক্রয়। যোগাযোগ: ০১৭৭৭৭৩৪৭১৪। ডি-৬০২৬৮৩

✱ ১. ফ্ল্যাট বিক্রি: জলসিঁড়ি আবাসন, সেক্টর-১৩, সেন্ট্রাল পার্কের সাথে, কর্নার প্লট, লেকভিউ। ২. জলসিঁড়ি আবাসন, সেক্টর-১৪, লেকের পাড়ে। ট্রিলিয়ান্ট হোল্ডিং। মোবাইল: ০১৮৩২৩৮৪৭০৭। সি-৬০২১৭৯

✱ বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে জাতিসংঘ সড়কে মনোরম পরিবেশে তিন বেডের ৪৩৮১ বর্গফুটের আকর্ষণীয় ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৮৪৪৬০০৩৫৩, ০১৮৪৪৬০০৩৫১। ডি-৬০২৯৯৩

✱ বসুন্ধরা আ/এ ই-ব্লকে ১৭০০ ও ২৩০০ বর্গফুটের প্রায় রেডি ২টি ফ্ল্যাট বিশাল ছাড়ে বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭৫৫-৬০৫০৭১। টিবু-৬০২৮৬৫

✱ বাড়ি-৩০৮/এ, রোড-৮/এ (নতুন) পশ্চিম ধানমন্ডি সম্পূর্ণ নতুন ও অত্যাধুনিক ফিটিংসসহ ৯০০ স্কয়ারফিট ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭১১-৫৩৬৬৮৭। ডি-৬০২৮৬৯

✱ মোহাম্মাদপুর রিং রোড-সংলগ্ন মোহাম্মদিয়া হাউজিং লি., নবোদয় হাউজিং লি. ও আদাবরে ১৪৭৫-১৮২০ ব.ফু. দক্ষিণমুখী প্রায় রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮১০০৩২৫১৫, ০১৮১০০৩২৫১০। মো.বু-৬০২৮৪২

✱ শ্যামলী রিং রোড-সংলগ্ন মোহাম্মাদপুর এবং আদাবরে নিরিবিলি পরিবেশে ৮৯০-১৮২০ ব.ফুটের দক্ষিণমুখী প্রায় রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮১০০৩২৫১২, ০১৮১০০৩২৫১৪। মো.বু-৬০২৮৪১

✱ ব্যাংক লোন ও আধুনিক সুবিধাসহ মালিবাগে ১২১০ ব.ফু. এবং গ্রিনরোডে ১২২০-২২৯৩ ব.ফু. রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৯৩৯৯০৬৯৯১, ০১৯৩৯৯০৬৯৯২। টিবু-৬০২৮৭৪

✱ গুলশান-১, বাড়ি নং এসই(ই)-৩, রোড নং-১৩৭, ২৬০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট দুটি বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ: ০১৭১৫২২৭৪১২। টিবু-৬০২৮২৭

প্লট বিক্রয়

✱ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এন-ব্লকে ৬ কাঠা বসুন্ধরা পাবলিক স্কুলসংলগ্ন প্লট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয়। মালিক: ০১৭১৫৫৯৫০৭৬, ০১৭১৮০৩০২৬৮। যাবু-৬০২৭৪৩

✱ উত্তরা প্রিয়াংকা রানওয়ে সিটিতে ৩ কাঠার কর্নার প্লট বিক্রয়। যোগাযোগ: ০১৭১১১০৭২৩৮, ০১৯১১৩৯৮৯৩৬। ডি-৬০২৭২০

✱ ধানমন্ডি আবাহনী মাঠের সন্নিকটে ৫ কাঠার প্লট ও মিরপুর পল্লবী ৬ নং সেকশনে ১.৮০ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে। ০১৭১১-৩৮৮৭৫২। টিবু-৬০২৮৭০

✱ উত্তরা থার্ডফেস ১৫ নম্বর সেক্টর ব্লক-এ, ৬০/৩০ ফিট রাস্তার ওপর, খেলার মাঠ এবং স্কুল জোনের কাছাকাছি ০৩ (তিন) কাঠা কর্নার প্লট বিক্রয়। ০১৯৭০৫৫৫৫৪২। টিবু-৬০২৭২৯

✱ পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালিভরাট চলমান, কাঠাপ্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। মোবাইল: ০১৮৪৪-২৪৩৮৮৩। টিবু-৬০২৭৭৬

✱ বসুন্ধরা এম-ব্লকের প্রথম ফেইজে ৩ কাঠার একটি বাউন্ডারি করা প্লট জরুরি বিক্রয় করিব। ০১৮৪৭২৩৮৪৩৩। টিবু-৬০২৬৪৭

✱ পূর্বাচল আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ি ও আফতাবনগর সংলগ্ন বালিভরাটকৃত প্লট এককালীন ও কিস্তিতে বুকিং চলছে। কাঠা ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। ০১৩২২৯৩৯৪১৯। ডি-৬০২৮৬৯

✱ কাঠাপ্রতি বসুন্ধরায় ৩৫ লাখ, পূর্বাচল আমেরিকান সিটিতে ৪০ লাখ, আশুলিয়া মডেল টাউনে ৩০ লাখ। ০১৮১৭১৮০২১৪। ডি-৬০২৯০৫

✱ রাজউক পূর্বাচল উপশহরে ব্যবসায়িক ক্যাটাগরিতে সেক্টর-১০, রোড-৪১১ তে সিরামিক ইটের আরসিসি বাউন্ডারিকৃত ৭.৫ কাঠা আয়তনের প্লট বিক্রয়। ০১৭২৬৫৩১৪০০। ডি-৬০২৮৭৬

✱ রাজউক পূর্বাচলে ১০/১১নং সেক্টরে দক্ষিণমুখী ২টি ৫ কাঠার প্লট ও জলসিঁড়ি ১৫০ ফিট রোডে ৪০ শতাংশ লোকাল জমি বিক্রয় হবে। মোবা: ০১৭৯১১৯৫৮৭৮। ডি-৬০২৮৬৩

✱ মোহাম্মদি হাউজিং, মোহাম্মদপুরে ৩ কাঠার প্লট বিক্রয় হবে। রোড-১৩, প্লট-৮০। প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। ০১৭১১০২৭৭০৫, ০১৭১১৩১৩৩১০। ডি-৬০২৯০২

✱ পূর্বাচল সংলগ্ন ও আর্মি হাউজিং (জলসিঁড়ি) প্রকল্পে গা ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট কাঠা নিম্ন ৫ লক্ষ টাকা। # ০১৮৯৪০১৯২৬। ডি-৬০২৮৫১

✱ ঢাকা-মাওয়া ৪০০ ফিট এক্সপ্রেসওয়েসংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত হস্তান্তরযোগ্য রেডি প্লট বিক্রয় চলছে। # ০১৮৯৪৮৪১৭৫৬। ডি-৬০২৮৫২

✱ পূর্বাচলের ৭, ৩নং সেক্টরে ৩০০ রোডে ১০ কাঠা, ১১, ৯নং সেক্টরে ৫ কাঠা, ১৪, ১৭নং সেক্টরে ৭.৫ কাঠা, ১০, ২৩নং সেক্টরে ৩ কাঠা, বসুন্ধরার এম, এল ব্লকে-৫ কাঠা, নিকুঞ্জ-১, ৩ কাঠা। উত্তরার ৪, ১৬নং সেক্টরে ৫ কাঠা, ৩ কাঠা। মোবা: ০১৭৩১৬১৩৯১৮। মিবু-৬০২৭৪৯

✱ রাজউক পূর্বাচল ৭ নাম্বার সেক্টরে লেকের পাড়ে ১টি ৬ কাঠা প্লট বিক্রি হবে। মোবা: ০১৭৫২-৯৯৬২৬৬। ডি-৬০৩০০৪

✱ রাজউক পূর্বাচল ৮/১০/১১/১৫/২৪ নং সেক্টর ৫ কাঠা, ৯/২০/২৪ নং সেক্টরে লেকের পাড়ে ৩ কাঠা প্লট বিক্রয়। ০১৮১৫-৫৫৭৪৩০। ডি-৬০২৯৬৭

✱ রাজউক পূর্বাচলে ৫৪ ফুট প্রশস্ত রাস্তায়, দক্ষিণমুখী ৩ কাঠা অ্যালোটেড প্লট বিক্রয়। সরাসরি মালিক: ০১৭১১৪৮২১৯১। ডি-৬০২৯২৫

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ বসুন্ধরায় এফ, জি ও কে-ব্লকে ১৩৮০-২১৭০ বর্গফুটের ৩ ও ৪ বেডের নির্মাণাধীন ও রেডি ফ্ল্যাট কিস্তিতে বিক্রয়। মোবাইল: ০১৭১৩৫০২৪৭৬, ০১৭১৩৫০২৩৯২। মো.বু-৬০২৮৪০

✱ বসুন্ধরা ডি ব্লকে সেমি-ফেয়ারফেস সিঙ্গেল ইউনিটের ২০৫০ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। ০১৭০৪১৭০০৭৭, ০১৭০৪১৭০০৭৬। মো.বু-৬০২৮৩৯

✱ সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় আদাবর, মনসুরাবাদ হাউজিং এ চমৎকার লোকেশনে নির্মাণাধীন দক্ষিণমুখী এবং চারপাশে খোলামেলা প্রজেক্টে, ৩ বেড, ৩ বাথ, ড্রইং-ডাইনিংও কিচেনসহ প্রায় রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। সাইজ: ১৩০০, ১৩৬০, ১৫৮০ বর্গফুট। যোগাযোগ: ০১৭৬২৬৮৫১২৩, ০১৭৬২৬৮৫১২৪। ডি-৬০২৮৫৪

✱ কলাবাগান, পান্থপথ, পূর্ব রাজাবাজার, খিলক্ষেতে অবস্থিত নির্মাণাধীন ১৩০০-২৪০০ বর্গফুটের কিছু সংখ্যক ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। মোবা: ০১৭১১-২১৮৪১৫, ০১৭১১-২১৮৪৪১। ডি-৬০২৯৫৭

✱ ১৮৭২ বর্গফুট (৬ তলা), তিন বেডরুমের, সুইমিংপুল, বাচ্চাদের খেলার মাঠ সুবিধাসহ ফ্ল্যাট বিক্রয়, বিজয় রাকিন সিটি, মিরপুর-১৩। মোবা: ০১৯৭০-৫৫৫৫৪২। টিবু-৬০২৭২৭

✱ বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে ২৫ সোহরাওয়ার্দী অ্যাভিনিউ সুনামধন্য ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত ব্র্যান্ডনিউ সিঙ্গেল ইউনিট ৩৮৪০ বর্গফুট ২ কার পার্কিংসহ তিনটি ফ্ল্যাট জরুরি বিক্রয়। মোবা: ০১৭১৩৯০৯০৪৮, ০১৭১৫১৩৪২৫৬। টিবু-৬০২৬৫৬

✱ গুলশানে ২৭০০ বর্গফুট এবং বনানীতে ৩০০০ বর্গফুটের লাক্সারিয়াস ফ্ল্যাট জরুরি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৬২০১১১১২১। ডি-৬০২৯০৪

✱ খিলগাঁও তালতলা মার্কেটের সন্নিকটে নতুনবাগ ১নং লোহারগেইট, ২৬ ফিট রোডর সাথে ১৩০০ ব.ফু. (ছাদমাপ) ৩ বেড, ৩ বাথ, ৩ বারান্দার প্রায় রেডি ফ্ল্যাট। ০১৭৩৩-৩৬৭৪০৪, ০১৭১৩-১৬৮৬১৬। ডি-৬০২৮৭৭

✱ ধানমন্ডিতে ৩নং রোডে ২ পার্কিংসহ ২২২০, ৭/এ নং রোডে ২৮৫০, ১১/এ নং রোডে দক্ষিণমুখী ৩২০০ ৪ বেড ও ৬নং রোডে ১২০০ বর্গফুট ৩ বেডের ফ্ল্যাট। ০১৭৯৩-৩১১৭৬১। ডি-৬০২৮৭৩

✱ বসুন্ধরা সি-ব্লকে আকর্ষণীয় লোকেশনে ১৮৫০ (রেডি) এবং ১৯২৫-৩৯০০ (প্রায় রেডি) বর্গফুটের অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট বিক্রয়। প্রিমিয়ার হাউজিং। ০১৭৩০৩১২৫৭৬, ০১৭৩০৩১২৫৭৭। ডি-৬০২৮৭৫

✱ গুলশান-২, ৩০০০ থেকে ৪৪১৪ স্কয়ার ফিট রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। মোবাইল: +৮৮০১৩০২৫৩৫৫২২। ডি-৬০২৯১২

✱ বসুন্ধরা এফ-ব্লক দক্ষিণমুখী ১৮০০ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ: ০১৭৩০০৮৯৯০৮, ০১৭৩০০৮৯৯০৭। ডি-৬০২৯১৭

✱ বনানী ২৭নং রোডে ১৭৯৫ ব.ফু. এর ব্যবহৃত ২টি ফ্ল্যাট গ্যাস বিদ্যুৎ সংযোগসহকারে বিক্রয় হবে। ফ্ল্যাট ২টি কমার্শিয়ালি ব্যবহার উপযোগী। ০১৭১২০২১০৭২। ডি-৬০২৮৬১

✱ আকর্ষণীয় মূল্যে বসুন্ধরা, জলসিঁড়ি, মোহাম্মদপুর, পূর্বাচল, কারওয়ান বাজার, ময়নারটেক, আশকোনা, বাড্ডাসহ অন্যান্য এলাকায় ফ্ল্যাট/জমি/বাড়ি ক্রয়/বিক্রয়। ফাইন হোমস লি.। ০১৭০৬৩১৪১০১, ০১৭০৬৩১৪১০৫। ডি-৬০২৮৬৪

✱ ডেভেলপারকে দেওয়ার মতো ৮.৫০ লক্ষ টাকায় জমির শেয়ার কিনে বিনা খরচে ১২০০ স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাটের মালিক হন। স্থান-বনগ্রাম (স্টেডিয়ামের পাশে), তেগুরিয়া, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ০১৭১২৯৫৩৫৪৯। ডি-৬০২৮৩৬

✱ উত্তরা ৬নং সেক্টরের ১নং রোডে ২৪০০ বর্গফুটের ৪ বেডের নির্মাণাধীন দক্ষিণমুখী সিঙ্গেল ইউনিট অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়। মোবাইল: ০১৭১৩৩৭৭৮৮৬, ০১৭১৩৩৭৭৮৮৫। ডি-৬০২৮৫৩

✱ অ্যাক্সিস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড নির্মাণাধীন ঢাকার ধানমন্ডিস্থ ঝিগাতলার মিতালি রোডে ১৪০০+ বর্গফুটের সীমিত সংখ্যক ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। বর্তমানে প্লাস্টার এর কাজ চলছে। ০১৮৪৭২২৭৭৯৫, ০১৮৪২৪৫৬৯০৪। ডি-৬০২৯৭৮

প্লট বিক্রয়

✱ বসুন্ধরা আবাসিকে এল ব্লকে-৩, ৪ কাঠা ও পি ব্লকে ৩ কাঠা দক্ষিণমুখী প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৯১৯৪৯১৪৩৫। যাবু-৬০২৯৩৯

✱ রাজউক পূর্বাচলে ৩০০ ফিট রাস্তার সন্নিকটে ৫নং সেক্টরে ১০ কাঠা, বসুন্ধরা আবাসিকে জি ব্লকে ১২ কাঠার প্লট বিক্রয় হবে। মোবাইল: ০১৭১২৭৭৮৭৩২। যাবু-৬০২৯৪০

✱ বসুন্ধরা বারিধারা আবাসিকে এম ব্লকে ২০০ ফিট রাস্তা সংলগ্ন দক্ষিণমুখী ৩ কাঠা ও এন ব্লকে ১ম পর্বে দক্ষিণমুখী ৩ কাঠার প্লট জরুরী। # ০১৭১০০০৬২৩৮, # ০১৬৪৪৯২৮২৭২। যাবু-৬০২৯৪১

✱ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এন ব্লকে পাঁচ (৫) কাঠার ও পি ব্লকে তিন (৩) কাঠার বাউন্ডারিকৃত প্লট বিক্রয়। যোগাযোগ: আসাদুজ্জামান-০১৬৩৩৫৩০২৩১। যাবু-৬০২৯৩৭

✱ আফতাবনগর এইচ ব্লকে এভিনিউ ৬০ ফিট রোডে দক্ষিণমুখী ৫ কাঠার প্লট এবং মতিঝিলে কমার্শিয়াল স্পেস প্রতি বঃফুঃ ১০,৫০০ টাকা বিক্রয়। সরাসরি মালিক-০১৭৫২৮৩২১৯৪। যাবু-৬০২৯৪৫

✱ ঢাকা মাওয়া এক্সপ্রেস রোডে সাউথটাউন প্রকল্পে ২৫ কাঠা এবং সাড়ে ৯ কাঠার দক্ষিণ-পূর্ব কর্ণার প্লট। ৫০ ফুট এভিনিউ রোডে বাউন্ডারি, বিদ্যুৎ, পানি, বাগান, সেমিপাকা ঘরসহ প্রতি কাঠা একদাম ৩৫ লাখ টাকা। ০১৭১১৫২৯০০৭, ০১৭১১৫২১৪০৬। ডি-৬০২০৪৩

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ উত্তরা-১নং সেক্টরে-২০৩৭ ও উত্তরা-১০নং সেক্টরে-১০৬৫, ১১৭৯, ১৮৫০, ১৯১০ ব.ফু. নির্মাণাধীন ও আদাবরে ১১৪৩, ১২২৯ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৩০০৮৮০০১, ০১৭৩০০৮৮০০২। ডি-৬০২৮৮৬

✱ উত্তরা ও মেট্রোরেল লাইন ৬ এক্সটেনশনের সন্নিকটে টঙ্গী আনারকলি রোডে আধুনিক কনডোমিনিয়াম প্রকল্পে ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। এখানে রয়েছে সুইমিংপুল, জিম, ছাদবাগান এবং নাগরিক জীবনের অন্যান্য সকল সুবিধাদি। মোবা: ০১৩২৯৭১৩৬৮৫, ০১৩২৯৭১৩৬৮৪। ডি-৬০২৮৮৭

✱ ফার্মগেট সংলগ্ন তেজকুনিপাড়ায় ৩ বেড, ২ বাথ, ড্রইং কাম ডাইনিং ও ২ বারান্দার ১১৫০ বর্গফুটের (পার্কিংসহ, ৪র্থ তলা) এবং ৪ বেড, ৪ বাথ, ড্রইং, ডাইনিং ও ২ বারান্দার ২২০০ বর্গফুটের (পার্কিংসহ ৬ষ্ঠ তলা) নতুন রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা: ০১৭১৩৪৭৭৭৭০, ০১৭১১০২৭৭৩৯। ডি-৬০২৯৮১

✱ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় ২টি পার্কিং ও গ্যাস সংযোগসহ ব্যবহৃত ৩২০৪ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। যোগাযোগ: ০১৯৯২৭০৫৪৭৫, ০১৮৪৫৬৯০০৩০। ডি-৬০২৯৩৩

✱ উত্তরা ১৭নং সেক্টরে, মেট্রোরেল স্টেশন-২ সংলগ্ন ১৮৭৬ বর্গফুটের ৩ বেড ড্রয়িং ডাইনিংসহ সিঙ্গেল ইউনিট ফ্ল্যাট। ০১৮৯৬২৬২৫৮১। ডি-৬০২৯৬৮

✱ ইষ্টার্ন হাউজিং বনশ্রী জি-ব্লকে মেইন রোডের সন্নিকটে ১২৪১ ও ১২৭৪ বর্গফুটের ৩ বেড ড্রয়িং ডাইনিংসহ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৪৩৩৩৫৯৯৯। ডি-৬০২৯৭২

✱ ইষ্টার্ন হাউজিং আফতাবনগর এফ ও এইচ ব্লকে ১৬৮০ ও ১৩৪৮ বর্গফুটের ৪/৩ বেড ড্রয়িং ডাইনিংসহ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল: ০১৮৯৬২৬২৫৮৩, ০১৮৯৬২৬২৫৮৪। ডি-৬০২৯৭৪

✱ আফতাবনগর সি-ব্লক ৩নং রোডে লাইন গ্যাস পার্কিং লিফট জেনারেটরসহ ৪র্থতলা ফ্রন্ট সাইডে ১১৫০ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। সরাসরি: ০১৯৯৭৮০৭৭০১। ডি-৬০২৯৪৭

✱ পশ্চিম ধানমন্ডি। রোড নং-৯/এ, ৭৫০ ও ৭৭৫ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। মোবা: ০১৭১২৫৩৬৩৩৪। ডি-৬০২৯৯০

✱ ধানমন্ডি ৮/এ সাতমসজিদ রোডের পশ্চিমে নাভানার নির্মিত ১৯৯১ ব.ফু. পার্কিংসহ ৯তলায় সামনে কর্ণার সাইডে ইন্টেরিয়রকৃত তিতাস গ্যাসসহ ব্যবহৃত। ০১৭১৯৭৭৩৯৯৩। ডি-৬০২৯৮৮

✱ ধানমন্ডি ২৮নং (পুরাতন) রোডে ২৮৫০ বর্গফুট পার্কিংসহ ৬তলা ভবনের ৩য় তলার সামনে ৪ বেডের সম্পূর্ণ রেনোভেশন ও ইন্টেরিয়রকৃত ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৪৮৫৫১১০। ডি-৬০২৯৯১

✱ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট কাঁঠাল বাগানে ১৬০০ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ: ০১৬৮২৮৩৮০৩৩। মহাবু-৬০২৯৬০

✱ ডিওএইচএস সাভারে সুইমিংপুল, দক্ষিণমুখী পার্ক মসজিদ খেলার মাঠ স্কুল গ্লাসডোর হেভী লিফট জেনারেটর ফ্ল্যাট/ ডুপ্লেক্স। # ০১৭২৪-০৭৯৭৯৬, ০১৭৩৪-২০৯৯৯৮। ডি-৬০৩০০৫

ভাড়া হবে

✱ **দোকান:** কলবাগান বাসস্ট্যান্ডের সঙ্গে চালু মার্কেটে ৪র্থ/৫ম তলায় দোকান ভাড়া হবে। টেইলারিং, মোবাইল ফোন স্ন্যাকস ও কাপড়ের দোকান। আজিজ খন্দকার টাওয়ার, ১১৯, লেক সার্কাস, ঢাকা। ০১৯৭১৫২৪১৬৪, ০১৯৫৬৬৬০৪১৪। সি-৬০২৬৪৩

✱ **বাড়ি:** ৭ তলায় ২ হাজার স্কয়ার ফুটের ফ্ল্যাট, ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ৩ বাথ, ২ বারান্দা। বসুন্ধরা ব্লক-সি, রোড-৭। যোগাযোগ: ০১৭১১০৫৪৫৫৬। ডি-৬০২৬৫৯

✱ **অফিস:** ধানমন্ডিতে ২০০০ ও ১২৫০ বর্গফুট সেমি-ফার্নিশড অফিস ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ০১৭০৮৫১৯০৮৮। ডি-৬০২৭২৪

✱ **বানিজ্যিক ফ্লোর:** ৩৯/এ, রোড-২২/২৩ (কর্ণার প্লট) বনানী সম্পূর্ণ নতুন ও অত্যাধুনিক বানিজ্যিক বিল্ডিং-এর ২য় ও ৩য় তলা প্রতি ফ্লোর ১০৫০ করে মোট ২১০০ ব.ফু. ভাড়া হবে। মোবাইল: ০১৭১১-৫৩৬৬৮৭, ০১৭১১-৬৯২০৮৪। ডি-৬০২৮৬৮

✱ **আবাসিক হোটেল:** বিজয়নগরে অবস্থিত ৭৬টি রুমসংবলিত লিফট, জেনারেটর ও কার পার্কিংসহ ১টি স্বনামধন্য আধুনিক মানের আবাসিক হোটেল ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ০১৭১১৫৪৮৮৩৩, ০১৭১১৬৪০২৭৭। টিবু-৬০২৭৭২

✱ **ওয়্যারহাউস:** টঙ্গী বিসিক শিল্প এলাকায় ৫০০০ বর্গফুট ওপেন স্পেস (দোতলা) সুন্দর পরিবেশে ওয়্যারহাউস ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ০১৭১১-৫২০১৭৪। ডি-৬০২৮৭১

✱ **ভাড়া হবে:** বাড়ি/অফিস ভাড়া হবে। প্লট নং-১৭, রোড নং-৮/এ, নিকুঞ্জ-১ আবাসিক এলাকায়। যোগাযোগ: ০১৭১৮০৮৭৬৬৩। ডি-৬০২৮৯৭

আবশ্যক

✱ স্বনামধন্য কোম্পানিতে সামরিক বাহিনীতে কাজে অভিজ্ঞ (অবসরপ্রাপ্ত এনসিও/জেসিও) একজন অ্যাডমিন। এইচআর ম্যানেজার আবশ্যক। যোগাযোগ: সেঞ্চুরি সেন্টার খ-২২৫ প্রগতি সরণি, মেরুল বাসস্ট্যান্ড, বাড্ডা। যোগাযোগ: ০১৯১৫৪৭৬৬০৫। টিবু-৬০২৩৫৯

✱ বসুন্ধরা, পূর্বাচল প্রকল্পে (আবাসিক) ও পূর্বাচল সংলগ্ন ইউএসবাংলা প্রকল্পে অ্যাভিনিউ রোডে (বি-১২ কাঠা) কমার্শিয়াল বিল্ডিং নির্মাণ ও জাতীয় দৈনিক (বাংলা-ইংরেজি) পত্রিকার জন্য পরিচালক আবশ্যক। ভোরের পৃথিবী, ১৩০/এ, প্রগতি সরণি, ঢাকা। ০১৯১২১০০৪৪৮, ০১৯৩৭৭৭০০২১। ডি-৬০২৮৯৪

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ সিদ্ধেশ্বরীতে-১৪৫৫ ব.ফু. নির্মাণাধীন, ১২৯৫-২৪১৪ ব.ফু. কমার্শিয়াল স্পেস, মালিবাগে ১২৪৯ ব.ফু. ও মগবাজার হাতিরঝিলমুখী ১২৮৭ ব.ফু. ফ্ল্যাট। ০১৭৩০০৮৮০০২, ০১৭৩০০৮৮০০৩। ডি-৬০২৮৮৯

✱ উত্তরা-১৫নং সেক্টরে মেট্রোরেল সেন্টার স্টেশনের সন্নিকটে ১৬৯৭ বর্গফুটের সিঙ্গেল ইউনিটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা: ০১৭১৬৪৫৯৪৫৮, ০১৩০৭৬৯৩৪২২। ডি-৬০২৯৯৯

✱ বনানীতে ১৫৫০ ব.ফু. ৩ বেড রুম, ড্রইং-ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং ১টি গাড়ি পার্কিং, গুলশান ২৮০০ ব.ফু. ফ্ল্যাট ৪টি বেড রুম, ড্রইং-ডাইনিং, ২টি পার্কিং। ০১৯৭২-২১৬০৫৯, ০১৭৫৭-৭৮৬২১৭। ডি-৬০৩০০২

✱ পশ্চিম ধানমন্ডি বাংলাদেশ আই হসপিটালের পিছনে, সাইজ ১৩৫০, ১২৫০, ১৬৫০ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৮৮১-৬৫৫০৪৩। ডি-৬০৩০০৩

✱ ধানমন্ডি আ/এ অবস্থিত রাজউক নির্মিত ব্র্যান্ড নিউ ২৬২৯ বর্গফুটের রেডি এ্যাপার্টমেন্ট কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুবিধাসহ জরুরী ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। ০১৭৯৫-৪৩৪১৩৪। ডি-৬০২৯৬৫

✱ বেইলী রোডে ১৮৪৫ ব.ফু. সম্পূর্ণ রেডি ডেকোরেশনসহ ও ইকবাল রোডে ১৭০০ ব.ফু. ২য় তলায় গ্যাসসহ ফ্ল্যাট বিক্রয়। # ০১৭১১-২৯২২৮৯। ডি-৬০২৯৫৮

✱ সিদ্ধেশ্বরী ১১০০ ও ১৭০০ ২য় তলায় গ্যাসসহ ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৭১১-২৯২২৮৯। ডি-৬০২৯৬১

✱ মোহাম্মদপুর ১১০০, ১৩৭৫ বর্গফুট (রেডি) এবং উত্তরা ১৫৩০ বর্গফুট (চলমান) ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৮১১-৪১২১৪৬। ডি-৬০২৯৫৪

✱ সেন্ট্রাল রোডে ১৫তলা ভবনের ১২ ও ১৪ তলায় ব্রান্ড নিউ ৩ বেডের ১৫৬৫ বর্গফুট ও ২০৭০ বর্গফুটের খোলামেলা নতুন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬, ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫। ডি-৬০২৮০৬

✱ মোহাম্মদপুর বায়তুল আমান হাউজিং-এ ১২৩৫ ও ১১৫৩ বর্গফুট ও জিগাতলা মেইন রোড সংলগ্ন ১২২১ বর্গফুটের ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৭১২৫১৫৪১, ০১৮১২৩৮৪৩৫৫। ডি-৬০২৮০৯

বিবিধ বিক্রয়

✱ অফিস স্পেস: ৫ লক্ষ টাকায় ভাড়ায় চালিত মতিঝিল-এ অফিস স্পেস বিক্রয়। মোবাইল: ০১৭৫৫৫১১০২০, ০১৭৫৫৫১১০২৬। ডি-৬০২৯৮৪

✱ **পুরাতন বিল্ডিং:** ৬৪৬, বড় মগবাজারস্থিত একটি পুরাতন (স্ক্র্যাপ) বিল্ডিং বিক্রয় হইবে। ০১৭১১৮৪৭৯৭৫, ০১৯২৬৭৮২৮৯৩। সি-৬০২৭৫৫

✱ **বিক্রয় হবে:** ইলেকট্রিক ইন্ডাকশন মটর সিমেন্স, এবিবি, সিজি এবং কেএসবি, ক্রম্পটন, মিলনার্স পাম্প বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭১৮১৪৪৪৩১। ডি-৬০২৮৯৫

✱ দোকান ও শোরুম: উত্তরা ও মেট্রোরেল লাইন-৬ এক্সটেনশনের সন্নিকটে টঙ্গীর বাণিজ্যিক এলাকায় সম্পূর্ণ এসি মার্কেটে সাফ কবলায় মালিকানাসহ দোকান ও শোরুম। এখানে রয়েছে একাধিক লিফট, আধুনিক এক্সেলেটর এবং পর্যাপ্ত গাড়ি পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা। # ০১৩২৯৭১৩৬৮৪, ০১৩২৯৭১৩৬৮৫। ডি-৬০২৮৮৪

✱ **জমির শেয়ার:** মধুসিটি পার্ক আ/এ, মোঃপুর-বসিলা ১০০ সংযোগ রোডের সাথে ১০ কাঠার কর্ণার রেডি প্লটের শেয়ার। মূল্য-১০,৫০,০০০/-। ০১৭১৪৯৭৩০৮৮, ০১৭০৭০০৯৭০৯। মহাবু-৬০২৯৬২

✱ **রিসোর্ট:** সিলেট শহরের নিকটে অবস্থিত প্রায় ১৫ বিঘা জমি সংবলিত সম্পূর্ণ বাউন্ডারি বেষ্টিত আধুনিক সুবিধাসহ মনোরম নৈসর্গিক রিসোর্ট জরুরি বিক্রয় হবে। মোবাইল: ০১৭৯৫-৪৩৪১৩৪। ডি-৬০২৯৬৩

✱ **বানিজ্যিক স্পেস:** বাংলামটরে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ২৭৭২ ও ১৮২৮ বর্গফুট ও ধানমন্ডি ২৭নং রোডে ব্র্যান্ডনিউ ১০৮৫০ বর্গফুট ও ধানমন্ডি সাতমসজিদ রোডে রেষ্টুরেন্ট অনুমোদনসহ ৩৫০০-১০৩৭৫ বর্গফুট বানিজ্যিক স্পেস। মোবাইল: ০১৮১২৩৮৪৩৫৫, ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫। ডি-৬০২৮১১

✱ **ফটোকপিয়ার:** আরণ্যক ফাউন্ডেশন এর একটি পুরাতন ক্যানন ফটোকপিয়ার বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ক্রেতাগণকে আগামী ৩১-১০-২০২৪ তারিখের মধ্যে পরিদর্শন ও দরপত্র জমাদানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ০১৭১৩০৪০৫৮৬। ডি-৬০২৭৯৫

বাড়ি বিক্রয়

✱ মোহাম্মদপুর বছিলা ব্রীজের পাশে আরশীনগরে ২.২৫ কাঠা জমির উপর বাড়ী বিক্রয়। বর্তমান চলমান ভাড়া ৪০,০০০/-। মোবাইল: ০১৭৪৫-৮৯৫৭৯৬। মো.বু-৬০২৮৪৩

✱ লালবাগ আবদুল আজিজ লেন দুই ইউনিট বিশিষ্ট তিতাস গ্যাসসহ ৫তলা বাড়ি বিক্রয়। যোগাযোগ: ০১৭১১১০৭২৩৮, ০১৯১১৩৯৮৯৩৬। ডি-৬০২৭১৯

✱ মগবাজার বিশাল সেন্টার এর পেছনে ৮ কাঠার ওপর তিনতলা বাড়ি তিন পাশে খোলা। মূল্য নাগালের মধ্যে আছে। প্রয়োজনে যোগাযোগ: ০১৮১৯-২৬৬৬১৮। ডি-৬০২৮৯৩

✱ পূর্বাচল ৩০০ ফিট সংলগ্ন পিংকসিটি আ/এ ৩ কাঠা ও ৫ কাঠা ও ৬.৫০ কাঠা জমির উপর ৩টি ডুপলেক্স বাড়ী ও পূর্ব শেওড়াপাড়ায় ৩.৩২ কাঠায় ৪ তলা বাড়ী বিক্রয়। ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬, ০১৭৭১২৫১৫৪১। ডি-৬০২৮১০

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ উত্তরা-৪নং সেক্টরে-১৬০৯, ১৮২৩, ২৭৮৫, ৩০১০ ব.ফু. নির্মাণাধীন ও উত্তরা-৩নং সেক্টরে ৩১৭৫, ৪৩৯৩, ২১৭১, ৪৩৩৪, ৫৫৯৯ ব.ফু. কমার্শিয়াল স্পেস। মোবা: ০১৭৩০০৮৮০০৩, ০১৭৩০০৮৮০০৪। ডি-৬০২৮৯০

✱ ধানমন্ডি ৯/এ ৪ বেডরুমের ২৭৮০ বর্গফুট ও ফুল ফার্নিশড ২০০০ বর্গফুট ও ৬নং রোডে ২৫৬০, ২৭১০ বর্গফুট ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮১২৩৮৪৩৫৫, ০১৭৭১২৫১৫৪১। ডি-৬০২৮০২

✱ মহাখালী ডিওএইচএস লেক ফেসিং লাক্সারিয়াস ২৮৮৯ বর্গফুট ও লেক রোডে ৩০২৫ বর্গফুট ও মহাখালী আরজত পাড়ায় পার্কিংসহ ৮২০ বর্গফুট ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫, ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬। ডি-৬০২৮০৩

✱ উত্তরা ১৪নং সেক্টরে ১৯নং রোডে দক্ষিণমুখী ১৫৯৭ বর্গফুট ও উত্তরা ০৪নং সেক্টর ১৬নং রোডে ৪২৪২ বর্গফুট ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা: ০১৭৭১২৫১৫৪১, ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬। ডি-৬০২৮০৪

হারিয়েছে

✱ বোর্ড: যশোর, নাম: মোছাঃ শারমীন রহমান, এসএসসি ও এইচএসসি মূল সার্টিফিকেট দুইটা হারিয়েছে, এসএসসি রোল নং-১৩৯৫৭৭ রেজিঃ নং-৪৭৮৭০৬, এইচএসসি রোল নং-৮৩৪৭১৫ রেজিঃ নং-৫৩১৮৫০, জিডি নং-১৯৪০, ধানমন্ডি থানা। ডি-৬০৩০৩৮

✱ আমার প্রোভেশনাল সার্টিফিকেট এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ আইডি নং-২০১০২০৪৭৩ যার (সিরিয়াল নং ৪১০৮৭) ধানমন্ডি থানা জিডি নং-২০৪৬। মোছাঃ শারমীন রহমান। ডি-৬০২৭৯৯

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ মহাখালী বা/এতে ৪২৪৪ ব.ফু., মিরপুর ভাষানটেকে ১২০ ফুট মেইন রোডে ৩৬০৯ ব.ফু. রেডি কমার্শিয়াল স্পেস ও পূর্ব রাজাবাজারে ১১৭৬-১৪০৩ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা: ০১৭৩০০৮৮০০৪, ০১৭৩০০৮৮০০৫। ডি-৬০২৮৯১

✱ বসুন্ধরা আ/এ সি-ব্লকে ০৪ বেডের নতুন ২১৫০ ও ২১৮৫ বর্গফুট ও ডি-ব্লকে সিঙ্গেল ইউনিটের ২৯০০ বর্গফুট ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল: ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫, ০১৮১২৩৮৪৩৫৫। ডি-৬০২৮০৫

✱ কাঁঠালবাগানে বিশেষ মূল্য ছাড়ে ০৩ বেড, ০৩ বাথ, ০৩ বারান্দা, ড্রয়িং-ডাইনিং, গ্যাসসহ দক্ষিণমুখী ১৩৫০/২৭০০ ব.ফুর রেডি ফ্ল্যাট। জেবিসি লি.। ০১৭২৩৭৪৯৭৬৬। ডি-৬০২৮৩৩

✱ জহুরী মহল্লা, শ্যামলী মাঠের পাশে ছয়তলা ভবনের ২য়, ৪র্থ তলায় ১২৫০ বর্গফুট, ৬৫০ বর্গফুট ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রি। ফোন: ০১৭২৬৯৬৯১৬১। সি-৬০২৭৭৫

ফ্ল্যাট ভাড়া

✱ ঢাকা বনশ্রী এলাকায় দৃষ্টিনন্দন নিপুণ স্থাপত্যশৈলী অভিজাত নতুন বাড়ি ভাড়া হইবে। রুচিশীল ছোট পরিবার ভাড়াটিয়া আবশ্যক। যোগাযোগ করুন। ০১৮৮৬৮৭৯১৯২। ডি-৬০৩০২২

✱ ব্র্যান্ডনিউ ফ্ল্যাট বসুন্ধরা কে-ব্লক ২৪০০ বর্গফুট সেমি ফার্নিশড ৩ বেড, ৫ বাথরুম, ৪ বারান্দা, লিভিং রুম, ড্রয়িং রুম, ডাইনিং, ২৪/৭ সিকিউরিটি+লিফট, সিসিটিভি ইন এভরি ফ্লোর গ্যারেজ যোগাযোগ: ০১৭১৬৩৩৫৭৫৭। ডি-৬০২৮৩৪

শ্রেণীভুক্ত বিজ্ঞাপনের বাকি অংশ পৃষ্ঠা-১২

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট

৪, সোবহানবাগ মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৭

☎ ৫৮১৫৫০৩৪, ৫৮১৫৫০৭৭, ৫৮১৫৫১১৬, ৪১০২৫৫৯৪, ০২-৪১০২৫৫৬৩-৫ (পিএবিএক্স)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, নভেম্বর, ২০২৪

তারিখ ও সময়	স্থান ও ফি	কোর্স সমন্বয়কারী
1. Excel Macros & VBA		
নভেম্বর ০৮-১৬ ০৯:০০-১৬:০০	জুম প্লাটফর্ম ৬,৫০০/-	ফারখুন্দা ডরিন সেলঃ ০১৭১১-৯০৭৪১৮ ই-মেইলঃ farkhunda.dorin@bim.gov.bd
2. Management for New Managers		
নভেম্বর ১০-১৪ ১৭:৩০-২১:৩০	বিআইএম, ঢাকা ৭,০০০/-	লামিয়া ফারহা সেলঃ ০১৭১১২২১২২৬ ই-মেইলঃ lamia.farha@bim.gov.bd
3. Basic Issues of Human Resource Management		
নভেম্বর ১০-১৪ ১৭:০০-২১:৩০	বিআইএম, ঢাকা ৭,০০০/-	মুহাম্মদ মইনুল ইসলাম সেলঃ ০১৭২০৪৬২২০২ ই-মেইলঃ mainul.islam@bim.gov.bd
4. PPR 2008 and Public Procurement Management		
নভেম্বর ১০-২১ ১০:০০-১৬:০০	বিআইএম, ঢাকা ১০,০০০/-	প্রকৌঃ মোঃ মেহ্বুব হাসান কল্লোল সেলঃ ০১৭৫৪-৪৬০১০০ ই-মেইলঃ kallol@bim.gov.bd
5. Trademarks Registration: Legal Safeguard for Brands		
নভেম্বর ১৫-১৬ ০৯:০০-১৭:০০	বিআইএম, ঢাকা ৭,০০০/-	মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান সেলঃ ০১৮১৯২৩১২১৯ ই-মেইলঃ sayeedur.rahman@bim.gov.bd জাকিয়া রহমান সেলঃ ০১৯৪৯৮২৬২৭৯ ই-মেইলঃ zakia.rahman@bim.gov.bd
6. Skill Transformation for Industry 4.0: Application of Artificial Intelligence & Design Thinking		
নভেম্বর ১৯-২২ ১০:০০-১৪:০০	জুম প্লাটফর্ম ৫,০০০/-	শেখ সজিবুর রহমান সেলঃ ০১৯১১-১৮৭৭৮০ ই-মেইলঃ shaikh.sajibur@bim.gov.bd নির্ঝর মজুমদার সেলঃ ০১৫১১-১১১২২২ ই-মেইলঃ nirjhar.mazumder@bim.gov.bd
7. Bangladesh Labor Act 2006 and Labor Rules 2015		
নভেম্বর ২৪-২৮ ১৭:০০-২১:৩০	বিআইএম, ঢাকা ৭,০০০/-	মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম সেলঃ ০১৭২০৪৬২২০২ ই-মেইলঃ mainul.islam@bim.gov.bd
8. Green Human Resource Management (GHRM)		
নভেম্বর ২২-২৩ ১৭:০০-২১:০০	বিআইএম, ঢাকা ৫,০০০/-	মমতাজ খাতুন সেলঃ ০১৭৫৭-৩১৩৯৭৩ ই-মেইলঃ momotaz.khatun@bim.gov.bd
9. KPI Master Class		
নভেম্বর ২২-২৩ ০৯:০০-১৭:০০	বিআইএম, ঢাকা ৫,০০০/-	মামুন মুজতাবা সেলঃ ০১৭১৬-৬৫৩৬২৬ ই-মেইলঃ mamun.muztaba@bim.gov.bd
10. Training of Trainers (ToT)		
নভেম্বর ২৪-২৮ ১৭:০০-২১:৩০	বিআইএম, ঢাকা ৭,০০০/-	মোঃ রবিউল ইসলাম খাঁন সেলঃ ০১৭১৬-৯১৭৭৪১ ই-মেইলঃ rabiul.islam@bim.gov.bd
11. Learning Management System		
নভেম্বর ২৪-২৮ ০৯:০০-১৭:০০	বিআইএম, ঢাকা ১৫,০০০/-	এস এম আরিফুল ইসলাম সেলঃ ০১৭১৯৫০০০০৮ ই-মেইলঃ ariful.islam@bim.gov.bd
12. Project Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning (MEAL)		
নভেম্বর ২৪-২৮ ১৭:৩০-২১:৩০	বিআইএম, ঢাকা ৭,০০০/-	আকলিমা জামান সেলঃ ০১৮১৬-৫৯১৮৮৪ ই-মেইলঃ aklima.zaman@bim.gov.bd
13. Capacity Development for Managing Public Procurement		
নভেম্বর ২৪-২৮ ০৯:৩০-১৭:০০	বিআইএম, ঢাকা ৭,০০০/-	মোহাঃ আমিনুল ইসলাম সেলঃ ০১৭১৮৪২৭৯৪৭ ই-মেইলঃ aminul.islam@bim.gov.bd
14. Job Interview Hacks		
নভেম্বর ২৫ ০৯:০০-১৭:০০	বিআইএম, ঢাকা ৩,৫০০/-	নির্ঝর মজুমদার সেলঃ ০১৫১১-১১১২২২ ই-মেইলঃ nirjhar.mazumder@bim.gov.bd অমিত দাস সেলঃ ০১৯১৩৯৬৫৫৮১ ই-মেইলঃ amit.das@bim.gov.bd
15. সরকারি চাকরির অত্যাবশ্যকীয় নিয়মাবলী		
নভেম্বর ২৭-২৮ ০৯:০০-১৭:০০	বিআইএম, ঢাকা ৫,০০০/-	আমিনুর সেলঃ ০১৭১৬-৫৫১৬৬১ ই-মেইলঃ amenoor@bim.gov.bd

প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ সরকারি, বেসরকারি ও এনজিও প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপকদের জন্য উপযোগী। যে কোন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ব্যক্তি কোর্সসমূহে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কোর্সসমূহে অংশগ্রহণের জন্য কোর্স ফি মহাপরিচালক, বিআইএম-এর অনুকূলে যে কোন তফশিলি ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। বিস্তারিত ওয়েব সাইট দেখুন: www.bim.gov.bd

মো: মতিয়ার রহমান
মহাপরিচালক

বিআইএম

Governmentof the People's Republic of Bangladesh
Upazila Health and Family Planning Office
Bauphal , Patuakhali|

Memo No:Uhc/Baup/Patua/2024-2025/691 Date: 22/10/2024

e-Tender Notice

e-tender will be invited in the National e-GP System portal (http:www.eprocure.gov.bd) for Supplyof following goods.

Tender ID No	Description	Publication date and time	Online tender closing & opening date and time
1027290	Supply of Non EDCL medicine	25-Oct-2024 10:00	12-Nov-2024 14:00
1027291	Supply of Surgical instrument	25-Oct-2024 10:00	12-Nov-2024 14:00
1027294	Supply of gauge, bandage, cotton	25-Oct-2024 10:00	12-Nov-2024 14:00
1027296	Supply of linen items	25-Oct-2024 10:00	12-Nov-2024 14:00
1027298	Supply of Chemical Reagent	25-Oct-2024 10:00	12-Nov-2024 14:00
1027299	Supply of Furniture kitchen items	25-Oct-2024 10:00	12-Nov-2024 14:00

This is online tender where only e-tender will be accepted in the national e-GP portal and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-tender registration in the national e-GP System portal (http:www.eprocure.gov.bd) is required. The fees for downloading the e-tender document form the national e-GP System portal have to be deposited online through and registered bank branch. Further conformation and guidelines are available in the national e-GP System portal and form e-GP (helpdesk@eprocure.gov.bd)

(Prosanta Kumar Saha)
Upazila Health and Family Planning Officer
Bauphal , Patuakhali

প্রধানমন্ত্রী তাঁর দলের বিরোধী মতকে চুপ করিয়ে দিচ্ছেন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সেটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়

নেপালের প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করে *কাঠমান্ডু পোস্ট*-এর সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

গ্যাসের বিপুল বকেয়া

পাওনা আদায়ে শক্ত পদক্ষেপ দরকার

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকটের কারণে প্রয়োজনীয় গ্যাস ও জ্বালানি আমদানি করতে না পারায় দেশে চাহিদামতো বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে প্রতিদিনই লোডশেডিং করতে হচ্ছে। শিল্পকারখানাগুলোতে চাহিদামতো গ্যাস সরবরাহ করতে না পারায় ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন। এ অবস্থায় অর্থনীতির গতি স্বাভাবিক করাটা সরকারের জন্য বড় একটা চ্যালেঞ্জ। সে জন্য গ্যাস ও জ্বালানির সরবরাহ বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্যাসের বকেয়া বিল।

প্রথম আলোর খবর জানাচ্ছে, বাংলাদেশ তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) জ্বালানি খাতের প্রতিবেদকদের সঙ্গে বুধবার এক মতবিনিময় সভায় জানিয়েছে, গত আগস্ট মাস পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে গ্যাসের বকেয়া বিলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর কাছে পাওনা ১৯ হাজার কোটি টাকার বেশি। আর সরকারি সার কারখানায় গ্যাস বিল পাওনা ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকা।

দেশে কয়েক মাস ধরেই গ্যাস-সংকট চলছে। সংকট মোকাবিলায় খোলাবাজার থেকে এলএনজি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। পেট্রোবাংলা সূত্রে জানা যাচ্ছে, দেশে দিনে গ্যাসের চাহিদা ৩৮০ কোটি ঘনফুট হলেও এখন গ্যাস সরবরাহ নেমে এসেছে ২৭৮ কোটি ঘনফুটে। আগের সপ্তাহে সরবরাহের পরিমাণ ছিল ২৫০ কোটি ঘনফুট। ফলে গ্যাসের সরবরাহ কিছুটা বাড়লেও শিল্পকারখানা ও বাসায় গ্যাসের সরবরাহ তেমন বাড়েনি। এতে শিল্পকারখানায় উৎপাদন ধরে রাখা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। বাসায় রান্নার কাজেও গ্যাস ঠিকমতো পাচ্ছেন না রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের গ্রাহকেরা।

সরকারি সংস্থায় গ্যাস, বিদ্যুতের বকেয়া বিল পরিশোধ না করার একটা রেওয়াজ দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। এই সংস্কৃতির অবসান হওয়া প্রয়োজন। সরকারি সংস্থার কাছ থেকে বকেয়া বিল আদায়ে আন্তমন্ত্রণালয় সভা করার জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করছে পেট্রোবাংলা। আমরা আশা করি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো এ ব্যাপারে আশু পদক্ষেপ নেবে। বেসরকারি খাত, বিশেষ করে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর ক্ষেত্রে কেন এতটা পাওনা বকেয়া পড়ল, সেটা তদন্ত করে বের করা প্রয়োজন।

বিগত সরকারের আমলে কতগুলো গোষ্ঠীর স্বার্থে ভাড়াকেন্দ্রিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে যেভাবে ব্যবসা করার জন্য প্রতিযোগিতাহীন সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল, সেটা আখেরে সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য আত্মঘাতী হয়েছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। ফলে বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর কাছ থেকে কীভাবে গ্যাসের বকেয়া বিল আদায় করা যায়, তা নিয়েও শক্ত ও যৌক্তিক পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

গ্যাস ও জ্বালানি তেল বিক্রির অর্থ দিয়ে পেট্রোবাংলাকে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, পরিশোধন ও বাজারজাতকরণের কাজ করতে হয়। বিপুল অঙ্কের বকেয়া বিল সংস্থাটির স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে বড় একটা বাধা। এ ছাড়া অবৈধ সংযোগ ও গ্যাস চুরির কারণেও বিপুল পরিমাণ গ্যাসের অপচয় হয়। সৎ গ্রাহকেরা তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হন। গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকভাবেই সিস্টেম লস হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ফলে যেকোনো মূল্যেই গ্যাস চুরি বন্ধ করতে হবে।

বিগত সরকারের আমলে নেওয়া শুধু আমদানিনির্ভর জ্বালানি নীতি দেশকে কতটা সংকটে ফেলতে পারে, গত তিন বছর তার প্রমাণ আমরা দেখেছি। ফলে জাতীয় স্বার্থকে কেন্দ্রে রেখে জ্বালানি নীতি ঢেলে সাজানোর সময় এসেছে। পুরোনো কূপের সংস্কার এবং স্থল ও সমুদ্রে নতুন কূপ খননের মাধ্যমে গ্যাস অনুসন্ধান বাড়াতেই হবে।

কুমিল্লায় চোরাচালান

পুলিশ ও রেল কর্তৃপক্ষ কী করছে

সীমান্ত এলাকা মানেই চোরাচালানের রুট—এমন একটি ধারণা জনমনে গেঁথে গেছে। সব সীমান্ত এলাকার ক্ষেত্রে বিষয়টি সত্য না হলেও এই বাস্তবতা অস্বীকার করার উপায় নেই। কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার ভারত সীমান্তঘেঁষা সালদা নদী রেলস্টেশন ঘিরে চোরাচালানের যে স্বর্গরাজ্য গড়ে উঠেছে, তা কোনোভাবেই রোখা যাচ্ছে না। কারণ, চোরাচালানিদের যাদের রুখতে যাওয়ার কথা, তারাই এ কাজে যুক্ত বলে অভিযোগ আছে। বিষয়টি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

প্রথম আলোর প্রতিবেদন জানাচ্ছে, রেলস্টেশনটির পাশেই ভারতের পাহাড়ি পথ। সেই পথ দিয়ে দিনের বেলায় প্রকাশ্যে চিনি চোরাচালান হয় আর রাতে আসে মাদকদ্রব্যসহ অন্যান্য পণ্য। এসব পণ্য চোরাচালান করে আনা হয় স্টেশনে। পরে ট্রেনে সেই পণ্য যায় কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায়। এখানে যে চোরাচালানি চক্র যুক্ত, তাঁর সঙ্গে জড়িত সীমান্তঘেঁষা দুটি গ্রামের শতাধিক মানুষ। তবে চোরাকারবারিদের ভাষ্য—পুলিশ, বিজিবিসহ স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি জানে। তাদের 'ম্যানেজ' করে চোরাচালানের কাজ চলে।

বিজিবি ক্যাম্প থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরেই ভারত সীমান্তঘেঁষা সালদা নদী রেলস্টেশন। আর সেই রেলস্টেশনেই চলে পণ্য চোরাচালান। ফলে চোরাচালানিদের এমন ভাষ্য গুরুত্বহীন করে দেখার সুযোগ নেই। আমরা এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করছি। তবে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছেন; আর বিজিবি বলছে, তারা নিয়মিত নজরদারি ও অভিযান চালায়। লোকবল-সংকটের কারণে মাঝেমধ্যে সুযোগ নেয় চোরাকারবারিরা।

স্থানীয় প্রশাসন ও বিজিবি ছাড়া রেলওয়ে পুলিশের বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ আছে চোরাচালানি চক্রকে সহযোগিতা করার। রেলের একজন কর্মকর্তাই বলেছেন, রেলওয়ে পুলিশ ও রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী সবই জানে। অনেক সময় চোরাই পণ্য ট্রেনে টেনে তুলে দেন রেলওয়ে পুলিশ সদস্যরা। প্রতি বস্তা চিনির জন্য তাঁরা টাকা পান।

কর্ণফুলী এক্সপ্রেস, চট্টলা এক্সপ্রেস, নাসিরাবাদ এক্সপ্রেসসহ কয়েকটি লোকাল ট্রেনের মাধ্যমে এসব পণ্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। রেলস্টেশন ঘিরে চোরাচালানের স্বর্গরাজ্য গড়ে ওঠা এবং ট্রেন দিয়ে মাদকদ্রব্যসহ চোরাচালানের পণ্য সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ও রেলওয়ে পুলিশের জন্য বড় লজ্জার।

এখন বিজিবি, প্রশাসন ও রেলওয়ে পুলিশ মিলে যদি রেলস্টেশন ঘিরে চোরাচালান বন্ধ করতে না পারে, তাহলে বিষয়টি খুবই হতাশাজনক। এখন চোরাচালান কীভাবে তারা বন্ধ করে এবং কত দ্রুত সেটি করতে পারে, তা দেখার অপেক্ষা।

চিঠিপত্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর উচ্চতর শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ২ হাজার ২৮৩টি কলেজে অধ্যয়ন করছেন প্রায় ৩২ লাখ শিক্ষার্থী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্ভার সমস্যা দিনের পর দিন ব্যাপক আকার ধারণ করছে। প্রতিবছর যেকোনো বর্ষের ফলাফল কিংবা ভর্তির মেধাতালিকা—সব ক্ষেত্রে সার্ভার জটিলতা দেখা যায়। সম্প্রতি ডিগ্রি ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির প্রথম মেধাতালিকা প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশের প্রথম দিন বেশির ভাগ শিক্ষার্থী সার্ভার সমস্যায় ফলাফল দেখতে পারেননি। প্রায় ২০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে তালিকা প্রকাশের দ্বিতীয় দিনেও হতাশ হতে হয়েছে। তাই শিক্ষার্থীদের হয়রানি দূর করতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্ভার সমস্যা খুব দ্রুত নিরসন করা জরুরি।

মোহাম্মদ নাদের হোসেন ভূঁইয়া
শিক্ষার্থী, ফেনী সরকারি কলেজ

রাস্তা সংস্কার চাই

গাইবান্ধা সদর দিয়ে চলে গেছে ঘাঘট নদ। নদের পাশ দিয়ে বাঁধ সংস্কারের কাজ চলছে পাঁচ বছর ধরে। এই বাঁধ গাইবান্ধার খোলাহাটি থেকে কামারজানী পর্যন্ত বিস্তৃত, যা চার ইউনিয়নের মানুষের যাতায়াতের রাস্তা। লক্ষাধিক মানুষের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তাটি এখন মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে। সামান্য বৃষ্টি পড়লেই রাস্তায় দেখা দেয় ছোট-বড় গর্ত ও কাদায় পূর্ণ হয়ে যায়। সম্ভব হয় না রাস্তায় গাড়ি চলাচল। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের হাঁটাচলাও সম্ভব হয় না। ঘটে দুর্ঘটনা। কেউ অসুস্থ হলে হাসপাতালে নেওয়া সম্ভব হয় না। রাস্তা নিয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাদের কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না। আমাদের চার ইউনিয়নের মানুষের দাবি, এই রাস্তা দ্রুত সংস্কার হোক।

আশিকুর রহমান
শিক্ষার্থী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাজনীতি

'বিপ্লব' রক্ষার পথ কী, কারা হবেন প্রহরী

আলতাফ পারভেজ

নানা দাবি নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সচিবালয় ঘেরাও করতে দেখা যাচ্ছে। ছবি : প্রথম আলো

বাংলাদেশের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানকে 'বিপ্লব' বলতে অনেকের আপত্তি আছে। এটা যে সফল গণ-অভ্যুত্থান, সেটা প্রায় সবাই মানেন। তবে যেকোনো রাজনৈতিক গণ-অভ্যুত্থানকে রক্ষা ও এগিয়ে নেওয়ার ধরন 'বিপ্লবকে' সফল করার মতোই। কিন্তু সেই কাজটা কী রকম? বিশ্বের অন্যত্র কীভাবে হয়েছে সেসব কাজ? বাংলা-বসন্তের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে ঐতিহাসিক সেসব শিক্ষার দিকে চোখ ফেরানো দরকার এখন।

মাও সে-তুংয়ের এ রকম একটি উক্তি আছে, 'বিপ্লব কোনো ভোজসভা নয়।' হুনানের কৃষক আন্দোলনের ওপর লিখতে গিয়ে তিনি এটা বলেছিলেন। কথাটার আগে-পিছে আরও কিছু দরকারি কথা আছে। মাও সেখানে বলেছিলেন, 'বিপ্লব কোমল কিছু নয়, কাঁথা সেলাই বা প্রবন্ধ লেখার মতো নম্র ধরনের কাজ নয়। বৈপ্লবিক পরিবর্তন মোটাদাগের বলধর্মী কাজ। এতে থাকতে হয় দৃঢ় সংকল্প এবং পুরোনোকে বদলে ফেলার আপসহীন চেতনা।' তখনকার চীনের কৃষক আন্দোলনের কেন্দ্র হুনানে ৩২ দিনের এক অনুসন্ধান শেষে ১৯২৭ সালে মাও এসব লিখেছিলেন। প্রায় এক শ বছর হলো এ রকম ভাবনার। বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করলে বোঝা যায়, কথাগুলো এখনো কতটা জরুরি।

সাংবিধানিক নিয়মকানুন মেনে পুরোনো আমলাতন্ত্র দিয়ে জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানের প্রত্যাশার বাস্তবায়ন আসলেই দুঃসাধ্য। তাতে টানাপোড়েন কেবল বাড়ছে। না বিপ্লবী-না সংবিধানপন্থী একটা অবস্থার বিতর্কের পড়েছে বাংলাদেশ। ক্রমে একটা 'ভুল' আরেকটা ভুলের জন্ম দিচ্ছে। ফলে হেমন্তের আকাশে বর্ষার মতো কালো মেঘ জমছে। কিন্তু কালো মেঘ সরিয়ে চলতি হেমন্তকে কীভাবে শস্যের ও তৃপ্তির ঋতু করা যায়?

সাংস্কৃতিক বিপ্লব কেন জরুরি

'বিপ্লব কোনো সূচিকর্ম নয়' বলার পাশাপাশি মাও সে-তুং পরবর্তীকালে (১৯৬৬-৭৬) গণপরিবর্তন রক্ষায় সাংস্কৃতিক কাজ নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। কেবল লেখাই নয়, সাংস্কৃতিক বিপ্লবেও নেমেছিলেন। একেই প্রধান হাতিয়ার ভেবেছেন। 'সাংস্কৃতিক কাজ' মানে গানবাজনা নয়, সমাজদেহ ও প্রশাসন থেকে ঔপনিবেশিক উপাদানগুলোর উচ্ছেদ, যা কেবল কিছু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে 'পরিচালক-মহাপরিচালক' বদল করে অসম্ভব। বাংলাদেশকেও অবশ্যই ঔপনিবেশিক-পথ বদলে এগোনোর একটা 'জাতীয় পথ' খুঁজে পেতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশে এখন এত দিনের 'পুরোনো' মরে যেতে বসলেও এবং 'নতুন' তার জন্মের সংগ্রামে লিপ্ত হলেও—আপাতত চলছে সিদ্ধান্তহীনতার কাল।

জুলাই-আগস্টের গণ-আন্দোলন শেষে এর সংগঠকদের দরকার ছিল দেশের সর্বত্র অভ্যুত্থানের চেতনায় 'সাংস্কৃতিক কাজে' নামা। সরাসরি বললে, দেশজুড়ে সংলাপে নামা। বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক সংগঠকদের কেউ কেউ সে কাজ করছেন। উদ্যোগগুলো প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত। সেসবের বড় অংশ আবার 'ভদ্রলোক সমাজের' চৌহদ্দি পেরোতে পারছে না। আছে তাতে গোষ্ঠীবাদী, জাতিবাদী, বিভেদবাদী রণকৌশলের আলাপও। ফলে বাংলা-বসন্ত আদর্শিক শক্তির জায়গাটা কত দিন মজবুত থাকে, সেটি একটি প্রশ্ন। কারণ, এটি কখনো কখনো ভুল ব্যাখ্যারও শিকার হচ্ছে। মাও যেভাবে হুনান গিয়ে 'ইতর সমাজে' মিশে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক নিশানা খুঁজে পান, বাংলাদেশেও গণ-অভ্যুত্থানের কর্মী-সংগঠকদের আমলাতন্ত্রের সঙ্গে 'সমন্বয়' ও ভদ্রলোক-সমাজ ছেড়ে আবার সাধারণ জনগণের কাছে ফিরে যাওয়া দরকার। যদি তাঁদের প্রকৃতই বিশ্বাস থাকে, ওই জনগণই ইতিহাসের এই নতুন পর্বের নির্মাতা এবং কেবল তাঁরাই একে এগিয়ে নিতে সক্ষম।

'প্রহরী' হবেন কারা

বিপ্লব কীভাবে রক্ষা করতে হবে, সে বিষয়ে মাও ছাড়াও বিশ্বজুড়ে আরও অনেক পরিবর্তনবাদী বিস্তর লিখেছেন। তাতে মূলত গুরুত্ব পেয়েছে জনগণের সঙ্গে প্রতিনিয়ত বসা ও বৈপ্লবিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথ ঠিক করা। অর্থাৎ গণ-অভ্যুত্থানের পরিসরকে ক্রমে বেশি করে অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলতে হয়। কেবল এ পথেই অভ্যুত্থান জনগণের 'উৎসবে' পরিণত হয়।

যদিও জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে বিগত ১৫ বছরের বহু শ্রেণি-পেশার আন্দোলনের নির্যাস মিশে আছে; কিন্তু এ-ও সত্য, মাত্র দুই মাসে আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব সমাধা হয়েছে। এত অল্প সময়ে এ রকম একটা পরিবর্তন সাধিত হওয়ার সীমাবদ্ধতা হলো, অনেক মানুষ আন্দোলনে শামিল হলেও তার দার্শনিক লক্ষ্য ও ভবিষ্যতের কর্তব্য নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেননি। সে জায়গায় নিতে পারলেই কেবল তাঁরা অভ্যুত্থানের 'প্রহরী' হয়ে উঠবেন। সামনের দিনগুলোতে সে রকম লাখ লাখ প্রহরী দরকার। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মীরা একা এ কাজ করবেন, নাকি দেশের বৈষম্যের শিকার অন্য সব 'বঞ্চিত শ্রেণিকে' তাতে শামিল করবেন, সে সিদ্ধান্তের সময় এখনই। তবে বিগত পাঁচ দশকের বঞ্চিত সমাজকে সর্বোচ্চ সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত না করে রাষ্ট্র সংস্কার দুরূহ।

নিচুতলার রান্নাঘরে পরিবর্তন আসতে হবে

চীনের নেতা বিপ্লবকে 'ভোজসভা নয়' বলে শক্তপোক্ত ভাবমূর্তি দিতে চাইলেও তাঁর ২২ বছর আগে রাশিয়ার নেতা একে বলেছেন 'নির্যাতিত ও শোষিতের উৎসব'। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পর কেবল এবারই গণমানুষ একটা নতুন সমাজের স্রষ্টা হতে চাইছেন। তাঁরা হতাশার কোটর ছেড়ে 'ইতিহাসের ইঞ্জিন' হতে চাইছেন জুলাই-আগস্টের পর থেকে। তাঁদের সেই উদ্‌যাপনের সুযোগ দেওয়ার দায় অভ্যুত্থানের নেতাদের। এ রকম উদ্‌যাপন তখনই কেবল জমে উঠবে, যখন নিচুতলার সংখ্যাগরিষ্ঠের রান্নাঘরে পরিবর্তন আসবে।

বাংলাদেশের আজকের গণ-অভ্যুত্থান যদি নিচুতলার ৩০-৪০ ভাগ মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে সহজ-সাবলীল করে দিতে পারে, তাহলে কোনো প্রতিক্রিয়ার শক্তি এই গণ-অগ্রযাত্রা রুখতে পারবে না। জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানের সেই শক্ত পাটাতন নেই এখনো। সুতরাং কর্মসংস্থান ও নিত্যদিনের পণ্য পাওয়াকে, শ্রমিক ও কৃষকের চাওয়াকে চলতি গণ-অভ্যুত্থানকে অগ্রাধিকার তালিকায় নেওয়া দরকার।

সুশীল সমাজের একাংশের মধ্যে ইতিমধ্যে গণ-অভ্যুত্থানের শক্তি ও ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দেহ-অবিশ্বাস ছড়াতে শুরু করেছে। তাঁদের বক্তব্যে যুক্তিও আছে। আবার আমূল পরিবর্তনের আয়োজনে এ রকম শক্তি সব সময় নিজেদের অবস্থান হারানোর শঙ্কায় থাকে। দিন শেষে তাঁরা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত হিসাবের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন না। বিপ্লবকে ব্যবহার করে নিজস্ব প্রভাবের পরিসর বাড়ানোর অতিরিক্ত কোনো সম্ভাবনা দেখেন না তাঁরা এ রকম সময়ে।

বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম ঘটছে না। এমনকি গণ-অভ্যুত্থানের অনেক সংগঠকেরও অভিমুখ এখন সচিবালয়। অথচ এই 'সচিব'-'আলয়' ধারণাই ৫০ বছরের যাবতীয় সংকটের এক গোড়ার জায়গা।

রাষ্ট্রের এ রকম সব 'আলয়ের' এত দিনের 'স্থিতিশীলতায়' জুলাই অভ্যুত্থানের ব্যাঘাত ঘটানোর কথা; ভীতি সৃষ্টি করার কথা। অভ্যুত্থানকে সচিবালয়মুখী না করে পুরো প্রশাসনকে জনগণমুখী করা এ সময়ের চ্যালেঞ্জ। তাতে সফল হলেই কেবল গণ-অভ্যুত্থান 'ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কোটি কোটি দাসের' উৎসবে পরিণত হতে পারে। তার জন্য গণ-অভ্যুত্থানকে অবশ্যই উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তের অসৎ অংশের 'অবাধ্য' হওয়া দরকার। বৈষম্যবিরোধী গণজোয়ার নিশ্চয়ই বৈষম্যকারী ব্যবস্থার প্রতি বিনীত ও উদার হতে পারে না। এটা আত্মঘাতী। এটা বিপ্লব রক্ষার পথ নয়। সে রকম ক্ষেত্রে আধা অবস্থা থেকে বরং পুরো সংবিধানপন্থার দিকে মোড় ঘোরানোই ভালো।

● **আলতাফ পারভেজ** লেখক ও গবেষক

ভূরাজনীতি

সত্যিকারের মুক্তির জন্য ইউক্রেনকে যা করতে হবে

মিখায়েল ইগনাতিয়েফ

দশক তিনেক আগের কথা। আমার রুশ পূর্বপুরুষেরা যেখানে সমাহিত আছেন, ইউক্রেনের সেই গির্জাটির উঠানে আমি এক বৃদ্ধার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ছিলাম। বৃদ্ধা তাঁর হাতের লাঠির ওপর ভর করে বসে ছিলেন। তাঁর মাথায় ছিল কালো ওড়না। আমাদের পেছনের রুশ গির্জাটি আমার প্রপিতামহ তাঁর নিজের জায়গার ওপর নির্মাণ করেছিলেন। সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। আমি যে বৃদ্ধার পাশে বসে ছিলাম, তিনি ছিলেন ওই গ্রামের শেষ ব্যক্তি, যিনি আমাদের পরিবারের কথা স্মরণ করতে পারছিলেন। তিনি আমাকে যখনকার কথা বলছিলেন, তখন তিনি ছিলেন ছয় বা সাত বছরের মেয়ে।

বৃদ্ধা বলছিলেন, তিনি তাঁর অ্যাপ্রোনের কোঁচড়ে করে একবার জাম্বুরা নিয়ে বড় বাড়ির রান্নাঘরে গিয়েছিলেন। আমার দাদির বোন তাঁকে এক চামচ গরম ব্ল্যাকবেরির আচার দিয়েছিলেন। তখন খুব কোলাহলমুখর ছিল বাড়িটা। তারপর একদিন বলশেভিক বিপ্লব এল। আমাদের পরিবার পালাল। গির্জা বন্ধ হলো। সোভিয়েতের লোকজন এসে তাদের শস্য ও ফসল বাজেয়াপ্ত করল। যাঁরা এখানে অবস্থাপন্ন ছিলেন, তাঁদের তারা ধরে নিয়ে গেল। আর সবাইকে অনাহারের মধ্যে ফেলল। স্তালিনের লোকেরা ইউক্রেনের সেসব মানুষকে ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ঘাস খেতে বাধ্য করল, যাঁরা ইউরোপের সবচেয়ে উর্বর মাটিতে চাষ করে বিস্তর ফসল ফলিয়ে গোটা দেশকে সমৃদ্ধ করে রেখেছিলেন।

এরপর এল যুদ্ধ। নাৎসিরা গ্রামের ঘরগুলো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিল এবং স্থানীয় ইহুদিদের হত্যা করল। বৃদ্ধা এসব গল্প আমাকে বলছিলেন। গল্পের শেষ দিকে এসে তিনি তাঁর দুর্বল দেহটি আমার দিকে এলিয়ে দিয়ে হাউমাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। সেই বৃদ্ধার কান্নার শব্দ আমার মন থেকে কখনোই মুছে যায়নি। যখনই সেই শব্দ আমার স্মৃতিতে ফিরে আসে, তখনই আমি বুঝি ইউক্রেনের আজকের সংগ্রাম কিসের জন্য।

এখন পূর্ব ইউক্রেনের পোক্রোভস্কের সেনারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করছে; খারকিভে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িগুলো থেকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা বেসামরিক লোকদের উদ্ধার করছে; কৃষ্ণসাগরে রুশ জাহাজে ইউক্রেনের সেনারা ড্রোন হামলা চালাচ্ছে। একটি নতুন ইতিহাস তৈরির চেষ্টায় তারা এই সবকিছু করছে। তারা যে ইতিহাস সৃষ্টির চেষ্টা করছে, সেটি এমন ইতিহাস নয়, যা সেই বৃদ্ধাকে করুণভাবে কাঁদিয়ে তুলেছিল। আর কোনো বৃদ্ধাকে যাতে আর কোনো দিন সেভাবে কাঁদতে না হয়, সে জন্যই তারা এক বিজয়ের ইতিহাস গড়তে চাইছে।

ইউক্রেনের মানুষের জন্য এই যুদ্ধ কেবল বর্তমানের যুদ্ধ নয়, এটি তাদের ইতিহাসের অত্যাচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে একটি দীর্ঘ সংগ্রামের অংশ। এটিই আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারছি না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণ ইউক্রেনের সংগ্রাম থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত এখানে যে-সংখ্যক হত্যাকাণ্ড হয়েছে, তা অবিশ্বাস্য মনে হয়। এটা কি সত্যিই সম্ভব যে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত পাঁচ লাখ রুশ এবং প্রায় সমানসংখ্যক ইউক্রেনীয় হতাহত হয়েছে? অনেকের কাছে এই মৃত্যুগুলো যেন অন্য কোনো গ্রহে ঘটছে বলে মনে হচ্ছে।

ইউক্রেনের বিজয়ের ওপর আমাদের নিরাপত্তা নির্ভর করছে বলে আমাদের রাজনীতিবিদেরা দাবি করলেও ইউক্রেনের বিজয়ের সম্ভাবনাকে বিমূর্ত, দুর্বল ও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। যদি ইউক্রেনীয়রা সত্যিই আমাদের জন্য লড়াই করছে বলে ধরে নিই, তাহলে আমরা এটিও ধরে নেব যে তাঁরা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই চালাচ্ছে। ইউক্রেন এখন তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য লড়াই করছে, যাতে তারা নিজেদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং অতীতের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে।

ইউরোপের অন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদের উপনিবেশগুলো ছেড়ে দিলেও রাশিয়া এখনো তার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব বজায় রেখেছে। এটি ইউক্রেনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বের জনগণ এবং রাজনীতিবিদেরা এই লড়াইয়ের গুরুত্ব ঠিকমতো অনুধাবন করছে না। যুদ্ধের বিধ্বংসী ফলাফল এবং এর ফলে ঘটমান বিপুল প্রাণহানি তাদের কাছে অবাস্তব মনে হচ্ছে। অথচ ইউক্রেনের এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই। সাম্রাজ্যবাদ এবং তার প্রভাব এখনো আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়। অতীতে সাম্রাজ্যবাদের যে বিষ তৈরি হয়েছিল, তা এখনো আমাদের সমাজ ও রাজনীতিকে বিষাক্ত করছে। অনেক দেশ, বিশেষত যেসব দেশ একসময় উপনিবেশ ছিল, তাদের জন্য সাম্রাজ্যবাদী গৌরবের নস্টালজিয়া বা হারানো মহিমার প্রতি আকর্ষণ আজও রাজনৈতিকভাবে ক্ষতি ডেকে আনছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কথাই ধরা যাক। যুক্তরাষ্ট্রের কোথাও কোনো উপনিবেশ ছিল না, তবে তাদের বৈশ্বিক আধিপত্য ছিল অত্যন্ত বেশি। সেই আধিপত্য হারানোকে মর্যাদার স্খলন হিসেবে তুলে ধরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থিতার প্রচারণায় এই পুরোনো অনুভূতিগুলোকে উসকে দেওয়া হয়েছে। তাঁর নির্বাচনী স্লোগানে বলা হয়েছে, 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' বা 'আমেরিকাকে আবার মহান করো'। এই স্লোগান আসলে অতীতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার শীর্ষ অবস্থান এবং মহিমার জন্য জনগণের নস্টালজিয়াকে কাজে লাগানোর একটি কৌশল। ট্রাম্পের প্রচারণা অতীতের গৌরবকে ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার করে মূলত জনগণকে বিভ্রান্ত করছে।

যদি আপনি দেশে সত্যিকারের গণতন্ত্র আনতে চান, তাহলে আপনাকে সাম্রাজ্যবাদের ক্ষতিকর নস্টালজিয়া থেকে মুক্ত হতে হবে। যতক্ষণ না তা করবেন, আপনার গণতান্ত্রিক রাজনীতি অলীক স্বপ্নে ভেসে যাবে। স্পেনের ঐতিহাসিকেরা আমাকে বলেছেন, কিউবা ও ফিলিপাইন হাতছাড়া হওয়ার মধ্য দিয়ে স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের শেষ পরাজয় ঘটেছিল এবং সেই হারানোর অনুভূতিই স্পেনকে পরে ফ্রাঙ্কোর কর্তৃত্ববাদী শাসনের দিকে ঠেলে দেয়। এর ফলে স্পেনে গণতন্ত্র আসতে দুই প্রজন্ম দেরি হয়।

এই মারাত্মক রোগটার বিরুদ্ধে ইউক্রেন লড়াই করছে। যখন ইউক্রেনের নাগরিকেরা বলে, তারা ইউরোপে যোগ দিতে চায়, তার আসল অর্থ দাঁড়ায়, তারা তাদের মনমানসিকতা ও আত্মা থেকে সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করতে চায়। তার অর্থ দাঁড়ায়, তারা স্বাধীন মানুষ হিসেবে বাঁচতে চায় এবং এমন এক অতীত থেকে মুক্ত হতে চায়, যা মনে করে সেই বৃদ্ধা ব্যথায় অঝোরে কেঁদেছিলেন।

সব ধরনের সাম্রাজ্যবাদী নস্টালজিয়ারই মূলোৎপাটন করা উচিত; এমনকি মিষ্টি অতীতের নস্টালজিয়াও। এসব সাম্রাজ্যবাদী আমলের মিষ্টি স্মৃতিরোমন্থনও ক্ষতিকর। এ কারণে একটি স্বাধীন ইউক্রেনকে পুরোনো রাশিয়ার স্মৃতির সঙ্গে মীমাংসা করতে হবে।

PROJECT SYNDICATE
A WORLD OF IDEAS

রাশিয়ার হামলায় ইউক্রেনের বিরাট একটা অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ছবি : রয়টার্স

● **মিখাইল ইগনাতিয়েফ** ইতিহাসের অধ্যাপক এবং ভিয়েনায় অবস্থিত সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেক্টর

স্বত্ব : **প্রজেক্ট সিন্ডিকেট**, অনুবাদ : **সারফুদ্দিন আহমেদ**

ধর্ম

অপচয় ও মিতব্যয়িতার ইসলামি বিধান

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম, মানবতার ধর্ম। ইসলাম মানবজীবনের সব ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ বিধান দিয়েছে। শক্তি-সামর্থ্য, অর্থসম্পদ ও সময়-সুযোগ, যা আমরা ব্যয় করি, বিনিয়োগ করি বা কাজে লাগাই।

এর সব কটিতেই মিতব্যয় ও মধ্যপন্থা অবলম্বন দুনিয়ার শান্তি ও পরকালে মুক্তির জন্য অপরিহার্য। কোনো কিছুতেই বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘন অনুমোদিত নয়।

মধ্যপন্থা ও মিতব্যয় মুমিনের গুণ। মুসলমানরা কৃপণতা ও অপব্যয় থেকে মুক্ত থাকবেন। কোরআন করিমে বলা হয়েছে, 'আত্মীয়স্বজনকে তার হক দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। আর কিছুতেই অপব্যয় কোরো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। তুমি একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না, তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।' (সুরা-১৭ ইসরা, আয়াত : ২৬-২৯)। 'এমনিভাবে আমি তোমাদের মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাহায্যকারী ও সাক্ষী হতে পারো।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত : ১৪৩)

অপচয় করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা আহার করো এবং পান করো; কিন্তু অপচয় কোরো না; তিনি (আল্লাহ) অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।' (সুরা-৭ আরাফ, আয়াত : ৩১)

'দয়াময় আল্লাহর তো তারাই, যারা অপব্যয় করে না, আবার কৃপণতাও করে না। তাদের পন্থা হয় এই উভয়ের মধ্যবর্তী।' (সুরা-২৫ ফুরকান, আয়াত : ৬৭)

হালাল রিজিক ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত এবং হালাল উপার্জন ফরজ ইবাদত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'হালাল উপার্জনের সন্ধান অন্যান্য ফরজের পর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ।' (বায়হাকি : ৬১২৮)

জীবনের সব ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। রিয়া প্রদর্শন ও অহংকার করা যাবে না। এমনকি প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অহংকারে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা কোরো না, পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ কোরো না; নিশ্চয় আল্লাহ উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। সংযতভাবে পদচারণ করো এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করো; নিশ্চয় গর্দভের স্বরই সবচেয়ে অপ্রীতিকর।' (সুরা-৩১ লুকমান, আয়াত : ১৮-১৯)। 'আর তুমি দম্ভভরে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ কোরো না, নিশ্চয় তুমি পাদবিক্ষেপে মৃত্তিকা বিদীর্ণ করতে পারবে না; আর পর্বতপ্রমাণ উচ্চতায় পৌঁছাতে পারবে না।' (সুরা-১৭ ইসরা, আয়াত : ৩৭)

আমাদের আচার-আচরণে, আয়-উপার্জনে, ব্যয়ে ও দানে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। পিতা-মাতা, ভাইবোন ও স্ত্রী-সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় করতে হবে। আত্মপ্রচার ও রিয়া প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করা অন্যায়

একদা রাসুলুল্লাহ (সা.) হজরত সাআদ (রা.)-কে অজুর মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যয় করতে দেখে বললেন, 'হে সাআদ! অপচয় করছ কেন?' সাআদ (রা.) বললেন, "অজুতেও কি অপচয় হয়?" নবীজি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। প্রবহমান নদীতে বসেও যদি তুমি অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করো, তা অপচয়।' (ইবনে মাজাহ : ৪২৫)

মিতব্যয়ীদের মহান আল্লাহ দারিদ্র্যমুক্ত জীবন দান করবেন। নবী কারিম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী, 'যে ব্যক্তি পরিমিত ব্যয় করে, সে নিঃস্ব হয় না।' (মুসনাদে আহমাদ : ৭/৩০৩)। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয়ে পরিমিতবোধের চর্চা করবে, অনটন তার নাগাল পাবে না।

ইসলামের এই মহান শিক্ষা যথাযথ অনুসরণ না করার কারণেই আজ আমাদের অনেকে উপার্জনের কাঙ্ক্ষিত সুফল থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

তাই আমাদের আচার-আচরণে, আয়-উপার্জনে, ব্যয়ে ও দানে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। পিতা-মাতা, ভাইবোন ও স্ত্রী-সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় করতে হবে। আত্মপ্রচার ও রিয়া প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করা অন্যায়।

রোজ হাশরে বিচারের দিনে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক কদমও নড়তে পারবে না। জীবন কী কাজে ব্যয় করেছে, যৌবনে কী ইবাদত করেছে, কোন পথে আয় করেছে, কোন পথে ব্যয় করেছে এবং বিবেক বা জ্ঞান অনুসারে আমল করেছেন কি না। (তিরমিজি : ৪/৬১২, মিশকাত : ৫১৯৭, সহিহ আলবানি)

হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা) পাঠ করো, আজ তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য তুমিই যথেষ্ট।' (সুরা-১৭ ইসরা, আয়াত : ১৪)

● **মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী**
যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি; সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম
smusmangonee@gmail.com

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জনক হলেন জার্মান অর্থনীতিবিদ ক্লাউস শোয়াব। তিনিই প্রথম 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লব' শব্দটি ব্যবহার করেন।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৭

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : বিদেশি বণিকদের আগমন ঘটেছিল মূলত কী উদ্দেশ্যে?
উত্তর : বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে।
প্রশ্ন : নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন কত সালে?
উত্তর : ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন।
প্রশ্ন : ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ কোনটি?
উত্তর : ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ।
প্রশ্ন : ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন কে?
উত্তর : ফকির মজনু শাহ।
প্রশ্ন : কোন হিন্দু ব্রাহ্মণ মজনু শাহর সঙ্গে নেতৃত্ব দেন?
উত্তর : ভবানী পাঠক।
প্রশ্ন : ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন কত সালে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে?
উত্তর : ১৭৬৩ সালে।
প্রশ্ন : ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত একেকটি অভিযানে কতসংখ্যক মানুষ অংশ নিত?
উত্তর : ৫ থেকে ৫০ হাজার।
প্রশ্ন : মুসা শাহ, পরাগল শাহ, কৃপানাথ শ্রীনিবাস প্রমুখরা কোন আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন?
উত্তর : ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন।
প্রশ্ন : ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থ ও সম্পদ লুটপাটের ফলে সংঘটিত দুর্ভিক্ষ কী নামে পরিচিত?
উত্তর : ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।
প্রশ্ন : ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ইংরেজি কত সালে সংঘটিত হয়?
উত্তর : ১৭৭০ সালে।
প্রশ্ন : ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে কত ভাগ মানুষ মারা যায়?
উত্তর : এক-তৃতীয়াংশ মানুষ।
প্রশ্ন : কৃষকেরা নীল চাষ করতে অস্বীকার করে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, তার নাম কী?
উত্তর : নীলকর বিদ্রোহ।
প্রশ্ন : নীল বিদ্রোহ শুরু হয় কত সালে?
উত্তর : ১৮৫০ সালের দিকে।
প্রশ্ন : কৃষকদের নীল চাষ করাতে ইংরেজরা জোর করে অগ্রিম যে অর্থ প্রদান করত, তাকে কী বলা হয়?
উত্তর : দাদন।
প্রশ্ন : ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলা কত সালে সংঘটিত হয়?
উত্তর : ১১৭৬ সালে।
প্রশ্ন : গ্রামের কৃষকদের সংগঠিত করে কে জমিদার ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন?
উত্তর : তিতুমীর।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

রণজিৎ কুমার শীল, *সিনিয়র শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ২

 # এক কথায় উত্তর

১. 2, 2, 2, 2,..... অনুক্রমটির নাম কী?
২. কোনো অনুক্রমের nতম পদ $\frac{1-(-1)^n}{2}$ হলে, এর যেকোনো জোড় পদের মান কত?
৩. 16+4+1+..... ধারাটির পরবর্তী পদ কত?
৪. 0, 1, 1, 2, 3, 5,... অনুক্রমটির ৭ম পদ কত?
৫. $s_9 = \frac{a(r^9-1)}{r1}$ সূত্রটিতে r দ্বারা কী বোঝায়?
৬. $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}$,.... অনুক্রমের সাধারণ অনুপাত কত?
৭. $\frac{5}{6}, \frac{10}{11}, \frac{15}{16}$.... অনুক্রমটির সাধারণ পদ কত?
৮. গুণোত্তর ধারার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্রটি লেখো। (যখন r<1)
৯. -1, 2, 5, 8, 11,...অনুক্রমটির ৬ষ্ঠ পদ কত?
১০. x+6, x+12, x+15 একটি গুণোত্তর অনুক্রম হলে x এর মান কত?
১১. গাউসের সূত্র ব্যবহার করে 20টি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি কত হবে?
১২. 3+m+n+81+..... ধারাটির সাধারণ অনুপাত কত?

১৩. -13,-4,5,14..... অনুক্রমটির ৬ষ্ঠ পদ কত?
১৪. প্রথম 25টি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি কত?
১৫. $\frac{-2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{-4}{5}$,.....অনুক্রমটির সাধারণ পদ কত?
১৬. $ar+ar^3+ar^5+$.....ধারাটির nতম পদ কত?
১৭. n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টির সূত্রটি লেখো।
১৮. $6+3+\frac{3}{2}+$.....ধারাটির অসীমতক সমষ্টি কত?
১৯. -77-72-67..... ধারাটির দশম পদ কত?
২০. সমান্তর ধারার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্রটি লেখো।
২১. 7x+3, 5x+12, 2x-1 একটি সমান্তর অনুক্রম হলে x এর মান কত?
২২. 2x+3, 3x+2, 4x+1,....সমান্তর অনুক্রমটির পরবর্তী পদ কী?
২৩. একটি সমান্তর অনুক্রমের তৃতীয় পদ 13 এবং পঞ্চম পদ 21 হলে অনুক্রমটির অষ্টম পদ কত?
২৪. $1, \frac{1}{4}, \frac{1}{16}, \frac{1}{64}$,..... অনুক্রমটির সাধারণ পদ কত?
২৫. 4+p+q+32 গুণোত্তর ধারাভুক্ত হলে (p^2+q^2) এর মান কত?

উত্তর

১. ধ্রুবক অনুক্রম, ২. শূন্য (০), ৩. 1/4,
৪. 8 (আট), ৫. সাধারণ অনুপাত,
৬. (-1/2), ৭. $\frac{5n}{5n+1}$,
৮. $a.(\frac{1-r^n}{1-r})$, [r<1],
৯. 14, ১০. (-18),
১১. $\frac{20(20+1)}{2} = 210$,
১২. 3, ১৩. 32, ১৪. 325,
১৫. $(-1)^n \frac{n+1}{n+2}$,
১৬. ar^{2n-1},
১৭. $Sn = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$,
১৮. 12, ১৯. (-32),
২০. $Sn = \frac{n}{2}\{2a+(n-1)d\}$,
২১. -23, ২২. 5x, ২৩. 33, ২৪. 2^{2-2n},
২৫. 320।

ষষ্ঠ শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

আমিনুল ইসলাম, *প্রভাষক*
উত্তরা মডেল স্কুল, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ২, অধ্যায় ১

 # সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

প্রশ্ন : গবেষণা কাকে বলে?
উত্তর : সত্য অনুসন্ধান বা কোনো প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়াকে গবেষণা বলা হয়। বস্তুত গবেষণা একধরনের জ্ঞান অন্বেষণ, যা বিশেষ যুক্তিপূর্ণ নীতিমালার দ্বারা পরিচালিত হয়।
প্রশ্ন : তথ্য কী?
উত্তর : অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় কিছু জানার জন্য উপযুক্ত মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে, নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করে বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, সে বিষয়ের যে বৈশিষ্ট্য জানা যায়, তা-ই হলো তথ্য।
প্রশ্ন : তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বা কৌশল বলতে কী বোঝ?
উত্তর : যে উপায়ে আমরা তথ্য সংগ্রহ করি, তাই তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বা কৌশল। যেমন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ, জরিপ পরিচালনা করা, পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বা কৌশল।
প্রশ্ন : তথ্য সংগ্রহের উপকরণ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : গবেষক তাঁর গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য যেসব উপকরণ ব্যবহার করেন, তা-ই তথ্য সংগ্রহের উপকরণ। যেমন সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য তথ্যদাতাকে লিখিত প্রশ্নমালা দেওয়া হয়। তিনি এতে লিখে উত্তর দিতে পারেন। এই 'লিখিত প্রশ্নমালা' হলো তথ্য সংগ্রহের একটি উপকরণ।
প্রশ্ন : দলগত গবেষণায় দলীয় আলোচনা কেন গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর : অনুসন্ধান বা গবেষণা প্রক্রিয়ায় কোনো একটি ইস্যু বা বিষয়বস্তু নিয়ে একদল শিক্ষক, একদল শিক্ষার্থী বা সমগোত্রীয় ব্যক্তিদের আলোচনা থেকে নির্দিষ্ট বিষয়ে অনুসন্ধানের নানা তথ্য উঠে আসে। তাই গবেষণায় দলীয় আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ।
প্রশ্ন : অনুসন্ধানের সময় উত্তরদাতার সঙ্গে যা করণীয় এমন দুটি কাজ লেখো।
উত্তর : অনুসন্ধানের সময় উত্তরদাতার সঙ্গে করণীয় এমন দুটি কাজ হলো ক. প্রশ্নমালার উত্তর দিতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে, তা উত্তরদাতাকে আগেই জানানো এবং খ. কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে, তা জানানো।
প্রশ্ন : সামাজিক পরিবর্তন কাকে বলে?
উত্তর : সাধারণ অর্থে পরিবর্তন বলতে যেকোনো ধরনের রূপান্তরকে বোঝায়। আর সামাজিক পরিবর্তন বলতে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনকে বোঝায়। সমাজ কাঠামোর ভিত্তি হলো মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক। তাই সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ হলো সংঘবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন।
প্রশ্ন : আমাদের দেশে গত ৩০ বছরে মানুষের খাদ্যাভ্যাসে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে?
উত্তর : আমাদের দেশে গত ৩০ বছরে মানুষের খাদ্যাভ্যাসে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে মানুষের খাবারে বৈচিত্র্য বেড়েছে। মানুষ এখন ফাস্ট ফুড ও দেশি-বিদেশি নানা ধরনের খাবার খেতে অভ্যস্ত হচ্ছে, যা আগে ছিল না। আগে মানুষ মূলত ঘরে তৈরি খাবার খেয়েই জীবন ধারণ করত।
প্রশ্ন : সামাজিক পরিবর্তনের দুটি উদাহরণ দাও।
উত্তর : সামাজিক পরিবর্তনের দুটি উদাহরণ হলো ক. নারীদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়া; খ. প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে শিক্ষা গ্রহণ-সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড বদলে যাওয়া।

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি-৮

সাধারণ জ্ঞান

মো. আফলাতুন, *সহযোগী অধ্যাপক*
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

 # পরিবেশ-সম্পর্কিত

প্রশ্ন : বর্তমানে (২০২৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্য কয়টি?
উত্তর : ২৮টি।
প্রশ্ন : বর্তমানে প্রথম বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্য কোনটি?
উত্তর : জামদানি শাড়ি।
প্রশ্ন : বাংলাদেশের সবশেষ (৩৭তম) নদীবন্দরের নাম কী?
উত্তর : গাজীপুর নদীবন্দর।
প্রশ্ন : বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রপ্তানি বাজার কোথায়?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ প্রথম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে কবে?
উত্তর : ১৯৮৮ সালে।
প্রশ্ন : বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী টেলিস্কোপের নাম কী?
উত্তর : জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ।
প্রশ্ন : মহাজাগতিক মেঘের কেন্দ্রে কোন নবীন নক্ষত্রের জন্ম হচ্ছে?
উত্তর : প্রোটোস্টার এল ১৫২৭।
প্রশ্ন : 'টেসলা' কী?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের একটি গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান।
প্রশ্ন : দক্ষিণ আফ্রিকার মুদ্রার নাম কী?
উত্তর : র‍্যান্ড।
প্রশ্ন : 'ওপেক' কী?
উত্তর : তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর জোট।
প্রশ্ন : SDG তে ক্লিন এনার্জির (পরিবেশবান্ধব জ্বালানি) বিষয়ে কোথায় বলা আছে?
উত্তর : ৭ নম্বর লক্ষ্যে।
প্রশ্ন : মৌলিক রং কয়টি?
উত্তর : লাল, নীল ও সবুজ।
প্রশ্ন : 'ব্ল্যাকবক্স' কোথায় থাকে?
উত্তর : উড়োজাহাজে।
প্রশ্ন : প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলা হয় কাকে?
উত্তর : রাইবোজোমকে।
প্রশ্ন : ডায়াবেটিস রোগ হয়ে কিসের অভাবে?
উত্তর : ইনসুলিনের অভাবে।
প্রশ্ন : বর্তমানে সড়ক নিরাপত্তায় বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ দেশ কোনটি?
উত্তর : অ্যান্টিগুয়া।
প্রশ্ন : পৃথিবীর কোথায় দিন-রাত্রি সর্বত্র সমান?
উত্তর : নিরক্ষরেখায়।

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

হিসাববিজ্ঞান
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মুহাম্মদ আলী, *সিনিয়র শিক্ষক*
মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ২

৩৬. প্রতিটি লেনদেন প্রভাবিত করে—
i. দুটি হিসাব খাতকে
ii. হিসাব সমীকরণকে
iii. আর্থিক অবস্থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৭. মালিকানাস্বত্ব হলো—
i. মোট সম্পদের ওপর মালিকের দাবি
ii. তৃতীয় পক্ষের অধিকার
iii. হিসাবের একটি প্রকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৮. স্বত্বাধিকার বলতে বোঝায়—
i. মূলধন ii. মুনাফা
iii. সাধারণ সঞ্চিতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৯. ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের স্বাক্ষর থাকে নিচে কোন ব্যবসায়িক দলিলে?
ক. চালান খ. ভাউচার
গ. ডেবিট নোট ঘ. ক্যাশমেমো

৪০. চালান কে প্রস্তুত করেন?
ক. উৎপাদনকারী খ. পাওনাদার
গ. ক্রেতা ঘ. বিক্রেতা

৪১. 'বেতন প্রদান ৪৫,৭০০ টাকা'—এই লেনদেনের উৎস দলিল কোনটি?
ক. ক্যাশমেমো খ. ভ্যাট চালান
গ. ডেবিট ভাউচার ঘ. ক্রেডিট ভাউচার

৪২. চালানে কোনটি দেখানো হয় না?
ক. মালের বিবরণ
খ. নগদ বাট্টা
গ. প্রাপকের ঠিকানা
ঘ. টাকার অঙ্ক

৪৩. চালানে দেখানো হয় কোন বাট্টা?
ক. নগদ খ. প্রদত্ত
গ. প্রাপ্ত ঘ. কারবারি

৪৪. চালান তৈরি করার দায়িত্ব কার?
ক. বিক্রেতার খ. ক্রেতার
গ. মধ্যস্থ কারবারির
ঘ. সরকারের

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ২ : ৩৬. ঘ ৩৭. খ ৩৮. ঘ ৩৯. ঘ ৪০. ঘ ৪১. গ ৪২. খ ৪৩. ঘ ৪৪. ক

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, *প্রভাষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৪

১৭. শশাঙ্কের ধর্ম কী ছিল?
ক. জৈন খ. শৈব
গ. হিন্দু ঘ. বৌদ্ধ

১৮. মৌখরীরাজ গ্রহবর্মণকে পরাজিত করেন কে?
ক. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ. শশাঙ্ক
গ. দেবগুপ্ত ঘ. সমুদ্রগুপ্ত

১৯. স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের অবস্থান ছিল—
i. পুণ্ড্রনগরের পূর্বে
ii. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায়
iii. পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২০. বাংলায় শশাঙ্কের মৃত্যুর পর কত বছর অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চলেছিল?
ক. প্রায় ৮০ বছর খ. প্রায় ৯০ বছর
গ. প্রায় ১০০ বছর ঘ. প্রায় ১১০ বছর

২১. 'মাৎস্যন্যায়'-এর অবসান ঘটে কত শতকের মাঝামাঝি?
ক. সপ্তম খ. অষ্টম
গ. নবম ঘ. দশম

২২. কোন বংশের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলায় নতুন যুগের সূচনা হয়?
ক. পাল খ. গুপ্ত
গ. সেন ঘ. পুণ্ড্র

২৩. পাল ও সেন বংশীয় রাজাদের আমলে বঙ্গে কোনটি পরিলক্ষিত হয়?
ক. দুর্ভিক্ষ
খ. বঙ্গের আয়তন সংকোচন
গ. বঙ্গের আয়তন বৃদ্ধি
ঘ. সাহিত্যের উন্নয়ন

২৪. পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন কে?
ক. শশাঙ্ক খ. গোপাল
গ. মহীপাল ঘ. সৌমিত্র

২৫. দয়িতবিষ্ণু ছিলেন কে?
ক. গোপাল খ. গোপালের পিতা
গ. ধর্মপাল ঘ. গোপালের পিতামহ

২৬. পাল বংশের স্থায়ীত্ব ছিল কত বছর?
ক. প্রায় ১০০ বছর
খ. প্রায় ২০০ বছর
গ. প্রায় ৩০০ বছর
ঘ. প্রায় ৪০০ বছর

২৭. দীর্ঘকাল বাংলা শাসন করে কোন রাজবংশ?
ক. মৌর্য রাজবংশ খ. গুপ্ত রাজবংশ
গ. পাল রাজবংশ ঘ. সেন রাজবংশ

২৮. ধর্মপালের শাসনকাল কোনটি?
ক. ৭৮০—৮২০ খ্রিষ্টাব্দ
খ. ৭৮১—৮২১ খ্রিষ্টাব্দ
গ. ৭৮২—৮২২ খ্রিষ্টাব্দ
ঘ. ৭৮৩—৮২৩ খ্রিষ্টাব্দ

২৯. প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে অন্যতম কে ছিলেন?
ক. গোপাল খ. ধর্মপাল
গ. দেবপাল ঘ. মহীপাল

৩০. 'ত্রি-শক্তির সংঘর্ষ' বলে পরিচিত প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয় কে?
ক. ধর্মপাল খ. ব্রহ্মরাজ
গ. নাগভট্ট ঘ. বিজয় সেন

৩১. ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী ছিল?
ক. বর্মণ খ. দেবপাল
গ. ঋগবেদ ঘ. গর্গ

৩২. সোমপুর বিহার কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. পাবনা খ. নওগাঁ
গ. ঢাকা ঘ. রংপুর

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ১৭. খ ১৮. গ ১৯. গ ২০. গ ২১. খ ২২. ক ২৩. গ ২৪. খ ২৫. ঘ ২৬. ঘ ২৭. গ ২৮. খ ২৯. খ ৩০. ক ৩১. ঘ ৩২. খ

আগামীকাল থাকবে

- **নবম শ্রেণি :** ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ইংরেজি
- **ষষ্ঠ শ্রেণি :** গণিত
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** হিসাববিজ্ঞান, বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, কৃষিশিক্ষা
- **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা :** সাধারণ জ্ঞান
- **নোটিশ বোর্ড :** ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের তারিখ সম্পর্কে তথ্য

কৃষিশিক্ষা
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. আবু সুফিয়ান, *শিক্ষক*
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ১

১০০. বৃষ্টি কম হলে মাটিতে গভীর চাষ দেওয়া অনুচিত কেন?
ক. আর্দ্রতা কমে যায়
খ. উর্বরতা হ্রাস পায়
গ. অণুজীবের কার্যকারিতা হ্রাস পায়
ঘ. জমি কর্দমাক্ত হয়ে যায়

১০১. জমি প্রস্তুতির সঙ্গে জড়িত—
i. জমি চাষ
ii. মই দেওয়া
iii. সার প্রয়োগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১০২. ভূমিকর্ষণের ফলে—
i. মাটিতে সহজেই বায়ু চলাচল করতে পারে
ii. ওপরের মাটি নিচে আসে
iii. মাটিতে অণুজীবের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১০৩. ভূমিকর্ষণের উদ্দেশ্য—
i. পানি বাষ্পায়িত করা
ii. উঁচু-নিচু জমি সমতল করা
iii. মাটির পানির ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১০৪. মাটিতে জৈব পদার্থ বেশি থাকলে—
i. মাটির কণা দানাদার ও সংযুক্ত হয়
ii. সহজে অঙ্কুরোদ্গম হয়
iii. বীজের অবস্থান ভালো থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১০৫. জমি প্রস্তুতকরণ নির্ভর করে—
i. মাটির প্রকারভেদের ওপর
ii. মাটির জৈব পদার্থ ও রসের ওপর
iii. ফসলের প্রকারের ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১০৬. কত ভাগে ভূমিক্ষয়কে ভাগ করা হয়?
ক. ২ ভাগে খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে ঘ. ৫ ভাগে

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ১ : ১০০. ক ১০১. ঘ ১০২. ঘ ১০৩. গ ১০৪. ঘ ১০৫. খ ১০৬. ক

নোটিশ বোর্ড

ইমদাদ-সিতারা খান ফাউন্ডেশন

এইচএসসি শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির সুযোগ

■ ইমদাদ-সিতারা খান ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্পন্দনবি ২০২৪ সালে এসএসসি (বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য) পরীক্ষায় পাস করে বর্তমানে এইচএসসি (শিক্ষাবর্ষ ২০২৪-২০২৫) বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য শাখায় পড়াশোনা করা মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের 'ইমদাদ-সিতারা খান' বৃত্তি প্রদান করবে।

আবেদনের শেষ তারিখ
২৪ নভেম্বর ২০২৪।

আবেদনের যোগ্যতা
এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগের জন্য চতুর্থ বিষয় ছাড়া জিপিএ ৪.৮০ এবং মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের জন্য চতুর্থ বিষয় ছাড়া জিপিএ ৪.৫০ থাকতে হবে। দৃষ্টি বা শারীরিক প্রতিবন্ধী বা স্বাভাবিক জীবন যাপনে সক্ষম নয় এমন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সব বিভাগে জিপিএ ৪.০০ থাকতে হবে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে যেসব তথ্য অবশ্যই যুক্ত করতে হবে
১. বর্তমানে পড়াশোনা করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের প্রমাণপত্র/প্রত্যয়নপত্রের ফটোকপি (প্রতিষ্ঠানের প্রধান/বিভাগীয় প্রধান/হল সুপার/প্রভোস্ট কর্তৃক সত্যায়িত)।
২. পরীক্ষা পাসের (সব) মার্কশিট/ট্রান্সক্রিপ্টের ফটোকপি (পড়াশোনা করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের সত্যায়িত)।
৩. সাম্প্রতিক তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি (অধ্যয়নরত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের সত্যায়িত)।
৪. আবেদনকারী কেন নিজেকে এই বৃত্তির যোগ্য মনে করেন ২৫০-৩৫০ শব্দে তার বর্ণনা (নিজ হাতে বাংলায় লিখিত)।
৫. পাঠ্যক্রমবহির্ভূত কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলে প্রমাণপত্র/প্রত্যয়নপত্রের ফটোকপি (অধ্যয়নরত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের সত্যায়িত)।
৬. প্রার্থীর দেওয়া তথ্যে কোনো রকম অসংগতি অথবা কারও সঙ্গে মিল বা নকল পাওয়া গেলে আবেদনটি বাতিল করা হবে।
৭. শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সনদ বা পরিচয়পত্র দাখিল করতে হবে।

আবেদনপত্র জমার ঠিকানা
স্পন্দনবি বাংলাদেশ অফিস, বাসা-৭/২, শ্যামলছায়া-১, ফ্ল্যাট-বি/২, গার্ডেন স্ট্রিট, রিং রোড, শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট : www.spaandanb.org

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ রামপুরা টিভি সেন্টার-সংলগ্ন নির্মাণাধীন প্রকল্পে ১০৫০ হইতে ১৪৭০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বুকিং চলছে। রয়েল হাউজিং। মোবাইল: ০১৮৪১-৫১৭৭২০, ০১৭১৭-৫৪৮১৭২। মহাবু-৬০২৭৬৫

✸ হলিফ্যামিলি হাসপাতালের পেছনে ইস্কাটন গার্ডেন রোড সংলগ্ন, ১৪১ নিউ ইস্কাটন রোড, নজরুল একাডেমীর পশ্চিম পার্শ্বে ১২২০ ও ১২০০ বর্গফুটের ২টি ফ্ল্যাট সাশ্রয় মূল্যে বিক্রয় হবে। ফিনিশিংয়ের কাজ চলছে। ০১৭১১৫৩২৬৬৩, ০১৯৭৬৮৭১১৮৭। মিবু-৬০২৭৫০

পাত্র চাই

✸ সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে ও/এ লেভেলে করা নর্থ সাউথ থেকে মাস্টার্স পাত্রীর জন্য (৩৩-৫´-১´´) পাত্র চাই। বিদেশি/বিপত্নীক পাত্র অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ৪০ উর্ধ্বে পাত্র চলবে। শুধু অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন: ০১৮৭৭৫২৯৬৮২। ডি-৬০২৮৩৫

✸ ঢাকার অভিজাত এলাকার স্থায়ী সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সুন্দরী (৫´-৩´´+২৯) শর্ট ডিভোর্সী বিবিএ (এনএসইউ) অধ্যয়নরত পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। সরাসরি অভিভাবক: ০১৬৭৩-১৭৭৫৪২। মহাবু-৬০২৭৫৩

✸ সম্ভ্রান্ত পরিবারের ঢাকায় সেটেল মাস্টার্স প্রতিষ্ঠিত চাকুরীজীবী সুন্দরীর (৫´-৩´´+৩৮) চাকরিজীবী-ব্যবসায়ী-প্রবাসী সদস্য ফি নিষ্প্রয়োজনে। ঘটক চাঁন ভাই। +৮৮০১৮১৫৭৭৭৮৮০। উবু-৬০২৮১৯

✸ ঢাকায় স্থায়ী উচ্চপদস্থের কন্যা বিএসসি (ইইই) ইঞ্জিনিয়ার আইইউটি, চাকরিরত মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী (৫´-৫´´-২৪) সুদর্শনা সুন্দরীর দেশ-বিদেশের উপযুক্ত। ০১৭১৯০৩৭৩৬৫। সি-৬০২৭৩৫

✸ ঢাকায় স্থায়ী একমাত্র সন্তান ৫´-৪´´ (এসএসসি-৯৮) উচ্চশিক্ষিত চাকরিরত পাত্রীর জরুরি পাত্র চাই। সরাসরি পিতা-০১৯১২২৪৫০৭২, shamsul72huda@gmail.com টিবু-৬০২৮৭২

✸ ঢাকায় স্থায়ী অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র অফিসারের মেয়ে এমবিএ সুশ্রী (৫´-৪.৫´´) পাত্রীর জন্য আর্মি, ব্যবসায়ী, ইঞ্জি., ডা. চাকরিজীবী ঢাকায় স্থায়ী (৫´-৭´´) ২৯-৩৩ পাত্র চাই। ০১৯১১৯২১৯২১। টিবু-৬০২৮৩১

✸ সেনাবাহিনীর মেজর/ডাক্তার (৫´-৪´´, এসএসসি-০৫) পাত্রীর জন্য বাংলাদেশি/বিদেশি ডাক্তার/জজ পাত্র চাই। ফেনীর অগ্রাধিকার। নো মিডিয়া সরাসরি বড় ভাই: ০১৭২৮৭৫৬০৪০। টিবু-৬০২৬৩৪

✸ ঢাকায় স্থায়ী ব্যাংক কর্মকর্তা পিতার সুন্দরী কন্যা উপপরিচালক প্রাইম মিনিস্টার অফিস (৫´-৫´´+৩৪) শর্ট ডিভোর্সি সুশিক্ষিত উপযুক্ত পাত্র। ০১৭৪৪২৭৮২৭২। ডি-৬০২৮৯৯

✸ বাবা মেজর (স্বামী মৃত) সিনিয়র লেকচারার সিকদার মেডিকেল এমবিবিএস (বারডেম) অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড (৩০+৫´-৫´´), ফর্সা সুন্দরীর দেশের/সিটিজেন পাত্র আর্জেন্ট। ০১৯৩৯৫০০৭০৯। যাবু-৬০২৭৩৯

✸ ঢাকায় সেটেল্ড ফার্মাসিস্ট (নর্থসাউথ (২৩+৫´-৪´´) সুন্দরী নামাজি পাত্রীর দেশে-বিদেশি পাত্র চাই। অভিভাবক: ০১৫৫২৩০৮০০২। ইমেইল: noorejannatbd@gmail.com সি-৬০২৬৬২

✸ ঢাকায় স্থায়ী, ডাক্তার পিতা-মাতার সুন্দরী কন্যা (এমবিবিএস ও প্ল্যাব) পাস, ইউকে-এর এনএইচ.এস-এ রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত ঢাকায় হাসপাতালে চাকুরীত পাত্রীর (জন্ম-১৯৯৮) জন্য ইউকে-তে স্থায়ী বা চাকরীরত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/সমপর্যায়ের পাত্র চাই। সরাসরি: হোয়াটসঅ্যাপ-০১৪০৯৪৪৮৮৬৯। সি-৬০২৩২৫

✸ ইংল্যান্ডে চাকরিরত ডাক্তার পাত্রী জন্মসাল-১৯৯২ এর জন্য ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ডক্টরেট পাত্র চাই। শুধুমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। ০১৩২৬৮৮৯০৩৮। সি-৬০২৬৩৭

✸ ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত, চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কন্যা অনার্স, মাস্টার্স ইকোনমিকস (পাবঃ বিশ্বঃ) (২৫+৫´-৩´´) সুদর্শনা সুন্দরীর বিসিএস ক্যাডার, ডিফেন্স অফিসার/উপযুক্ত। মোবা: ০১৭১২৫৪৫৩৩৫। ডি-৬০২৮৭৮

✸ বাবা সরকারি চাকুরীজীবী, অনার্স-মাস্টার্স ঢাবি, (২৮+৫´-৩.৫০´´), ঢাকায় সেটেল্ড ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। নো-মিডিয়া, হোয়াটসঅ্যাপ-০১৯৭৮১৫৪৭২১। ডি-৬০২৫৫৭

✸ ঢাকায় স্থায়ী বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পিতামাতার কন্যা এমবিবিএস/পোস্টগ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট ৫´-৪´´ সুদর্শনা সুন্দরীর ৩০ উর্ধ্বে দেশ-বিদেশের আর্জেন্ট উপযুক্ত। ০১৯১১৬৭৪৯৩৯। ডি-৬০২৮৭৯

✸ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত পিতার, লিসেস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে সদ্য এমএস করা, লন্ডনে কর্মরতা (৩০+৫´-৬´´) পাত্রীর জন্য ইউকে, ইউএসে, কানাডা অবস্থান করা ৩৩ থেকে ৩৭ বছর বয়স্ক স্নাতকোত্তর পাত্র চাই। শুধুমাত্র অভিভাবকেরা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে সিভি পাঠালে আমরা যোগাযোগ করব। অভিভাবক টু অভিভাবক। পাত্রী ডিসেম্বরে ঢাকা আসবে। ০১৮১৮১৬২১৬৩, ০১৫৫২১৫৪৭৭৪। ডি-৬০২৫৫০

✸ অভিজাত এলাকায় স্থায়ী গভঃ উচ্চপদস্থ পিতার কন্যা শিক্ষিত ছোট পরিবার, বিএসসি (ফার্মাসি) সদ্য পাস (২৩+৫´-৪´´) ফর্সা সুন্দরীর উপযুক্ত। ০১৬৩৯০২৫৩৭৩। ডি-৬০২৮২২

✸ নম্র ভদ্র ও সুশিক্ষিত ছোট পরিবারের ইসলামী মূল্যবোধ সম্পন্ন হিজাবী, সংসারী মাস্টার্স, এসএসসি-২০১২ (৫´-১´´) পাত্রীর জন্য চাকরীজীবি পাত্র। মোবা-০১৫৫৬৩১২৬০২, ০১৭১৫৬৭৩৯০৯ হোয়াটসঅ্যাপ। ডি-৬০২৬০১

✸ ঢাকায় সেটেল্ড সম্ভ্রান্ত পরিবারের এমবিএ ঢাবি (২৮+৫´-৪´´) ব্যাংক কর্মকর্তা পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (ব্যাংকার, ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী/বিসিএস কর্মকর্তা) নো-মিডিয়া সরাসরি পিতা। ০১৩০৯৪১৮৬৭৫। সি-৬০২৬৪৮

✸ ঢাকায় স্থায়ী সরকারী কর্মকর্তা সুশ্রী ডিভোর্সি পাত্রীর (৩৫) সরকারী কর্মকর্তা উচ্চপদস্থ বেসরকারি চাকুরজীবি পাত্র চাই। মোবাইল: ০১৮১৯২৩০৭০২। সি-৬০২৬৫৫

✸ মেয়ে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির এসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার বিপত্নীক, সন্তানসহ উপযুক্ত পাত্র চাই পিতা সরকারী মেডিকেল কলেজের অবঃ পরিচালক। ০১৬৭৪৪৬৮৩৮৪। সি-৬০২৪৫১

✸ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ফার্মাসি ডিপার্টমেন্ট (৩১+৫´-৫´´) সুন্দরী পাত্রীর জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক ও অন্যান্য দেশ-বিদেশের পাত্র। নো মিডিয়া। বাবা-০১৬৮০০৬১৯৮০। সি-৬০২৬৭৬

✸ অভিজাত ইঞ্জিনিয়ারের সুন্দরী (২৭-৫´-৩´´) ইংলিশ মিডিয়াম এমবিএ স্টুডেন্টের জন্য দেশে/বিদেশে/বিসিএস প্রতিষ্ঠিত/ইঞ্জিনিয়ার/ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র চাই। সরাসরি-০১৭১১৫৩৫০৬৭। ই-মেইল: firozamin68@gmail.com। ডি-৬০২৮৩৭

✸ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিংয়ে বিবিএ, এমবিএ, ভদ্র, মার্জিত, নামাজি সাংসারিক, পর্দানশীল, শ্যামলা, বয়স ৩৬, উচ্চতা-৫´-২´´, মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। চাকরিজীবী অগ্রাধিকারযোগ্য, মেয়ের বাবা প্রাক্তন ব্যাংক কর্মকর্তা বর্তমানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ঢাকায় সেটেল্ড। ০১৭৫৬২৬৮৯০০। মিবু-৬০২৭৪৮

✸ ঢাকায় স্থায়ী কর্মকর্তার একমাত্র কন্যা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার কম্পিউটার (৫´-০´´-৩৪) মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে প্রিন্সিপাল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত পাত্রীর দেশের/বাহিরের উপযুক্ত পাত্র চাই। সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপ: ০১৭১২০৫০০৫৫। মিবু-৬০২৭৪৫

✸ আমেরিকায় বসবাসরত সুন্দরী (২৬+৫´-৪´´) পাত্রীর জন্য পাবলিক ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ার পাত্র চাই। যোগাযোগ: ০১৭৫৩৮৩৬৮১১। ছবিসহ বায়োডাটা পাঠান। support1@sensiblematch.com মিবু-৬০২৭৪৬

✸ ঢাকায় বসবাসরত, উচ্চশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত পরিবারের, স্থায়ী কুমিল্লা, বিএ অনার্স, (৪´-১০´´+৪০) শ্যামলা, নামাজি অবিবাহিত পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: হোয়াটসঅ্যাপ: ০১৬৭৩০২০৬০০। মহাবু-৬০২৭৫৪

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ খিলক্ষেত ল্যা-ম্যারিডিয়ান হোটেল ও এলিভেটেডওয়ে সংলগ্ন শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে ৩ বেডের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৫৫৫১১০২৩, ০১৭৫৫৫১১০১৮। ডি-৬০২৯৮৩

✸ বসুন্ধরায় বাজার মূল্য হতে ৫০% কমে, কেবল মাত্র নির্মাণ খরচে ২২৫০, ১৭৫০ ও ১৩৫০ বর্গফুট সাইজের ফ্ল্যাট। আপন বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন লিমিটেড। ০১৭১১৯৪৬০১৫। ডি-৬০৩০৪০

✸ ওয়ারীর কে এম দাস লেনে ১৩৫০ বর্গফুট ও বসুন্ধরায় ২২০০ থেকে ৪৪০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৪১১৮২০০। মহাবু-৬০২৭৬২

পাত্র চাই

✸ ঢাকায় সেটেল শিক্ষক বাবা-মায়ের ডাঃ কন্যা (৩৩-৫´-২´´ শর্ট ডিভোর্স) মেডিকেল অফিসারের জন্য যেকোন প্রফেশনের প্রতিষ্ঠিত পাত্র জরুরী। (হো.আ.) ০১৩১৯-৪০১৩৩৮। সি-৬০২৭৭৪

✸ ঢাকাস্থ স্থায়ী সরকারি-কর্মকর্তার সুন্দরী মেয়ে অনার্স-মাস্টার্স (জা.বি.) (৫´-২´´-৩২) দেশের/প্রবাসের উপযুক্ত পাত্র। আর্জেন্ট সরাসরি: ০১৭১৫১২০৬০৬। সি-৬০২৭৭৭

✸ আমেরিকায় ডাক্তার পাত্রী (৩১+৫´-৩´´), আমেরিকান সিটিজেন, ঢাকায় ও আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দরী পাত্রীর পাত্র চাই। # ০১৭৫০৩৭৩৭২১। ডি-৬০৩০০৯

✸ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন জন্য কানাডার স্টুডেন্ট ভিসাপ্রাপ্ত। ফর্সা, (৫´-৩´´-৩২), কানাডার সিটিজেনশিপ উপযুক্ত পাত্র। মোবাইল: ০১৬৭৫-৬৭৭৯৭৫, (হোয়াটস্অ্যাপ) ডি-৬০২৯৬৪

✸ এমআইএসটি থেকে ইঞ্জিনিয়ার (২৪-৫´-৫´´) বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর কন্যা। উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা আছে, পাত্রীর পাত্র চাই। অভিভাবক: ০১৮৫৫-৯২৪০৮০, ০১৮৯৮-২১৩০৩১। ডি-৬০২৯৫২

✸ মাস্টার্সে অধ্যয়নরত প্রফেসরের কন্যার (২৩-৫´-২´´) জন্য মধ্যবিত্ত পরিবারের মার্জিত পাত্র চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/বিসিএস প্রশাসন/স্বাস্থ্য অগ্রগণ্য। সরাসরি বাবা: ০১৭৮৯-৩৬৫০১৬। ডি-৬০২৯৫৩

✸ আইএলটিএস উত্তীর্ণ, মাস্টার্স (ঢাবি), এসএসসি-২০০৭, (৫´-২´´) পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র আবশ্যক। অভিভাবক-০১৭২৯-০৯৬৮০৪। ডি-৬০২৯৪৮

✸ এমবিবিএস, এফসিপিএস পার্ট-১ ডাক্তার (৫´-৩´´-২৭) ঢাকায় সেটেল্ড পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। ঢাকা ও উত্তরবঙ্গ অগ্রাধিকার। অভিভাবক: ০১৮১০-৮৮৯২২৭। ডি-৬০২৯৪৯

✸ শিল্পপতি বিধবা মায়ের নামাজী, পর্দানশীল কন্যা (৩৬-৫´-৩´´) ঢাকায় স্থায়ী, পাত্রীর ব্যবসা। বয়স্ক সন্তানসহ পাত্র চলবে। সরাসরি: ০১৮৮৬-২২৪১০৬। ডি-৬০২৯৫০

✸ প্রকৌশলীর কন্যা, শর্ট ডিভোর্স, (৫´-৪´´-২৮+), যুক্তরাজ্যে চাকুরীরত, উন্নত দেশে উচ্চশিক্ষিত চাকুরীরত পাত্র চাই। পিতা/মাতা/পাত্র যোগাযোগ: ০১৭৫৮-৩০৪১৩১। ডি-৬০২৯৫১

✸ ঢাকায় স্থায়ী গ্র্যাজুয়েট (৩৩+৫´-২´´) এর জন্য চাকুরিজীবী মুসলিম পাত্র চাই। সরাসরি যোগাযোগ: ০১৮১৯-১৪৭৪৬৬, E-mail :sakib894@gmail.com ডি-৬০২৯৪৪

✸ ঢাকায় স্থায়ী অবসরপ্রাপ্ত, সরকারী কর্মকর্তার কন্যা ইংরেজিতে অনার্স/মাস্টার্স কানাডায় পিআর প্রাপ্ত। এসএসসি-২০০৯ পাত্রীর জন্য কানাডা/আমেরিকার পিআর/গ্রীনকার্ডধারী উপযুক্ত পাত্র চাই। মিডিয়া নয়। অভিভাবক যোগাযোগ-০১৯০২৪০৫১৪৯। ডি-৬০২৯৩২

✸ বিএ এমএ ঢাবি, মাল্টিন্যাশনালে কর্মরত (২৪+৫´-৩´´) সুন্দরী ঢাকায় সেটেল্ড পাত্রীর দেশের সিটিজেন পাত্র আর্জেন্ট সরাসরি-০১৯২৬০২৪৫৫২। যাবু-৬০২৯৩৪

✸ কর্মরত অধ্যয়নরত ডাক্তার (২৮-৪৭+৫´-৪´´) মহিলা উদ্যোক্তা ঢাকা ও লোকাল ব্যবসা (৩২+৫´-৪´´) পাত্রীদের দেশি/বিদেশি পাত্র। ০১৩২৫১৮৮৪৮১। ডি-৬০২৯২৩

✸ ফ্যামিলিসহ ইউএস সিটিজেন এস্টাবলিশ ফ্যামিলির কন্যা বিএসসি কমপ্লিট, মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট হিসেবে কর্মরত (২৪+৫´-৪´´) সুন্দরী ও নামাজী পাত্রীর উপযুক্ত। ০১৪০০৬৭৮০৫০। ডি-৬০২৯২২

✸ ঢাকায় সেটেল্ড সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সরকারী কর্মকর্তার মাস্টার্সে অধ্যয়নরত (২৪+৫´-৪´´) ফর্সা, সুন্দরী, নামাজী পাত্রীর সরকারি ১ম শ্রেণির/ প্রকৌশলী/ রাষ্ট্রঃব্যাংক/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা অভিভাবক নো-মিডিয়া। ০১৩০১৪২৩৫৪৩। যাবু-৬০২৯২৬

✸ এমবিবিএস স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ। উচ্চশিক্ষিত ছোট পরিবার। ঢাকায় বসবাসরত সুন্দরী ডাক্তার (২৫-৫´-৪´´) পাত্রীর পাত্র চাই। মোবাইল: ০১৭৮৭৫১১৭১৭ (হোয়াটসঅ্যাপ)। ডি-৬০২৮১৩

✸ পিতা সরঃ কলেজের প্রিন্সিপাল (অবঃ) কন্যা ফর্সা ঢাকায় স্থায়ী বিবিএ (৫´-৪´´-৩২) সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী/ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার অগ্রগণ্য। নো-মিডিয়া। ০১৫৮০৩৫৪৬৩৯, ০১৩২৫৬৭৬৯০৬। ডি-৬০২৮৩২

✸ বয়স-৩০, ৫´-৮´´, ফর্সা, মুসলিম, ঢাবি থেকে এমবিএ করা, ঢাকাতে চাকুরিরত পাত্রীর জন্য সু-যোগ্য পাত্র চাই। সরাসরি: ০১৩০৬৮৫৯৬৭৪। সি-৬০২৮০৭

✸ পাত্রী মাস্টার্স (৪০ প্লাস-৫´-২´´) অবিবাহিত সরকারি প্রতিষ্ঠানের অফিসার। উচ্চতর চাকরিরত পাত্র চাই। বিপত্নীক হলেও চলবে। অভিভাবক: ০১৮২৬১৯০৪১৩। সি-৬০২৮০৮

✸ ঢাকায় স্থায়ী মাস্টার্স, আন্তর্জাতিক সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত (৫´-৩´´) সুদর্শনা, ধার্মিক পাত্রীর ঢাকায় কর্মরত পাত্র (৪২-৪৮ বৎসর) চাই। ০১৬৪২-০০৭৮৪২, ০১৮৪১-৫২৭৯০৩। ডি-৬০২৭৯৮

হিন্দু পাত্রী চাই

✸ আমেরিকাতে পিএইচডিরত (৩য় বছর) শতভাগ স্কলারশীপপ্রাপ্ত গবেষণা ও শিক্ষক সহকারী পাত্রের (৩২+৫´-৭´´) পাত্রী চাই। অভিভাবক: ০১৯৬৫৪৫৬৫৬৮। aloranidhk@gmail.com ডি-৬০২৮৩০

✸ পাত্র ব্রাহ্মণ ছুটিতে বাংলাদেশে কানাডার সিটিজেন। কানাডাতে ইউনিভার্সিটির লেকচারার। স্ত্রী মৃত, সন্তান নাই (৫´-৮´´+৪৬) বিধবা/ডিভোর্সী সন্তানসহ অন্য গোত্র চলবে। পাত্র সরাসরি: ০১৯৮৫-৬৩৯৪১৯। ডি-৬০২৯৪২

✸ এমবিবিএস সরকারি মেডিকেল কলেজ। বিসিএস ৪২তম এফসিপিএস পার্ট-১ (মেডিসিন)। উচ্চশিক্ষিত ছোট পরিবার/ঢাকায় বসবাসরত সুপ্রতিষ্ঠিত। (৩২-৫´-৯´´) পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৭৩৫৪০৫৮৬৫। ডি-৬০২৮১৪

✸ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, বিএসসি, এমএসসি ইইই বুয়েট (৩০-৫´-৮´´) ঢাকায় সেটেল্ড, সুদর্শন পাত্রের পাত্রী আর্জেন্ট # ০১৩১২৪২০৬৮২। যাবু-৬০২৭৪২

হিন্দু পাত্র চাই

✸ ময়মনসিংহ শহরে বসবাসরত সরকারি কর্মকর্তার (অব.) একমাত্র মেয়ে স্নাতক পাস (এসএসসি-২০১৩, ৫´-২´´) সুশ্রী নমঃশূদ্র পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী/বিদেশে বসবাসরত উপযুক্ত পাত্র। অসবর্ণে অনাপত্তি। অভিভাবক: ০১৮৬৩৪৪৩৩৪৬। ডি-৬০২৬৭৮

✸ সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু কায়স্থ পরিবারের (৫´-৩´´+২৩) এমবিবিএস সরকারি মেডিকেল শেষ বর্ষে অধ্যয়নরত, ডাক্তার পাত্রীর জন্য উপযুক্ত ডাক্তার (সরকারি মেডিকেল) পাত্র। অভিভাবক: ০১৬০১৯৬১১০৪, ০১৮৭৬৮৪১৯০৪। ডি-৬০২৩৫২

✸ ঢাকায় স্থায়ী এমবিএ সরকারি ব্যাংকে অফিসার হিসেবে কর্মরত (৫´-৪´´) এসএসসি-২০১২ নমঃশূদ্র পাত্রীর জন্য ইঞ্জিনিয়ার/সরকারি কর্মকর্তা/ব্যাংকার পাত্র চাই। সরাসরি: ০১৭২৬৪৩৫৫০৩। টিবু-৬০২৩৬১

✸ ঢাকায় বেসরকারি হাসপাতালে চাকরিরত ডা. হিন্দু সাহা (৩০-৫´-৫´´) পাত্রীর জন্য হিন্দু ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/ব্যাংকার/১ম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা পাত্র চাই। অসবর্ণে আপত্তি নাই। সরাসরি: ০১৪০৯৭০৭৫৯৮, ০১৯৯৩৩৪৪২৮০। ডি-৬০২৯১১

✸ সম্ভ্রান্ত পরিবারের টাঙ্গাইলবাসী ঢাকায় সেটেল্ড মাস্টার্স সুন্দরীর (৫´-২´´+৩০) চাকরিজীবী-ব্যবসায়ী-প্রবাসীর সদস্য ফি নিষ্প্রয়োজনে "ঘটক চাঁন ভাই"। +০১৮১৫৭৭৭৮৮০। উবু-৬০২৯০৭

✸ ঢাকায় বসবাসরত সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের এফসিপিএস পার্ট-১, এমবিবিএস কর্মরত (৫´-১´´-৩৩) পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। মোবা: ০১৮৪৯-৯১৫১১৪। ডি-৬০২৯৪৬

✸ ঢাকায় বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার কায়স্থ (৫´-৪´´) সুশ্রী পাত্রীর দেশি/বিদেশি সরকারি-বেসরকারি যেকোন সম্প্রদায়ের পাত্র। অভিভাবক: ০১৯৬২৬৪৫৮৬১। সি-৬০২৭৩৮

✸ দেবনাথ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সাহা, বণিক, কর্মকার, শীল, শূদ্র, সকল সম্প্রদায়ের ইঞ্জিনিয়ার/ডাক্তার/ব্যাংকার/বিসিএস ক্যাডার/ইমিগ্র্যান্ট পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে আসুন-মিলন মেলায়। পরিচালক: দেবনাথ বাবু। ০১৩২৪২১৬০৯০, subhashdeb53@gmail.com যাবু-৬০২৭৪৪

✸ কানাডাপ্রবাসী কন্যার জন্য কানাডা বা আমেরিকার প্রবাসী সিটিজেনশিপ ইঞ্জিনিয়ার হিন্দু পাত্র চাই অথবা অসবর্ণ হলে আপত্তি নাই। বয়স-১৯৯৩ নভেম্বর। যোগাযোগ: ০১৮৫৪২১৬১৪৮। ডি-৬০২৬৪৯

✸ ডাক্তার (এমবিবিএস) এমএস (ইংল্যান্ড) (৩২-৫´-২´´) সুন্দরী পাত্রীর জন্য ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/উপযুক্ত বিদেশে সেটেল্ড পাত্র অগ্রগণ্য। ০১৭৩২৭১০৪৫৭। ডি-৬০২৬৪৫

✸ ঢাবিতে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত (২৪-৫´-৫.৫´´) সম্ভ্রান্ত সাহা পরিবারের সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিসিএস ক্যাডার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সিএ, ব্যাংকার সাহা সুদর্শন লম্বা পাত্র চাই। সরাসরি অভিভাবক: ০১৭৫০-০১৪৮৫৩। সি-৬০২৬৩৮

✸ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে অনার্স-মাস্টার্স (এসএসসি-২০০৭, ৫´-২´´) ফর্সা সুশ্রী পাত্রীর জন্য ব্রাহ্মণ শিক্ষিত সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন। হোয়াটসঅ্যাপ- ০১৩০৮৪৭০১৯৯। সি-৬০২৬৩৯

✸ ঢাকায় চাকরিরত বিএসসি ইঞ্জি./এমআইএসটি পাত্রীর (২৪-৫´-৩´´) জন্য হিন্দু পাত্র। ০১৭১৩০৬৬৭৭২। ডি-৬০২৬৭৭

✸ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার ও এমবিএ (২৯-৫´-১´´) চাকরিরত নাথ উপসচিবের মেয়ের উপযুক্ত দেশ/বিদেশ (অভিভাবক) ০১৭৩৩৬৯৬৮৪০। nipdev@hotmail.co.uk সি-৬০২৬৩৫

গাড়ি বিক্রয়

✸ টয়োটা লাইটেস কাভার্ড ভ্যান, মডেল ২০০৬, রেজিস্ট্রেশন-২০১৫, ১৮০০ সিসি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৯৯৭-৯১৯৩৬৭, ০১৯৭৭-৫০২৪২৭। টিবু-৬০২৬৫২

✸ সম্পূর্ণ টিপটপ অবস্থায় একটি টয়োটা প্রাডো (সানরুফসহ) বিক্রয় হইবে। মডেল ২০১৫, রেজি-২০১৬, পার্ল কালার। ৭ আসন (সিটপাওয়ার নেই)। ফোন: +৮৮০১৭১৩-০৬০৪৩৮। মহাবু-৬০২৯৫৯

✸ জাপান থেকে আমদানীকৃত টয়োটা এক্সিও, ২০১৯/নোহা/জিফিল্ডার/ফ্রিজারভ্যান/কভার্ডভ্যান, (ইঞ্জিনিয়ার তুষার)। ০১৯৫৭-৫৫৭৯০০, ০১৭৩২-৫৬১১০৩। ডি-৬০২৯৭০

✸ এক্স-করোল্লা ২০০২/০৫ ড্রাইভার ছাড়া সামরিক কর্মকর্তার নিজ হাতে চালিত প্রায় নতুনের মত টিপটপ। ০১৭১১২৬১৮৪৪। ডি-৬০৩০৪৪

প্লট ক্রয়

✸ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ৫ কাঠা দক্ষিণমুখী প্লট ক্রয় করতে ইচ্ছুক। যোগাযোগ: ০১৯৭২৯৭৪৪৪৪। যাবু-৬০২৯৩৮

পাত্রী চাই

✸ ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট (৪১-৫´-৫´´) এমবিএ ঢাবি, ঢাকায় স্থায়ী, ১ সন্তানের জনক ডিভোর্স পাত্রের জন্য অভিজাত বংশের উপযুক্ত ডিভোর্সড/বিধবা পাত্রী। মোবা: ০১৯২৮৯৩৮৬৩৮। সি-৬০২৮৮০

✸ ঢাকায় সেটেল্ড পিতৃ-মাতৃহীন দায়িত্বশীল ধার্মিক শিক্ষিত কর্মরত চৌধুরী বংশের সুদর্শন (৫´-৯´´+৪৫) দেশে ও বিদেশের ডিভোর্স-বিধবাও চলবে। +৮৮০১৮১৫৭৭৭৮৮০। টিবু-৬০২৮৯২

✸ ঢাকায় বসবাসরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রদের জন্য উচ্চশিক্ষিতা ধার্মিক পাত্রী চাই। (৬´-০´´+৩৪) বারএটল (ইউকে) ও পাত্র (৬´-২´´+৩০) এমবিএ (ইউএসএ)। যোগাযোগ: ০১৭১১৬৪০২৭৭; E-mail :kabirrn@fargroupbd.com টিবু-৬০২৭৭০

✸ আমেরিকায় মাস্টার্স করে ওখানে ভাল চাকরিরত পাত্রের জন্য কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করা, সুশ্রী, বয়স ২৪-২৮, উচ্চতা ৫´-২´´—৫´-৪´´ উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী পাত্রী আবশ্যক। সরাসরি যোগাযোগ: ০১৮১৭১২৯৪৩৯। ডি-৬০২৯০৩

✸ ঢাকায় স্থায়ী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এমবিএ (৪০+৫´-৭´´) সুদর্শন পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। পাত্র সরাসরি: ০১৬৭৫-২৬৬৯২৪। ডি-৬০২৮৬২

✸ ঢাকায় সেটেল্ড শিক্ষিত মা-বাবার একমাত্র সন্তান (পুত্র) নামাজি, স্মার্ট, আকর্ষণীয় বেতনে সরকারি চাকরিরত বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের (৩১+৫´-৬´´) উপযুক্ত পাত্রী। ০১৭৮৬৪৬৪৩৪৭। ডি-৬০২৯০০

✸ সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার পারমাণবিক শক্তিকমিশন বিএসসি এমএসসি (ঢাবি) পিএইচডি আমেরিকা ঢাকায় সেটেল্ড (৩৫-৫´-৯´´) পাত্রের আর্জেন্ট যোগাযোগ: ০১৭৬৮০০৩৬৮২। যাবু-৬০২৭৪০

✸ প্রিন্সিপাল (৫´-৭´´+৫৮) পাত্রের চাকরিজীবী/শিক্ষিকা/বিদেশি সিটিজেন নামাজি ও ধার্মিক বয়স্ক পাত্রী। সন্তানে অনাপত্তি। সরাসরি: ০১৯৮৬-১৩৮৮৯৫। ডি-৬০২৮৯৮

✸ প্রফেসর পিতামাতার পুত্র, সম্ভ্রান্ত পরিবার বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার এমবিএ আইবিএ (ঢাঃবিঃ)/মাস্টার্স গভঃ চাকরিরত ঢাকায় পোস্টিং (৩০+৫´-১০´´) সুদর্শন নামাজির। ০১৮৮২৮৬৩৯২১। ডি-৬০২৮২১

✸ বুয়েটের এ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর (৩৪-৫´-৮´´) বিএসসি বুয়েট পিএইচডি জার্মানি ঢাকায় বসবাসরত সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ও ছোট পরিবারের সুদর্শন পাত্রের। মোবাইল: ০১৭৩০-৯৯০৯৭২। ডি-৬০২৯৩৫

✸ অভিজাতে স্থায়ী সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার (বুয়েট) এমএস ইউএসএ চাকরিরত সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার/ইউএসএ (৩০+৫´-৯´´) সুদর্শন নামাজির। পাত্র ছুটিতে। ০১৬০৩৭৯৫৯৯৫। ডি-৬০২৮২০

✸ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিবিএ, এমবিএ, সিএ ও এমএস/ পিএইচডি ইমিগ্র্যান্ট সুদর্শন অফিসিয়ালদের। গুলশান মিডিয়া, বাড়ি-১৩, রোড-৯, গুলশান-১। ৫৮৮১৪০৪৪, ০১৫৫৬৫৯০৮৮৪, www.gulshanmedia.net মহাবু-৬০২৯৮০

✸ নিউইয়র্কে চাকরিরত পাত্রের (২৮-৫´-৮´´) এর জন্য লক্ষ্মী ও সুদর্শনা (২১-২৪/৫´-৪´´) দেশি/বিদেশী পাত্রী। শুধুমাত্র অভিভাবক: ০১৭৭২২১০২০১। সি-৬০২৭৩২

✸ আমেরিকার সিটিজেন, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার মাইক্রোসফট, বিএসসি, বুয়েট, এমএসসি, পিএইচডি, টেক্সাস (৩৫-৫´-১০´´) ঢাকায় সেটেল্ড সুদর্শন পাত্রের পাত্রী। ০১৭৫৯৫৩৬৪৭০। যাবু-৬০২৭৪১

✸ পিএইচডি, গ্রিনকার্ড হোল্ডার (৫´-৮´´-৩৪) পাত্রের জন্য আমেরিকায় বসবাস বা পড়াশোনা করছে বা যাতায়াত আছে পাত্রী চাই। ডিভোর্সিও চলবে। নো মিডিয়া। ০১৮১৯২৫৭২২১। সি-৬০২৬৩৬

✸ চাকুরীজীবী বয়স ৪৮, স্ত্রী মৃত সন্তান নেই যেকোন জেলার পাত্রীগণ সরাসরি যোগাযোগ করুন। ইস্যু গ্রহণযোগ্য। ০১৯৮১-২৯৭৫৪৫। ডি-৬০২৯৪৩

✸ বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার পিএইচডি আমেরিকায় ছুটিতে ঢাকায় আসতেছে (২৮+৫´-৭´´) পাত্রের জন্য আর্জেন্ট পাত্রী চাই। ০১৮৪১৫২৭৯০৩। ডি-৬০২৯২৭

দোকান বিক্রয়

✸ মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সে চমৎকার লোকেশনে সুলভ মূল্যে ১টি দোকান বিক্রয় হইবে, বর্তমানে ভাড়া আছে। মোবাইল: ০১৭১৫-১১১৫৯৭। ডি-৬০২৯৫৬

✸ সাফ-কবলায় দোকান বিক্রয়। ২১০ বর্গফুট, ১৬/৩, আজম রোড, নিচতলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। যোগাযোগ ফোন: ০১৮৫৮-৫২৯৬০৯। মো.বু-৬০২৮৪৪

পাত্রী চাই

✸ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এমএস (আমেরিকা) স্বনামধন্য আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি অধ্যয়নরত (২৭ বছর ৩ মাস-প্রকৃত বয়স, ৫´-১১´´) সুন্দর পাত্রের ধার্মিক, হিজাবি, কমপক্ষে স্নাতক, বাংলাদেশ/আমেরিকায় বসবাসরত (২২-২৪ বছর, প্রকৃত বয়স, উচ্চতা ন্যূনতম ৫´-৩´´) বিয়ের পর আমেরিকায় বসবাসে আগ্রহী পাত্রী চাই। নো-মিডিয়া, সরাসরি অভিভাবক: ০১৭১১৬৬৯৭৩৫, mnalam27@hotmail.com সি-৬০২৮৫০

✸ ঢাকার স্থায়ী বিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার সরকারি ১ম শ্রেণির পদে চাকরিরত (৫´-৯´´-২৮) এর জন্য ঢাকার সুশ্রী পাত্রী চাই। পিতা-০১৭১৫১৪৪৯২০, ০১৮৭৫৫৮৯৯৪৫। সি-৬০২৬৪১

✸ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত ছোট পরিবার এমবিএ (৩৭-৫´-১০´´) পাত্রের উপযুক্ত পাত্রী। অভিভাবক: ০১৭১৬১২৩৯১১, ০১৮১৭০২৪৩৩০ (হোয়াটসঅ্যাপ) mznsubd@gmail.com ডি-৬০২৭২২

✸ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার (ইইই) সুদর্শন (৩১-৬´-২´´) মাল্টিন্যাশনালে কর্মরত ঢাকায় স্থায়ী দেশি/বিদেশি পাত্রী। সরাসরি বাবা: ০১৯৮৭২৬৫৭৬৪। সি-৬০২৬৪৬

✸ ঢাকায় স্থায়ী (৫´-৮´´+৬০) অবিবাহিত, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি ব্যাংক কর্মকর্তা পাত্রের জন্য ঢাকায় স্থায়ী পাত্রী চাই। সরাসরি: ০১৯৩৫৯৩৬০৪২। মিবু-৬০২৭৪৭

✸ ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত গভ. উচ্চপদস্থের পুত্র এমবিবিএস গভ.মে.ক., এফসিপিএস ২য় পার্ট রানিং মেডিসিন, বিসিএস স্বাস্থ্য (৫´-৯´´-২৯) সুদর্শনের উপযুক্ত। ০১৯১০৭৩৩০৫৫। সি-৬০২৭৩৪

✸ ঢাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি (সিআইপি) ১ সন্তানের জনক (পিতা-মাতা-স্ত্রীমৃত) পরহেজগার নামাজি পাত্রের ৪০ উর্ধ্বে ডিভোর্স বিধবা ব্যবসায়ী/শিল্পপতি পরিবারের উচ্চশিক্ষিত সাংসারিক পাত্রী। সরাসরি পাত্র: ০১৯৮৪৫৫৯৭২৮। সি-৬০২৭৯৪

✸ অভিজাত এলাকায় স্থায়ী বসবাসরত উচ্চশিক্ষিত পরিবারের ছেলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ৩৩ বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় এমএসএস অধ্যয়নরত। উপর্যুক্ত পাত্রী চাই। ০১৯১১৯৮৪২৬৫। সি-৬০২৭৫৯

✸ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারে বিএসসি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ৪১তম বিসিএস ম্যাজিস্ট্রেট (২৯+৫´-৯´´) ঢাকায় বসবাসরত সুদর্শন পাত্রের। ০১৮৯৬২২৪৫৫৮। ডি-৬০২৯৯৬

✸ পিএইচডি অস্ট্রেলিয়া (৩৩+৫´-৮´´) পিএইচডি আমেরিকা (৩৪+৫´-৯´´) পিএইচডি কানাডা (৩২+৫´-১১´´) ইউকে পিএইচডি (৩৫+৫´-১০´´) সুদর্শন পাত্রদের ম্যাট্রিমনি বাংলাদেশ হোম সার্ভিস। ০১৮৯৬২২৪৫৬৫। ডি-৬০২৯৯৭

✸ জাপানের টোকিওতে অবস্থানরত, একাউন্ট্যান্ট, বিকম-জাপান (৩৩+৫´-৮´´) পরিবার ঢাকায় সেটেল্ড, সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। মোবা: ০১৮৯৬২২৪৫৬৭। ডি-৬০২৯৯২

✸ অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরাতে মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত, ডক্টরেট-ক্যানবেরা, (৩৬+৫´-১১´´), পুরো পরিবার অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন, সুদর্শন পাত্রের। #০১৩৩২৫৬৫৮৭৮। ডি-৬০২৯৯৫

✸ অনার্স মাস্টার্স জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুদর্শন ম্যাজিস্ট্রেট (৩০+৫´-১০´´) পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৭৪১৩০০০৫৮। ডি-৬০৩০০৮

✸ বাংলাদেশ ব্যাংকের এডি বিএসসি বুয়েট (ইইই) ইঞ্জিনিয়ার, (৩০+৫´-৮´´) ছোট পরিবার-ঢাকায় সেটেল্ড সুদর্শন ও নামাজি পাত্রের-অভিভাবকগণ-০১৭০৬৫৮৮০০৩। ই-মেইল: kannakumari.m3158@gmail.com ডি-৬০২৯৭৯

✸ জাপান সিটিজেন এস্টাবলিস্ট ফ্যামিলির পুত্র পিএইচডি কমপ্লিট জাপানিজ ইউনিভার্সিটি বর্তমানে লেকচারার জাপানে (৩২+৫´-১০´´) সুদর্শন পাত্রের যোগ্য পাত্রী। ০১৯১৫৫৬৭৩৫৪। ডি-৬০২৯২৮

✸ কানাডার পার্মামেন্ট রেসিডেন্স ডিফেন্স পিতার পুত্র গ্র্যাজুয়েশন (সিএসই) কানাডায় অ্যাপেল কোম্পানিতে কর্মরত (২৮+৫´-১১´´) সুদর্শন ও নামাজী পাত্রের পাত্রী। ০১৪০০৭৬৮০৫০। ডি-৬০২৯২৪

বিবিধ

✸ **বিবিধ:** দীর্ঘদিনের শারীরিক, মানসিকভাবে অসুস্থ বয়স্কদের কেয়ারগিভিং সেবা প্রদান। ১০/এ, ৩/১৪, মিরপুর। প্রবীন ফাউন্ডেশন। # ০১৫৭৬-৯৮১৪৮৪। ডি-৬০২৯০১

পাত্রী চাই

✸ ডিভোর্স এমবিবিএস, বিসিএস, এমডি, আইএএসপি (পেইনমেডিসিন) থাইল্যান্ড, কর্মরত সরকারি মেডিকেল ঢাকা পিতা-মাতা ডাক্তার প্রফেসর (৩৮+৫´-৮´´) সুদর্শন অভিভাবকগণ যোগাযোগ: ০১৮৬৩৮২৭০০৮ হোয়াটসঅ্যাপ। যাবু-৬০২৯২৯

✸ বিএসসি কেমিক্যাল, বুয়েট, এমএসসি আমেরিকা, ইন্টেল কর্মরত (২৯, ৫´-১১´´) সুদর্শন পাত্রের দেশের সিটিজেন পাত্রীর অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন: ০১৭২৭২৭১০০০। যাবু-৬০২৯৩১

✸ পিতা উচ্চপদস্থ (অবঃ) সরকারী কর্মকর্তা, পাত্র আর্মির ক্যাপ্টেন (২৮+৫´-৫´´) (এসএসসি-১২) পাত্রের সুন্দরী, লম্বা, ধার্মিক ডাক্তার/উচ্চশিক্ষিত উপযুক্ত পাত্রী। নোমিডিয়া সরাসরি-পিতা-০১৭১১৭০৭৭৫৪। ডি-৬০২৯০৮

✸ ইংল্যান্ডে ডাক্তার পদে কর্মরত। প্ল্যাব ও জি এম সি রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট। এমবিবিএস স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ। বাবা ডাক্তার। ঢাকায় বসবাসরত (৩১-৫´-৯´´) পাত্রের- মোবাইল: ০১৭৩১৩৬১০২২। ডি-৬০২৮১৬

✸ এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল কলেজ। বিসিএস ৪২তম। নেত্রকোনায় কর্মরত। বাবা সরকারি কর্মকর্তা। ঢাকায় বসবাসরত সুদর্শন (২৯-৫´-৯´´) পাত্রের। যোগাযোগে অভিভাবক-০১৬০৫৫৫০৯১৮। ডি-৬০২৮১৮

✸ শর্ট ডিভোর্স পাত্র লন্ডনের সিটিজেন। মাস্টার্স অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ঢাকায় স্থায়ী শিক্ষিত ফ্যামিলি (৩৭-৫´-৯´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। মোবাইল: ০১৭৬৭০০১৬০১। ডি-৬০২৮১৫

✸ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আমেরিকা, বিএসসি+এমএসসি-ঢাঃবিঃ, পিএইচডি-ইউএস। ঢাকায় স্থায়ী বসবাসরত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুদর্শন (৩৪-৫´-৮´´) পাত্রের পাত্রী চাই। মোবাইল: ০১৭১৯৮০৩৪৮৪। ডি-৬০২৭৯৭

✸ বিএসসি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বুয়েট। পিএইচডিধারী টেক্সাস আরলিংটন। আমেরিকায় মাইক্রোন টেকনোলজিতে কর্মরত গ্রীণকার্ডধারী (৩৩-৫´-১০´´) পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৭৮৭৫১১৭১৭। ডি-৬০২৭৯৬

✸ এমবিবিএস স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ। বিসিএস ৩৯তম (ঢাকায় পোস্টিং)। এফসিপিএস পার্ট-১ মেডিসিন। ঢাকায় বসবাসরত সুপ্রতিষ্ঠিত (৩১-৫´-১০´´) পাত্রের পাত্রী। মোবা: ০১৭৩০২১৫৯২৮। ডি-৬০২৮১২

✸ আমেরিকার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (৩২-৫´-৮´´) লন্ডনের ডাক্তার (৩২-৫´-৮´´) আর্মির ক্যাপ্টেন (২৯-৫´-৬´´) বিসিএস ডাক্তার (৩২-৫´-৭´´) ম্যাজিস্ট্রেট (২৯-৫´-৬´´) পাত্রদের। নাহার আপা-মহাখালী-ডিওএইচএস # মোবাইল: ০১৭২০-৮২০৬১৮। ডি-৬০২৮০০

✸ বুয়েট (৫০-৫´-১০´´) ডাক্তার (৩৬-৫´-৮´´) ব্যাংকার (৪০-৫´-৮´´) আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ার (৩৫-৫´-৮´´) কানাডার ইঞ্জিনিয়ার (৪০-৫´-৭´´) ডিভোর্স পাত্রদের। নাহার আপা-মহাখালী-ডিওএইচএস # মোবাইল: ০১৭২০-৮২০৬১৮। ডি-৬০২৮০১

পাত্র-পাত্রী চাই

✸ দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্রপাত্রী ম্যাচমেকিং-এর ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা, সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করছে "ম্যারেজ সল্যুশন বিডি" "দৃষ্টিভঙ্গি বদলান/জীবন বদলে যাবে"# ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯/০১৬১৭-০১৪১৪০। ডি-৬০২৯৩৬

✸ প্রাইভেসী রক্ষা করে প্রত্যাশা অনুযায়ী দেশে-বিদেশে উচ্চশিক্ষিত পাত্র-পাত্রী সন্ধানের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান বিবাহ বন্ধন, বিস্তারিত www.bibahabondhon.com, বাড়ি-৩১৩/এ, রোড-২১, ডিওএইচএস মহাখালী। ০১৭১৫৬৪৩৯৬৮, ০১৭১৫০৪৫২০৯। ডি-৬০২৯৩০

✸ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকার, বিসিএস ক্যাডার, পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষাসহ সিটিজেন (ইসলামী মূল্যবোধ সম্পন্ন) পাত্র-পাত্রীর উত্তম সন্ধানদাতা। আন-নিকাহ: ০১৩৩৪৩৩৪৬৩৩, ০১৯৭৭৭৭১৮১৭। সি-৬০২৭৯৩

✸ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডার সকল ধরনের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ম্যাট্রিমনি-বাংলাদেশ-উত্তরা হোমসার্ভিস। # ০১৩১৫১৩১৩৫৭। ডি-৬০২৯৮৯

✸ বিসিএস ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, মেজর, ম্যাজিস্ট্রেট, শিল্পপতি, সিটিজেন ও এমবিএ সুন্দরীসহ পাত্রপাত্রীর প্রতিষ্ঠান। মোস্তফা স্যার- হোমসার্ভিস। ০১৭৭৭৬৫৯৯০০। ডি-৬০৩০০৭

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি.
ঝিনাইদহ ব্রাঞ্চ, ঝিনাইদহ

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৩(১) ধারার বিধান অনুযায়ী

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি. ঝিনাইদহ ব্রাঞ্চ, ঝিনাইদহ এর ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান রাহি স'মিল এর প্রোপ্রাইটরঃ জনাব শেখ তাহিদুল কবির (লিটু), পিতা-মৃত আব্দুল মান্নান, মাতাঃ মোছাঃ রওশন আরা, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ বিষয়খালী, ডাকঃ খড়িখালী-৭৩০০, ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ। ব্যবসায়ীক ঠিকানা- বিষয়খালী বাজার, ডাকঃ খড়িখালী-৭৩০০, যশোর-ঝিনাইদহ মহাসড়ক, ঝিনাইদহ এর নিকট ৩১/০৩/২০২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত চলতি মুলধন (হাইপো) ঋনের সুদসহ ব্যাংকের মোট পাওনা ১৫,৮৪,৯৩৯.১৯/- (পনের লক্ষ চুরাশি হাজার নয়শত উনচল্লিশ টাকা উনিশ পয়সা) টাকা ও অন্যান্য খরচ এবং আদায় কালতক সুদ আদায়ের নিমিত্তে তফসিলভুক্ত বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তি নিলামে বিক্রির জন্য নিম্নেবর্নিত শর্তাদিতে সীল মোহরকৃত দরপত্র আহবান করা যাইতেছে ঃ-

"বন্ধকী সম্পত্তির তফসীল পরিচয়"

জেলা- ঝিনাইদহ, থানা- ঝিনাইদহ, মৌজা-বিষয়খালী, জে.এল নং- ১১০।

খতিয়ান নং	দাগ নং	রকম	পরিমান শতক	চৌহদ্দি	মালিকানা
এস এ -১১০২, সেপারেশন-১১০২/৩, আর এস-৮৩২।	সাবেক ১৭৩৬, হাল ২৯৭১।	বসতবাড়ী	১০.০০ (দশ) শতক	উত্তরে- বিষয়খালী-কেশবপুর রাস্তা, দক্ষিনে- নিজ; পূর্বে- নিজ; এবং পশ্চিমে- নিজ।	১। জনাব- শেখ তাহিদুল কবির (লিটু)। ২। শেখ আমিনুল কবির।
		মোটঃ	১০.০০ শতক		

শর্তাবলী ঃ

১। আগামী ২৭/১১/২০২৪ ইং তারিখ বেলা ২.০০ ঘটিকার মধ্যে সরাসরি বা রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে অত্রাদালতে রক্ষিত দরপত্র গ্রহনের বাক্সে নিলাম দরপত্র দাখিল করতে হবে। দর দাতাগন বা তাহাদের প্রতিনিধিগন (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) এর সম্মুখে উক্ত তারিখে বেলা ২.০১ ঘটিকার সময় দরপত্র বাক্স খোলা হবে।

২। নিলাম দরপত্র সাদা কাগজে স্পষ্ট অক্ষরে নিলাম দরপত্র দাতার নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে) প্রদত্ত দর অংকে ও কথায় লিখিয়া সিল মোহরকৃত খামে দাখিল করতে হবে। খামের উপর সম্পত্তি নিলামে ক্রয়ের দরপত্র লিখিয়া দাখিল করতে হবে।

৩। নিলাম দরপত্রের সাথে নিলাম দরপত্র দাতার জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।

৪। প্রত্যেক দর দাতাকে উদ্ধৃত দর অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা হলে উহার ২০%, উদ্ধৃত দর ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনূর্ধ্ব ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হলে উহার ১৫% এবং উদ্ধৃত ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হলে উহার ১০% এর সমপরিমাণ টাকা জামানত স্বরূপ অর্থঋণ আদালত নং-১, ঝিনাইদহ- এর অনুকূলে যে কোন তফসিলী ব্যাংক এর ব্যাংক ড্রাফ্‌ট বা পেমেন্ট অর্ডার বা পে-অর্ডার দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।

৫। দরদাতা অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনূর্ধ্ব ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে এবং ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সমুদয় মূল্য পরিশোধ করবেন এবং তা করতে ব্যর্থ হলে জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হবে।

৬। দরপত্রে প্রদত্ত মূল্য অস্বাভাবিক কম/অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হলে, একটি তফসিলের আংশিক সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য দরপত্র দাখিল হলে এবং কম জামানত প্রদান করা হলে কিংবা ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র দাখিল করা হলে দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গন্য হবে।

৭। তফসিল সম্পত্তির উপর কোন সরকারী, আধা সরকারী বা স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানের যথা-সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, পিডিবি, পল্লী বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি সহ অন্য যে কোন পাওনা দারের পাওনা বা দাবী থাকিলে তা পরিশোধের কোন দায়-দায়িত্ব ডিক্রিদার/ব্যাংক এর উপর বর্তাবে না। প্রস্তাবকৃত মূল্যেও উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর দও দাতাকে বহন করতে হবে।

৮। উপরে বর্ণিত (৪) ও (৫) এর অধীনে প্রথম সর্বোচ্চ দও দাতার জামানত বাজেয়াপ্ত হলে আদালত ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দর দাতাকে সম্পত্তি ক্রয়ে আহবান করতে পারবেন।

৯। কৃতকার্য দর দাতার অনুকূলে শর্ত পূরন সাপেক্ষে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির দখল আদালতের মাধ্যমে হস্তান্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১০। নিলামে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য ডিক্রিদার ব্যাংকে অফিস চলাকালিন সময়ে যোগাযোগ করতে পারবেন।

১১। কোন কারণ দর্শানো ব্যতি রেখে যে কোন দরপত্র বা সকল দরপত্র বাতিল করিবার অধিকার আদালত সংরক্ষণ করেন।

আদালতের আদেশক্রমে
মোঃ আব্দুস সাত্তার
সেরেস্তাদার
জর্জ, অর্থঋণ আদালত-১, ঝিনাইদহ।

পাঠাও তোমার লেখা-আঁকা

গল্প, ছড়া, আঁকাসহ যেকোনো কিছু পাঠাতে ই-মেইল করো এখানে—gollachut@prothomalo.com

গল্প

বল্টুর বাড়ি ফেরা

রাফিয়া আলম

বল্টুর সঙ্গে দেখা

শহরের প্রান্তে চাচার সঙ্গে মেলা দেখতে এসেছে রুশো। মেলার একপাশে ডুগডুগি বাজাচ্ছে একটা লোক। সেই তালে একটা ছোট্ট বাঁদর লাফাচ্ছে। ভারি মজা! কিন্তু দুই মিনিট পরই বাঁদরটা বসে পড়ল। লোকটা লাঠি নিয়ে বাঁদরটাকে ভয় দেখাল। বাঁদর তবু উঠল না। রুশোর মনে হলো, বাঁদরটা যেন মিনতি করছে।

'ওহ্, চাচ্চু...!' চেঁচিয়ে উঠল রুশো, 'ওকে তো...!'

চাচারও খারাপ লাগছে। বললেন, 'রুশো, আমরা অন্য দিকে যাই, চলো।'

রঙিন মেলাটাকে রুশোর বড্ড ফ্যাকাশে লাগতে থাকে। এটা বুঝতে পেরে তাকে আইসক্রিম, চকলেট আর হাওয়াই মিঠাই কিনে দিতে চাইলেন চাচা।

রুশো বলল, 'চাচ্চু, তুমি আমাকে বরং ওই বাঁদরটা কিনে দাও।'

আকাশ থেকে পড়লেন চাচা। এই ছেলে বলে কী! বোঝাতে চেষ্টা করলেন, এটা অবাস্তব। রুশো জেদ ধরল। বাধ্য হয়ে তাকে আবার সেই জায়গায় নিয়ে গেলেন চাচা। আসর ভেঙে গেছে। লোকটা বাঁদরটাকে মারছে। চাচা গিয়ে মার থামালেন। বাঁদরটা চাচার পা জাপটে ধরল। ওটাকে কিনে নিতে চাইলেন চাচা। লোকটা কি আর রাজি হয়! একটা চাকরির আশ্বাস, বেশ কিছু টাকা আর নিজের ফোন নম্বর লোকটাকে দিয়ে তবেই বাঁদরটাকে কিনতে পারলেন চাচা। দরাদরির সময়ই ছোট বাঁদরটাকে কোলে তুলে নিয়েছে রুশো।

তার পর থেকে বাঁদরটা ওদের সঙ্গেই থাকে। ওর মজার কীর্তিতে বাড়ির সবাই খুশি। ওর নাম রাখা হলো বল্টু।

এক মাস আগে

স্কুলের জন্য তৈরি হচ্ছিল মুমু। হঠাৎ একটা অদ্ভুত শব্দ—কিচ কিচ কিচ কিচ...কিচ কিচ কিচ কিচ! শব্দটা অনুসরণ করে খাবারঘরে গিয়ে তো ওর চক্ষু চড়কগাছ! তিন-তিনটা বাঁদর! দুটো মেঝেতে বসে খোসা ছাড়িয়ে কলা খাচ্ছে, আরেকটা টেবিলে রাখা পাউরুটির প্যাকেট ছিঁড়ছে। চিৎকার করতে গিয়েও থমকে গেল মুমু। কী আগ্রহ নিয়েই না খাচ্ছে! অথচ নাশতা নিয়ে রোজ কত না বাহানা সে করে!

হঠাৎ ঘরে ঢুকে এই দৃশ্য দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন বাবা, 'সরে যাও! আঁচড়ে দেবে!'

মুমু সরল না। বাবার চেঁচামেচিতে বাঁদর তিনটিকে মনে হলো বিরক্ত। বাবা একটা লাঠি এনে ওগুলোকে তাড়াতে যাবেন, এমন সময় ঘরে ঢুকলেন মা। ব্যাপার বুঝতে পেরে বাবাকে আটকালেন তিনি। বললেন, 'তাড়িয়ো না। ক্ষুধা পেয়েছে, খেয়ে চলে যাবে।' বিস্ফারিত চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন বাবা। বাঁদরগুলো যা বোঝার, বুঝে নিয়েছে। সকালে ফ্রিজ থেকে ডিম বের করে রেখেছিলেন মুমুর মা। তিনটি বাঁদর তিনটি ডিম তুলে নিল। যে বাঁদর পাউরুটির প্যাকেট ছিঁড়ছিল, সে কলার কাঁদিটাও নিল। মুমুর বাবাকে একবার মুখ খিঁচাল। অগ্নিদৃষ্টি দিয়ে তাকালেন বাবা। বাঁদরগুলো গেস্টরুমের বারান্দা দিয়ে দোতলা থেকে নেমে গেল।

আজব এক ঘটনা

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। কাজে ব্যস্ত মুমুর বাবা, তিনি এখানকার অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন। হঠাৎ হট্টগোল শুনে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন, একটি আহত বাঁদর এসেছে। ভাবসাবে মনে হচ্ছে, চিকিৎসা চাইছে। টিকিট বিতরণকারী কর্মচারী বললেন, 'এইটারে এখন কী করব স্যার?'

বাঁদরটাকে দেখেই মুমুর বাবার মনে পড়ে গেল, চিকিৎসক জীবনের শুরুতে আর সব চিকিৎসকের মতো তিনিও একটি শপথ নিয়েছিলেন, যার মূলমন্ত্র ছিল মানবিক দৃষ্টিতে সব রোগীকে দেখবেন আজীবন। বাঁদরটিকে প্রাণিচিকিৎসক বা বন বিভাগের কর্মকর্তার কাছে নেওয়ার আগে তার যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা করাকে দায়িত্ব মনে করলেন তিনি।

চিকিৎসা করতে গিয়ে বাঁদরদের প্রতি রাগ-ক্ষোভ সবই দূর হয়ে গেল মুমুর বাবার। বুঝতে পারলেন, ওদেরও যন্ত্রণা হয়, ওদেরও ক্ষুধা লাগে। এর পর থেকে মুমু আর তিনি প্রায়ই বাঁদরদের খাওয়ান। মজার ব্যাপার হলো, সুস্থ হয়ে একমুঠো ডুমুর নিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হাজির হয়েছিল সেই বাঁদর। মুমুর বাবাকে খুঁজে নিয়ে তাঁকে দিয়েছিল ডুমুরগুলো। সেসব বাসায়ও নিয়ে গিয়েছিলেন মুমুর বাবা।

নতুন ঠিকানায় বল্টু

ফোনে একদিন খালামণি, অর্থাৎ মুমুর মাকে বল্টুর কথা জানাল রুশো। শুনে খালামণি বললেন, বাঁদর কিন্তু পোষা প্রাণী নয়। স্বাধীনভাবে বাঁচতে না দিলে সে স্বাভাবিক জীবন হারাবে।

প্রথমে মন খারাপ করলেও পরে বুঝতে পারল রুশো। এরপর দুই বাড়ির বড়রা ছোটখাটো একটা 'অনলাইন মিটিং' করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে মুমুদের বাসার কাছে যেখানে বাঁদরগুলো থাকে, সেখানেই বল্টুকে ছেড়ে দেওয়া হবে। গাড়িতে করে রুশো আর তার চাচা মুমুদের বাসায় এলেন। সঙ্গে বল্টু। মুমু আর রুশোকে নিয়ে জঙ্গলের ধারে গেলেন মুমুর বাবা। তাঁর কোলে বল্টু। চিকিৎসা নেওয়া বাঁদরটা কাছে এসে পরম মমতায় বল্টুকে জড়িয়ে ধরল। বল্টুও খুশি।

আরেহ্! মুমুর বাবার চোখে দেখি পানি! অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল মুমু আর রুশো।

অলংকরণ : আরাফাত করিম

ছড়া

এমন যদি হতো

আরশী হাসনা আশরাফী

নবম শ্রেণি, সলিমুন্নেসা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ

দিনটা যদি হতো রে ভাই
ছত্রিশ ঘণ্টায়
খুশির বৃষ্টি ঝরত আমার
অবুঝ মনটায়।

জীবন হতো কী যে সুন্দর
উড়তাম শুধু ফর ফরা ফর!

যেমন ওড়ে 'পোজজাপতি'
এমন হলে কী হয় ক্ষতি?

কিংবা হতাম পঙ্খীরাজ
থাকত পড়ে বাড়ির কাজ।

বারো ঘণ্টাই ঘুমাতাম আর
খেলতে যেতাম দিনে দুইবার।

দুটি ঘণ্টা পড়ার জন্য
এমন হলে হতাম ধন্য।

ভূত বন্ধু

শেহেতা জারাব

তৃতীয় শ্রেণি, রেডিও কলোনি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সাভার, ঢাকা

বাসায় ছিলাম একা
হঠাৎ করে পেলাম সেদিন
ছোট্ট ভূতের দেখা!

কী করব, একা আমি!
ভূতকে দেখে কেবল ঘামি।

মনে সাহস এনে বলি,
'ভূত ভাই কি একা?'
ভূতটা বলে, 'একা বলেই
করতে এলাম দেখা।'

অলংকরণ : মাসুক হেলাল

আঁকা : **মাহিমা আক্তার**

তৃতীয় শ্রেণি, বিনোদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মুন্সিগঞ্জ

মাথা খাটাও প্লুটো নামের কুকুরটি কোন পথে গেলে হাড্ডির নাগাল পাবে?

আঁকা : **শাইয়ারা আনজুম হাসান**

দ্বিতীয় শ্রেণি, ওয়াইডব্লিউসিএ জুনিয়র গার্লস হাইস্কুল, ঢাকা

গুড্ডুবুড়া
আনিসুল হক
আঁকা : নাইমুর রহমান

রাজনৈতিক কবিতার বাইরের শামসুর রাহমান

কুদরত-ই-হুদা

বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা মূর্ত হয়েছে শামসুর রাহমানের কবিতায়। এর বাইরেও তাঁর কবিতা হেঁটেছে বিচিত্র পথে। বাংলা কবিতার ভাষায় ঢাকার মালিকানাস্বত্বের প্রতিষ্ঠাও কি এই কবির হাতে ঘটেনি? কবির জন্মদিন মনে রেখে এসব প্রশ্নের তত্ত্বতালাশ

শামসুর রাহমান (২৩ অক্টোবর, ১৯২৯—১৭ আগস্ট, ২০০৬)। ছবি : নাসির আলী মামুন, ফটোজিয়াম

বাংলাদেশের কবিতাবিষয়ক আলাপ-আলোচনায় শামসুর রাহমানকে 'জাতীয়তাবাদী কবি' হিসেবেই প্রধানত বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এ জন্য তিনি যথেষ্ট নন্দিত ও নিন্দিত হয়ে থাকেন। নিন্দুকেরা বলেন, তিনি 'আইটেম কবি'। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনায় তিনি কবিতা লিখেছেন। ফলে কবিতা নয়, কবিতায় ধারণ করা ঘটনাই রাহমানকে বাঁচিয়ে রেখেছে। নতুবা এত দিনে রাহমান মরে ভূত হয়ে যেতেন। অনেকে তো এ-ও বলেন যে রাহমান বাংলাদেশের কবিতার 'গন কেস'।

শামসুর রাহমান বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার সবচেয়ে নিকটজন কবিদের একজন। কথাটা অমূলক নয়। তাঁর চিন্তাধারা ওই চেতনার সঙ্গেই সবচেয়ে বেশি মিলমিশ খায়। তিনি বরাবর ওই চেতনার সঙ্গে মিলেমিশেও চলেছেন। আবার ১৯৫২ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার জুতসই কবিতাটির রচয়িতাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনিই—এ কথাও সত্যি। কিন্তু শামসুর রাহমান এতেই ফুরিয়ে যান না। তাঁর অন্যতর গুরুত্ব আছে বলে মনে করি। গুরুত্বটা প্রধানত বাংলা কবিতার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। বিস্তারে যাওয়া যাক।

২.

শামসুর রাহমান পঞ্চাশের দশকের কবি। তাঁর আগের প্রজন্ম; অর্থাৎ চল্লিশের দশকের কবিদের অধিকাংশই কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন মূলত কলকাতায়। তাঁদের যে কারও কবিতা ছাপা হওয়ার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, অধিকাংশ কবিতাই ছাপা হয়েছে মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকায়। তখন 'কবিতার মান', বিষয়-আশয় এবং আরও নানা কারণে দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেদের কবিতা নিজেদের পত্রিকায় ছাপা হতো। যে কারণে বিশেষ সম্প্রদায়ের 'কোটারি-কবি' পরিচয়েই তাঁদের বেড়ে উঠতে হয়েছে। 'কলকাতার মূলধারার বড় বড় কবি' মাঝেমধ্যে এঁদের কারও কারও পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন। তাতেই এঁরা খুশিতে আটখানা হয়ে উঠতেন। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে নগর কলকাতার সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে একটা অপরতারবোধ যে তাঁদের তাড়িত করত, একটা চাপা অসন্তুষ্টির তলে যে তাঁরা কবিজীবন যাপন করতেন, এটা বোঝা কোনো জটিল বিষয় নয়। এ কারণে চল্লিশের দশকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ব্যতিক্রম বাদে তাঁরা প্রায় সবাই শামিল হয়েছেন। যাঁর যতটুকু সামর্থ্য ছিল, তা-ই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন পাকিস্তান হাসিলের লড়াই-সংগ্রামে। রচনা করেছেন পাকিস্তানবাদী চেতনাসমৃদ্ধ কবিতার পর কবিতা। কারণ, তাঁরা সবাই সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন চাইতেন; চাইতেন আত্মমর্যাদা।

কিন্তু শামসুর রাহমানের এসব সংকট ছিল না। তাঁর জন্ম, বেড়ে ওঠা, পড়াশোনা, কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ—সবই বর্তমান বাংলাদেশের ভূগোলে ঘটেছে। আরও সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, ঢাকায় ঘটেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নয়; বরং পাকিস্তানবিরোধী নানা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে তিনি বেড়ে উঠেছেন। ফলে তিনি ও তাঁর প্রজন্মের কবিরা পূর্বজদের পাকিস্তানবাদী ও সাম্প্রদায়িক পরিচয়-চিহ্নিত কবিতার কাছে হাত পেতে নেওয়ার মতো তেমন কিছু দেখলেন না। তাঁরা বরং কলকাতার ত্রিশের দশকের কবিদের আধুনিকতাবাদী কবিতার সঙ্গে নিজেদের গভীরভাবে যুক্ত করলেন। প্রেরণা ও নন্দনরুচি—সবই নিলেন সেখান থেকেই। এ কারণে দেখি, শামসুর রাহমানের প্রথম কবিতা 'রূপালী স্নান'কে অনেকে জীবনানন্দ দাশের কবিতা বলে মনে করেছিলেন। প্রথম দিকের এক স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে আত্মজীবনী *কালের ধুলোয় লেখায়* শামসুর রাহমান বলেছেন, রেডিওতে 'আমন্ত্রিত হয়ে আবুল হোসেনের কাছে একটি মুদ্রিত কবিতা জমা দিই। তিনি আমাকে অন্য একটি কবিতা আনতে বললেন, সম্ভবত জীবনানন্দগন্ধী কবিতাটি তাঁর ভালো লাগেনি।'

> বাংলা কবিতার ভাষাকে তিনি ড্রয়িংরুম থেকে জনসমুদ্র হয়ে অলিগলির মধ্যে, নিত্যকার কলকোলাহলের মধ্যে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন।

কিন্তু খুব দ্রুতই রাহমান নিজের কবিতায় নোঙর করতে পারলেন। আবদুল মান্নান সৈয়দের মতে, দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *রৌদ্র করোটিতে* (১৯৬৩) থেকেই রাহমান ওই প্রভাব কাটিয়ে ওঠেন। কিন্তু নিবিড় পাঠ দিলে বোঝা যায়, আসলে প্রথম কাব্যগ্রন্থেই অনেক কবিতা পাওয়া যাবে, যেখানে তিনি নিজের কবিতাটি নিজের মতো করে লিখে উঠছেন। এরপর তিনি এমন সব কবিতা লিখে উঠতে লাগলেন, যেসব কবিতা ভাবে, ভাষায়, বিন্যাসে, উচ্চারণে কিছুতেই আর জীবনানন্দের নয়; কলকাতার নয়।

৩.

ত্রিশের দশকের কবিরা চেয়েছিলেন কবিতার ভাষাকে গদ্যের কাছাকাছি আনতে। এই কাজে তাঁরা কিছুটা সফল হলেও চলিত গদ্যের চলনভঙ্গির মধ্যে কবিতার ভাষাকে পুরোপুরি তাঁরা আঁটিয়ে উঠতে পারেননি। সেই কাজ সম্ভব করলেন ঢাকার কবি শামসুর রাহমান। বাংলা কবিতার ভাষাকে তিনি ড্রয়িংরুম থেকে জনসমুদ্র হয়ে অলিগলির মধ্যে, নিত্যকার কলকোলাহলের মধ্যে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। কবিতার ভাষার গা থেকে আরোপিত কাব্যিকতাকে অনেকটাই ঝেড়ে ফেলেছিলেন। উদাহরণের জন্য শামসুর রাহমানের যেকোনো কবিতাকেই নেওয়া যাবে। যেমন লক্ষ করা যাক, *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যের 'দুঃখ' কবিতাটির একটি অংশ, 'আমাদের একরত্তি উঠোনের কোণে উড়ে আসে চৈত্রের পাতায়/ পাণ্ডুলিপি বই ছেঁড়া মলিন খাতায়/ গ্রীষ্মের দুপুরে ঢকঢক্/ জল-খাওয়া কুঁজোয় গেলাশে, শীত-ঠক্‌ঠক্/ রাত্রির নরম লেপে দুঃখ তার বোনে/ নাম/ অবিরাম'। অথবা প্রথম কাব্যগ্রন্থ *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগের* 'তিন শো টাকার আমি' কবিতার একটি অংশও লক্ষ করা যায়, 'আখেরে হলাম এই? আর দশজনের মতন/ দৈনিক আপিশ করা, ইস্ত্রি করা কামিজের তলে/ তিন শো টাকার এই পোষমানা আমিকে কৌশলে/ বারো মাস ঝড়ে জলে বয়ে চলা যখন তখন?' দেখা যাচ্ছে, কবিতাকে তিনি যত দূর সম্ভব জনপাঠ্যের কাছাকাছি আনতে পেরেছিলেন। বর্ণনাত্মক রীতির সঙ্গে উপমা-চিত্রকল্পের ব্যাপকভিত্তিক তালিকাপাত এবং এরই মধ্যে সহজিয়া টুংটাং ধ্বনিব্যঞ্জনার মধ্যস্থতায় রাহমান এমন এক কাব্যভাষার জন্ম দিলেন, যা তাঁকে ঈর্ষণীয়ভাবে পাঠকপ্রিয় করে তুলল। তাঁর নতুন আধুনিক কবিতার বার্তা দ্রুতই পৌঁছে গেল বাংলা কবিতার দীর্ঘ দেড় শ বছরের রাজধানী কলকাতায়। সেখানকার বাঘা বাঘা কবি স্বীকার করে নিলেন তাঁকে। প্রায় প্রত্যেকেই স্বীকার করলেন, বাংলা কবিতার নতুন রাজধানীর নতুন যুবরাজ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন একজন—শামসুর রাহমান।

ঢাকার মতো একটা অনগ্রসর শহরে বসে শামসুর রাহমান সমগ্র বাংলা কবিতার মধ্যে এই যে একটা বিশেষত্ব নিয়ে এলেন, তা কিন্তু তিনি আনলেন নিজের দেশকালের পক্ষে থেকেই। রবীন্দ্রোত্তর যুগের আধুনিক কবিদের; বিশেষত ত্রিশের দশকের অধিকাংশ কবির কবিতা আস্বাদনের জন্য নির্দিষ্ট দেশকাল বা ভূগোল জরুরি ছিল না। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের কবি হিসেবে রাহমানের একটা বড় বিশেষত্ব এই যে কবিতাকে তিনি নির্দিষ্ট দেশকালের মধ্যে নামিয়ে আনলেন।

শামসুর রাহমান বাংলাদেশের কবিতার পঞ্চাশের দশকের সেই কবি, যাঁর কবিতার মধ্যে একটা 'লোকাল ফ্লেবার' আছে। সেটা ঢাকাই ফ্লেবার। তাঁর কবিতায় মূলত ঢাকা শহরের পার্ক থেকে ফুটপাত হয়ে ড্রয়িংরুম পর্যন্ত সবই প্রায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। পুরান ঢাকার অলিগলি আর জীবনের কথা না-হয় বাদই দিলাম। যদিও অনির্দিষ্ট ভূগোলের কবিতাও রাহমানের কম নয়, তবু ঢাকার নাগরিক জীবনের খুঁটিনাটির উপস্থাপনে রাহমানের জুড়ি বোধ করি তিনি নিজেই। ঢাকাই জীবনের কবিতার জন্য কলকাতাই সমীহ প্রথম বোধ করি আদায় করতে পেরেছিলেন শামসুর রাহমান।

শুধু কি ঢাকার জীবন! না, শুধু জীবন নয়; জবানও। রাহমানের কবিতায় যেহেতু ঢাকাকে বোঝা যায়, সেহেতু ঢাকার জবানও নানাভাবে তাঁর কবিতায় মূর্ত হয়েছে। এই মূর্তি যে খুব বেশি প্রত্যক্ষ, তা নয়। জসীমউদ্‌দীন, আল মাহমুদ বা আসাদ চৌধুরীর ভাষার সঙ্গে ঢাকার, তথা পূর্ব বাংলার, তথা বাংলাদেশের ভাষার যে ধরনের সম্পর্ক, রাহমানের কবিতার ভাষার সঙ্গে ঠিক সেই ধরনের সম্পর্ক নয়। কিন্তু রাহমানের কবিতার ভাষার মধ্যকার আটপৌরে চলনস্বভাব আর প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার তাঁর ভাষাকে অন্তত ঢাকার শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত করে দিয়েছে। উপনিবেশায়নের কালে বাংলা ভাষা যে সংস্কৃতায়নের শিকার হয়েছিল এবং মুসলিম জবানের অপরায়ণের ভেতর দিয়ে গিয়েছিল, রাহমানের কবিভাষা ওই অপরায়ণের ঐতিহাসিক পরম্পরাকে যথেষ্ট পাশ কাটাতে পেরেছে।

এদিক থেকে বলা যায়, বাংলা কবিতার ভাষায় এই প্রথম ঢাকার মালিকানাস্বত্বের প্রতিষ্ঠায়ন ঘটল। এর আগে চল্লিশের দশকে ঢাকার কবিতার ভাষায় স্বাতন্ত্র্য আরোপের যে চেষ্টা চলেছিল, তা বাংলাদেশের কবিতায় এবং বাংলা কবিতার 'মূলধারায়' খুব বেশি সমীহ আদায় করতে পারেনি। কিন্তু রাহমান ঢাকার কথ্য বাংলার স্বভাব, শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের মুখ থেকে নেওয়া উল্লেখযোগ্য আরবি-ফারসি শব্দের প্রযোজনায় সেই সমীহ আদায় করতে পেরেছিলেন। যদিও হুমায়ুন আজাদ তাঁর *শামসুর রাহমান : নিঃসঙ্গ শেরপা* গ্রন্থে রাহমানের কবিতায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারকে 'অধিকতর ক্ষতি'র কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আজাদের কাছে যা 'ক্ষতি', তা-ই আসলে রাহমানের 'সম্পদ' বলে অনেকে মনে করেন।

ফলে শামসুর রাহমান কেবল জাতীয়তাবাদী চেতনার কবি নন, নন শুধু 'রাজনৈতিক আইটেমসর্বস্ব' কবি। বাংলাদেশের কবিতায় শুধু নন, সমগ্র বাংলা কবিতার ভূগোলে রাহমান বেঁচে থাকবেন ওপরে আলোচিত তাঁর নিজস্ব নানা মৌলিক অবদানের জন্য; বাংলাদেশের ভাষা আর ভূগোলের অনুকূলে থেকেও ঢাকাকে বাংলা কবিতার নতুন রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বের জন্য। এ কারণেই বোধ করি শামসুর রাহমান পঞ্চাশ-ষাট—এমনকি সত্তরের দশকেও 'পূর্ব বাংলায় সাধারণের কাছে এবং কবি প্রার্থীদের কাছেও' হয়ে উঠেছিলেন 'কবি ও কবিতা হয়ে ওঠা-না ওঠার গজকাঠি'। এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার মধ্যেই শামসুর রাহমান বেঁচে থাকবেন বলে মনে করি।

নিহত হামাস নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ারের উপন্যাস থেকে

চোখ

আরবি থেকে অনুবাদ
মনযূরুল হক

হামাসের প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে ১৬ অক্টোবর হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী।

ধারণা করা হয়, গত বছর ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের অভ্যন্তরে হামলার পরিকল্পনাটি ছিল সিনওয়ারের। ১৯৬২ সালে খান ইউনিসের শরণার্থীশিবিরে জন্ম নেওয়া সিনওয়ারের যৌবন কেটেছে ইসরায়েলি কারাগারে। ২০১১ সালে মুক্তির পর গাজায় হামাসের প্রধান ব্যক্তিত্বে পরিণত হন তিনি। ২৩ বছরের বন্দিজীবনে তিনি হিব্রু ভাষা শেখেন। হিব্রু থেকে গোয়েন্দা সংস্থা শিন-বেতের দুই প্রধানের তিনটি বই অনুবাদ করেন তিনি। এ ছাড়া লেখেন আরও দুটি গবেষণা বই, একটি আখ্যান ও একটি উপন্যাস। উপন্যাসের নাম *আশ-শাওক ওয়াল কারানফুল*। বাংলা অনুবাদে উপন্যাসটির নাম *কাঁটা ও ফুল*, যার প্রচ্ছদে লেখা আছে, 'কারাগারের সঙ্গীরা প্রহরীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে লেখাগুলো গোপনে কপি করেন এবং যেকোনো উপায়ে সবার কাছে পৌঁছে দেন—এভাবে তারা পিঁপড়ার মতো খেটে বইটি আলোর মুখে এনেছেন।'

আশ-শাওক ওয়াল কারানফুল উপন্যাসে সিনওয়ার ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ থেকে শুরু করে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনের, বিশেষত গাজার দুর্দশাপীড়িত জনজীবন, স্বাধীনতাসংগ্রাম ও রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন। এখানে থাকল উপন্যাসের ১৭ ও ১৮ অধ্যায়ের কিছু অংশ, যাতে উঠে এসেছে গোয়েন্দাসংকুল গাজার মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন।

ক্যাম্পাসে যাওয়া-আসার পথে শরণার্থীশিবিরের প্রতিবেশী এক মেয়ের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। সে-ও একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের ক্যাম্পাস ও ক্লাসরুম সম্পূর্ণ আলাদা। শুধু যাওয়া-আসার পথ, বাসস্ট্যান্ড ও যানবাহনে একে অপরের দেখা হতে পারে। রাস্তায় দেখলে কখনো না চাইলেও তার দিকে চোখ পড়ে যায়। সে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। নির্দ্বিধ আত্মবিশ্বাসী পায়ে হাঁটে। আমি মুগ্ধ হয়ে ভাবি, এই মেয়ে তো সত্যিই পূর্ণিমার চাঁদ। মাঝেমধ্যে একপলক দেখে নিই, কিন্তু সালাম দেওয়ার সাহস হয় না—লজ্জা আর ভয়ে।

একদিন হঠাৎ আমাদের চোখের মিলন হয়। সারা শরীর শিউরে ওঠে আমার এবং হৃদয়ে প্রবল অনুভূতির স্রোত বয়ে যায়। মাত্র একপলকের দৃষ্টি বিনিময়, সঙ্গে সঙ্গেই সে তার চোখ নামিয়ে নেয়। এর পর থেকে ইচ্ছা করেই সেই পথ দিয়ে যাই, যে পথে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করে। তার দিকে না তাকাই, কথা না বলি তবু শুধু পথে তার আভাস পাওয়াই মনে কোন যেন শান্তি এনে দেয়!

নিজেকে প্রশ্ন করি বারবার, এটা কি সেই প্রেম, যার কথা সবাই বলে? তৃতীয়বার দৃষ্টি বিনিময় হওয়ার দিন আমি একটু মুচকি হাসি। তার মুখ লজ্জায় এমন লাল হয়ে ওঠে, যেন বেদানার মতো ফেটে যাবে। তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে সে দ্রুত পা চালিয়ে চলে যায়। কিন্তু আমি আমার সীমা জানি, তাই একমাত্র চাওয়া ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট চুকানোর আগে বা পরে যেন যথানিয়মে তার পরিবারে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারি। আর বেশি কিছু নয়, কেননা এটাই আমরা পরিবার থেকে শিখেছি।

আমাদের পরিবারে চাচাতো ভাই হাসানের ব্যাপারটা তত দিনে ইব্রাহিমকে নিদারুণ উদ্বেগে ফেলেছে। প্রায়ই সে আমাকে হাসানের কথা বলে। হাসানের কার্যকলাপের সত্যতা যাচাই করতে নিয়ে যায়। হাসানকে বহুবার গোয়েন্দা অফিসার আবু ওদাইর অফিসে দেখা গেছে। সে গেটের দারোয়ানকে একটি বিশেষ কার্ড দেখায় এবং এক বা একাধিক ঘণ্টা পর বেরিয়ে আসে। এ ছাড়া সে এমন অনেক দোকানে যায়, যেগুলোর মালিকেরা পরিচিত গুপ্তচর। রাস্তায় সে মেয়েদের দিকে অশ্লীল মন্তব্য ছোড়ে। কখনো কোনো বারবনিতাকে গাড়িতে বসিয়ে দূরের কোথাও চলে যায়।

মা রাতে আমাদের বেশি সময় বাইরে থাকতে দেন না। কেউ দেরি করে বাড়ি ফিরলে বা রাতে বাড়ির বাইরে যেতে চাইলে খুব কড়াকড়ি করেন। দরজার কাছে গেলেই ডাক দেন, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ, আহমেদ?' তার প্রশ্নের বন্যা থেকে তখন কেউ রক্ষা করতে পারে না। আমরা ঠিক করি, বাড়িতে সময়মতো ফিরব, পড়াশোনা করে তাড়াতাড়ি ঘুমাব, তারপর মাঝরাতে ইব্রাহিমকে বের হতে সাহায্য করব। সপ্তাহে এক বা দুবার সে বের হয়, ফিরে এসে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঘুমাতে যায়। কখনো জিজ্ঞেস করি না, কোথায় ছিল সে বা কী করেছে এতক্ষণ। এক রাতে ফিরে আসে ভীষণ বিমর্ষ চেহারায়, স্পষ্টতই কঠিন ধকল গেছে তার ওপর দিয়ে। পোশাক বদলে শুয়ে পড়ে। আমরা কোনো কথা বিনিময় করি না। সেই রাতের পর ইব্রাহিম আর হাসানের ওপর নজরদারি করতে যায় না। রাতে বাড়ির বাইরেও বের হয় না।

কিছুদিন পরের এক রাতে আমি একটু দেরি করে ফিরছি। গলিতে ঢুকে দেখি, রাস্তার পাশে গোয়েন্দা অফিসার আবু ওদাইয়ের গাড়ি। বেসামরিক পোশাক পরে সে মসজিদের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো। হাতের কিছু একটা দিয়ে দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করছে। আমি পাশের গলিতে ঢুকে অপেক্ষা করি। চলে যাওয়ার পর গলিতে হাঁটতে হাঁটতে দেখি, দেয়ালে কয়েকটা চিহ্ন আঁকা, আর নানান সংখ্যা।

বাড়িতে ফিরে ইব্রাহিমকে সম্পূর্ণ ঘটনা জানাই। সে তার বিছানায় বসে ক্লাসের পড়া পড়ছিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, 'দেরি না হলে এখনই দেখতে বের হতাম।' ফজরের নামাজে মসজিদের যাওয়ার পথে ইব্রাহিম সাবধান করে দেয়, যেন দেয়ালের দিকে আঙুল না তুলি। প্রথমে ভেবেছি, পৌরসভার চিহ্ন—গ্যাসলাইন বা বিদ্যুৎ বিভাগের নম্বর হবে। এখন বুঝতে পারছি, এগুলো হয়তো খুব গোপন ও বিপজ্জনক গুপ্তচরদের জন্য তৈরি কোড, যাদের পরিচয় এখনো ফাঁস হয়নি।

সেদিন বিকেলে ইব্রাহিম আমাকে খাতা-কলম নিয়ে গাড়িতে উঠতে বলে। আমরা শরণার্থীশিবিরের বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরি। কোনো দেয়ালে চিহ্ন দেখলেই গতি কমিয়ে টুকে রাখি। শিবিরের বাইরের কয়েক এলাকায়ও একই চিহ্ন দেখা যায়। সন্ধ্যার নামাজ শেষে ইব্রাহিম খাতার বিভিন্ন নম্বর তুলনা করতে থাকে। এই সংখ্যা তারিখ হবে, যেহেতু সব নম্বরই ১ থেকে ৩১-এর মধ্যে। দ্বিতীয় নম্বরটা ঘণ্টা, এটা ১ থেকে ২৪-এর মধ্যে। আর এই ছোট ছোট সংখ্যা মিনিট।

আমরা ঘুমাতে যাই, ইব্রাহিম সাবধানে সব কাগজ ধ্বংস করে ফেলে।

গভীর রাতে কোলাহলের শব্দে ঘুম ভাঙে। চোখ কচলাতে কচলাতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সাড়ে তিনটা। মা চিৎকার করে বলছেন, 'তোমরা কী চাও?'

আমি আর ইব্রাহিম বিছানা ছেড়ে উঠতে যাচ্ছি, প্রচণ্ড আঘাতে দরজাটা উড়ে যায়। অনেকগুলো বন্দুকের নল তাক করা। শুনি আবু ওদাইয়ের গলা, 'একদম নড়বে না, জায়গায় থাকো।'

কয়েকজন সেনা ঘরে ঢোকে। আবু ওদাই ইব্রাহিমের দিকে ইঙ্গিত করে বলে, 'তুমি ইব্রাহিম?'

'হ্যাঁ, কী চাও?'

আবু ওদাই হাসে, 'এত তাড়াহুড়ো কেন?' আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তুমি আহমেদ?'

আমাদের দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড় করানো হয়। সৈন্যরা ঘরটা চষে ফেলে, আবু ওদাই নিজেও তল্লাশি করে, ইব্রাহিমের সব কাগজ উল্টেপাল্টে দেখে। সন্দেহজনক সবকিছু এক জায়গায় জড়ো করে।

ইয়াহিয়া সিনওয়ার

ইয়াহিয়া সিনওয়ারের উপন্যাস *আশ-শাওক ওয়াল কারানফুল*

> মা তখনো চিৎকার করছেন, 'ঘরটা ধ্বংস করে দিলে, আল্লাহ তোমাদের ধ্বংস করুক!'

মা তখনো চিৎকার করছেন, 'ঘরটা ধ্বংস করে দিলে, আল্লাহ তোমাদের ধ্বংস করুক!'

প্রায় দুই ঘণ্টা তল্লাশির পর আমাদের দুজনকে পিছমোড়া করে বেঁধে চোখ কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। মা ক্রমাগত চিৎকার করে যাচ্ছেন, 'তোমরা ওদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' ...তারা আমাকে জিপে এমনভাবে ছুড়ে ফেলে, যেন আলুর বস্তা। টের পাই, আরেকটা বস্তা আমার গায়ে পড়েছে—এটা ইব্রাহিম।

আমি ভয়ে কাঁপছি। ইব্রাহিম ফিসফিস করে বলে, 'কাঁপছ কেন, শক্ত হও! কিছুই হবে না! কয়েক দিন পর আমরা আবার বাড়িতে ফিরে আসব।'

সারায়ায় (গোয়েন্দা অফিস) পৌঁছানোর পর গাড়ি থেকে আমাদের টেনেহিঁচড়ে নামানো হয়। অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। শুধু দরজা খোলা আর বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনছি। আরবি-জানা এক লোক আমাকে একটা ঘরের ভেতর ঠেলে দিয়ে চোখের বাঁধন খুলে দেয়। নিজেকে আবিষ্কার করি ছোট্ট একটা কক্ষের দুয়ারে। ভেতরে একটা টেবিল, ওপাশে বেসামরিক পোশাকের এক যুবক বসা। হাসিমুখে বলে, 'বসো।'

সামনের চেয়ারটায় বসি। হাত এখনো পেছনে বাঁধা। প্রশ্ন করে, 'হাসান কোথায়?'

আমি অবাক হয়ে বলি, 'বাড়িতে?'

'কোন বাড়িতে?'

'আমাদের বাড়িতে।'

সে আরও অবাক, 'তোমাদের বাড়িতে?'

'হ্যাঁ।'

টেবিলের কাগজপত্রের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোমাদের বাড়ির হাসান কে?'

'আমার ভাই হাসান।'

সে বুঝতে পারে। 'ওহ! আমি তোমার চাচাতো ভাই হাসানের কথা বলছি। সে কোথায়?'

'জানি না।'

সে হতাশ, 'কীভাবে জানো না?'

'বহু বছর ধরে আমাদের সঙ্গে থাকে না।'

'তাকে শেষ কবে দেখেছ?'

'মনে নেই।'

'আনুমানিক কবে?'

'অনেক বছর হয়েছে।'

'তোমরা শেষ কবে বাড়িতে তার নাম উল্লেখ করেছ?'

'মনে নেই।'

'তুমি কি শুনেছ, বছরখানেক আগে তাকে আক্রমণ করা হয়েছিল এবং সে মাস দুই হাসপাতালে ছিল?'

'হ্যাঁ, শুনেছি।'

'তার ওপর কে হামলা করেছে?'

'আমি কীভাবে জানব?'

'তোমার কী ধারণা?'

'জানি না। হতে পারে এমন কেউ, যার সঙ্গে তার বিরোধ। হয়তো কোনো মেয়ের পরিবার, যাকে সে হয়রানি করেছে।'

'বিশেষ কারও কথা বলতে পারো?'

'না, যেহেতু সে আমাদের কাছে কোনো গুরুত্ব বহন করে না।'

'তাহলে তুমি সত্যিই জানো না, সে এখন কোথায়?'

'না, আমি জানি না, জানতে চাইও না।'

সে লোক ডেকে পাঠায়। মাথায় আবার মোটা কাপড়ের ব্যাগ পরিয়ে টেনে বাইরে নিয়ে যায়। আবার দেয়ালের পাশে দাঁড় করানো হয়। হঠাৎ লাগাতার চড় আর লাথি আমার ধৈর্য ও ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়। পা দুটো আমাকে ধরে রাখতে পারছিল না। ধপ করে মাটিতে বসে পড়ি। সৈন্যরা ছুটে এসে মারতে শুরু করে, চিৎকার করে উঠে দাঁড়াতে বলে। আমি এত ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত যে তাদের মারধর আর গায়ে লাগে না। বহুবার মারে, দাঁড় করাতে চায়, কিন্তু আমি চাইলেও আর দাঁড়াতে পারি না। কাঁধ ধরে দাঁড় করালে আবার বসে পড়ি। আবারও মারধর করে, দাঁড় করায়, আবারও পড়ে যাই।

একসময় মনে হয়, পুরো তদন্তকেন্দ্রটি প্রাণ ফিরে পেয়েছে। আন্দাজ করি, এটি নতুন দিনের সূচনা। একটি ঘরে নিয়ে আমার মাথার বস্তা খুলে দেওয়া হয়। দেখি সামনে সাত-আটজন বসা। কিছু বোঝার আগেই একজন পায়ে লাথি মারে, আরেকজন বুকে ধাক্কা দেয়, আমি মেঝেতে পড়ে যাই, হাতকড়ার লোহার কড়া আমার পিঠে ঢুকে যায়। একজন বুকের ওপরে উঠে গলা চেপে ধরে, আরেকজন পেটে দাঁড়িয়ে পায়ের পাতা মাড়ায়। তৃতীয়জন পা দুটো ফাঁক করে ধরে, চতুর্থজন অণ্ডকোষে চাপ দিতে থাকে।

একসময় সবাই থামে। বুকে বসা ব্যক্তিটি জিজ্ঞেস করে, 'হাসান কোথায়?'

'জানি না।'

আবার একই ধারা শুরু হয়। আবার থামে, আবার একই প্রশ্ন চলে। একই উত্তর। তারপর আবার, তারপর আবার। একসময় বুঝতে পারে যে সত্যিই জানি না। এক সৈন্য আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, আমি সিদ্ধান্ত নিই যে আর দাঁড়াব না।

অলংকরণ : আরাফাত করিম

বাকি অংশ পৃষ্ঠা ১৫

● কবিতা

কামরুজ্জামান কামু

আতার গাছ

আমি একদিন বড় প্রান্তর দিয়ে আসব
গিহি বাতাসের বুকে খোলাচুল হয়ে হাসব
যদি লাফ দেয় দুটি কোলাব্যাঙ কোনো পুকুরে
আমি নামব সিসা চইচই করা দুপুরে
কোনো সাদেকের বাপ জাল ছোড়ে তার শব্দে
যেন কেঁপে ওঠে গত উনিশ শ খ্রিষ্টাব্দ
আমি বড় হয়ে গাছ হয়ে যাব রে আসাদ
বাড়ির পাশে ছোট্ট একটা আতার গাছ

প্রণব মজুমদার

বিবর্ণ হেমন্ত

হেমন্তের জলজ সমীরণে ফসলের মাটি মলিন
কৃষাণের নেই কোলাহল, স্পষ্ট আগামীর রোদন
রিক্ত ফসলের জমিনের পাকা ধানও অনুজ্জ্বল
রোদে কাস্তে হাতে মুখবন্ধ কৃষকের দীর্ঘশ্বাস
নেই ফসল কাটার জয়গান, সমবেত কোরাস
গোলায় সোনালি ধান; ভয় আগামীর চিন্তায়
বৈশ্বিক দুর্যোগে সবাই কি আর মানবিক হয়?
বিবর্ণ হেমন্তের দুঃখগাথা গ্রামবাংলাও শোনে না
মাঠে মাঠে তাই ফসল কাটার গান হয় ম্লান
নয় অপরূপ, হাইব্রিডে বিবর্ণ হেমন্তের ধান!

মাজহার সরকার

ঘন জীবনের সরীসৃপ

দৃষ্টি যদি আঙুলে এসে দুপুরের ট্রেন হয়ে থামে
তাকে অংশ দিতে দুলে ওঠে গুইসাপের ঘড়ি,
হাতের মুঠোয় রুটি ছিল, রুটির বুকে গমের প্রাণ
সাদিয়া দুইছিল ভেড়ার দুধ, মানসুর গুনছিল সরিষাখেত
হলুদগন্ধা দানা খেতে আসা কবুতরগুলো উড়ে যাচ্ছিল
সাদা আলোর স্রোত পায়ে ডানার স্বাদ ছায়ার শোভায়
যেন ঘাস ও ঘোড়ার প্রোজ্জ্বল অভ্যাস এসব ফুলের আছে।
আজ এই অগ্নিপ্রভ সরীসৃপ নিবিষ্ট বুকের বিস্তারে ঘুরে
ফেরে ফসলের সাধনায় ধমনির আবৃত্তির মতো।
অথবা কম জলে ঝলমলে মাছ যেমন রোদের ডাকে
দ্বিধায় কাঁপে অস্তিত্বের ছোরায়, ঝলক দেয়
আসে নীলিমার ডাঙা, আসে জেলেদের লোলুপ শিস
বীথিবনে শেওলায় সূর্যাস্ত মাখে নিবিড় মানুষের আঁশ,
দৃশ্য যদি নখে এসে রাতের ট্রেন হয়ে থামে
তাকে শনাক্ত করতে ঝুঁকে পড়ে মালতীর ঋতুরাগ
চোখের কোলে স্নেহ ছিল, স্নেহের কোলে প্রতিবেশী
সাদিয়া, মানসুর কিংবা এমন অনেকেই অপরূপ জ্বলে।

জব্বার আল নাঈম

আম্মাজান

কেন ফিরব? কোথায় ফিরব?
কার কাছে? কে আছে?
যে আপন করে ভাববে আমাকে
নতুন দিনের পাঠশালায় পড়াবে অ আ ক খ
তাগাদা দেবে বাড়ি ফেরার
ফিরে এসো কোমল সন্ধ্যায়
ঘরে ফেরা পাখির মতো
গিটারে আঙুল রেখে শব্দ তুলবে কিচিরমিচির
মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনব মোলায়েম সুর
নতুন শতাব্দীর মতো ভেঙে দেবে পুরোনো সব বঞ্চনা
কোমল হাতের স্পর্শে দূর করবে ব্যথা ও বেদনা।
নেই সেই মানুষ
নেই সেই প্রিয়জন!
না ফেরা এক ঘরে
কেন চলে যায়?
কেন ফিরব? কোথায় ফিরব?
কার কাছে? কে আছে?

● সবিশেষ

আবু মনসুর দাকিকি

‘শাহনামা’র যে আদিকবির প্রাণ গিয়েছিল আততায়ীর হাতে

মোস্তাক আহমাদ দীন

পারস্যের কবি আবু মনসুর দাকিকি সম্পর্কে একটা কথা প্রচলিত আছে, আবুল কাশেম ফেরদৌসি যদি মহাকাব্য *শাহনামায়* তাঁর উল্লেখ না করতেন, তাহলে তাঁকে পরবর্তীকালে কেউ আর চিনত না। কথাটা পুরোপুরি সত্য না হলেও একেবারে মিথ্যাও নয়। কেননা বিশ্বসাহিত্যের একসময়কার অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখকই তো আজ নানা কারণে বিস্মৃত। কিন্তু ৬০ হাজার পঙ্‌ক্তির যে মহাকাব্য *শাহনামা* বহুদিন আগে থেকেই ধ্রুপদি মর্যাদায় স্বীকৃত এবং দেশে দেশে যার পাঠ ও পরিচিতি বাড়ছে বৈ কমছে না, সেটি তো ফেরদৌসির স্বতন্ত্র ও স্বভাবী রচনা নয় শুধু, তার ‘বীজসূত্র’ ছিল দাকিকির এক হাজার পঙ্‌ক্তির রচনা আদি *শাহনামা*। বাংলা ভাষায় *শাহনামার* অনুবাদক মনিরউদ্দীন ইউসুফও তাঁর ভূমিকায় এর উল্লেখ করেছেন। ‘বীজসূত্র’ শব্দবন্ধটিও তাঁর। তিনি এ কথাও বলেছেন যে দাকিকির রচনায় বিশেষরূপে প্রভাবিত ছিলেন ফেরদৌসি। তারপরও দাকিকি কেন যে এতটা বিস্মৃত রয়ে গেলেন, তার খোঁজ করাটা জরুরি।

শুধু মনিরউদ্দীন ইউসুফই নন, সমালোচকদের বিচারেও দাকিকি দুই কারণে পারস্য সাহিত্যে মশহুর—এক. পারস্য ঐতিহ্যের ঐশ্বর্য লালন করে কাব্যচর্চা; দুই. তিনি ছিলেন *শাহনামার* সেই অগ্রজ লেখক, যিনি প্রথমে সহস্র পঙ্‌ক্তি মতান্তরে সহস্র দ্বিপদী রচনা করে বীজাধার তৈরি করে গিয়েছিলেন। এই মত এ কারণেই অস্বীকার করা যায় না যে অষ্টম শতকে আরবি ভাষা প্রভাব বিস্তার করার পরও তাঁরই অনুসারী ফেরদৌসি মূলত ফারসি শব্দভান্ডারের ওপর ভিত্তি করেই *শাহনামা* রচনা করেছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। তবে তাঁর সম্পর্কে যে কথা প্রচলিত যে *শাহনামায়* উল্লেখ না থাকলে তিনি হারিয়ে যেতেন, তা মেনে নেওয়া যায় না। একে তো ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে মহাকাব্য লেখা শুরু করে জরথুস্ত্রকাল পর্যন্ত এসে মৃত্যুর কারণে যাঁকে সহস্র পঙ্‌ক্তি রচনা করেও থেমে যেতে হয়েছিল, তাঁর সম্পর্কে এ কথা উচ্চারণ করা অশোভন নয় শুধু, অযৌক্তিকও। কারণ, এর আগে থেকেই গজল রচনায় তাঁর কবিখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়েছিল। আর সে জন্যই আমির আবুল মোজাফফরের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকা সত্ত্বেও সম্রাট নূর বিন মনসুর (শাসনকাল ৯৬১ থেকে ৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁকে সভাকবির মর্যাদা দিয়ে তাঁর ওপর *শাহনামা* রচনার গুরুভার ন্যস্ত করেন।

আবু মনসুর দাকিকির জন্ম আনুমানিক ৯৩৫ সালে তৎকালীন খোরাসান প্রদেশের তুস নগরে। মাত্র ৪২ বছর বয়সে একই স্থানে ৯৭৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। দাকিকির লেখায় প্রকৃতি ও পরম সত্তার প্রতি আকুলতা প্রকাশ পেলেও নারীর রূপ-বর্ণনাসম্পর্কিত গজলগুলোই ছিল বেশি জনপ্রিয়। তাঁর একটি গজলের কিছু পঙ্‌ক্তি পড়লে এর পরিচয় মিলতে পারে :

‘এই রাত্রি তোমার চুলের মতো কালো
আর দিন তোমার মুখের মতো উজ্জ্বল
তোমার ওষ্ঠ ও অধর যেন
নিপুণ শিল্পীর কারুকার্যময় মুক্তোদানা।
হরিণীর মতো তোমার অপরূপ দুচোখে
কত শত সর্বনাশ লেখা!’

দাকিকির অন্য একটি গজলে খেয়াল করি, প্রেম, প্রকৃতি, নারী প্রভৃতি একাকার করে দিয়ে তাঁর আত্মপরিচয়ের বার্তাটিকেও সেখানে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই গজলে প্রকৃতির অপরূপ বর্ণনা দেওয়ার পর দাকিকি বলেন, পৃথিবীতে চারটি জিনিস তাঁর প্রিয়—ইয়াকুতের মতো ঠোঁট, বীণার আওয়াজ, লাল রঙের মদ এবং জরথুস্ত্র ধর্ম।

দাকিকির পরে এবং শেখ সাদির আগে

শিল্পীর চোখে *শাহনামার* আদিকবি আবু মনসুর দাকিকি। ছবি : সংগৃহীত

আবদুল ওয়ারেস আল জবলি ও আফজল উদ্দিন ইবরাহিম বিন আলি শেরওয়ান খাকানিসহ খ্যাত-অখ্যাত আরও কয়েকজন কবি গজল রচনা করলেও সেগুলো রসিক গবেষকের মনে ধরেনি। কিন্তু কথা হলো, পারস্য সাহিত্যের আদিপ্রতিভা রুদাকি (৮৫৯ থেকে ৯৪১ সাল) কিংবা *শাহনামার* প্রথমাংশের আদিকবি দাকিকিকেই-বা কতটুকু মনে রেখেছে মানুষ?

রুদাকির কবিতার মধ্যে সামান্য কিছু যেমন উদ্ধার হয়েছে। সামানীয় শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত রুদাকিকে যেভাবে বোখারা থেকে পালিয়ে গিয়ে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে শেষ জীবন কাটাতে হয়েছে, দাকিকির অন্তিম পরিণতি ছিল তার চেয়ে করুণ। জানা যায়, দাকিকিকে তাঁরই এক প্রিয় ভৃত্য হত্যা করেছিলেন। কিন্তু কেন? ভৃত্যের হাতে যে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, সেটা যে শুধু ভৃত্যের বিরাগের কারণে ঘটতে পারে তা নয়, তা কোনো না কোনো ষড়যন্ত্রেরও ইঙ্গিত দেয়। এমনিতে *শাহনামায়* স্বপ্নের যে বিবরণ দিয়েছেন ফেরদৌসি, তাতে বোঝা যায়, দাকিকি যেন জানতেনই যে তাঁর দিন শেষ হয়ে আসছে। এই অলীক বার্তাকে মনে রাখলে এই মৃত্যু এবং একই সঙ্গে রুদাকি ও দাকিকির রচনা—বিশেষত তাঁদের অপূর্ব গজলগুলো যথামর্যাদায় সংকলিত না হওয়ার পেছনে দুটি কারণ পাওয়া যায়। তাঁরা দুজনই কমবেশি জরথুস্ত্রবাদী এবং দুজনই কাব্যচর্চায় তাঁদের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার পক্ষপাতী।

পরবর্তীকালে আরবি লিপি, ভাষা এবং এর ব্যাপক প্রভাব যখন সেখানে গ্রহণযোগ্যতা পায়, তখন শেখ সাদি ও অন্যদের আবির্ভাবে নতুন যুগের সৃষ্টি হয়। আর ঐতিহাসিক ও সমালোচকদের চোখে এই যুগই বড় হয়ে দেখা দেয়। আমরা শুধু বাইরের ঐতিহাসিকদের কথাই-বা বলি কেন, আমাদের এখানে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র বহুলপঠিত *পারস্য প্রতিভায়*ও তো দেখি, বইটি শুরু হয়েছে ফেরদৌসির মাধ্যমে, সেখানে রুদাকি বা দাকিকির আলোচনা নেই। তিনি বরং বইয়ের ভূমিকায়ই উল্লেখ করেছেন, ষষ্ঠ শতকে আরবে যে নতুন ধর্মের জন্ম হয়, তার প্রভাবে পরবর্তী শতকে পারস্যের জাতীয় জীবন বদলে যায়। আর সে সময় যাঁরা তাঁদের ধর্ম বিসর্জন দিতে চাননি, তাঁরা জন্মভূমি ত্যাগ করে হিন্দুকুশে গিয়ে নতুন জনপদ প্রতিষ্ঠা করেন। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সেখানে আর কেউই রইল না। তারপর, তাঁর মতে, ৬৩৬ সালে হজরত উমরের (রা.) শাসনকালে কাদিশিয়ার যুদ্ধে যেদিন পারস্যের পরাজয় ঘটে, ‘সেই দিন সেই শোণিত-ক্ষেত্রে পারসিকদের প্রাচীন সাহিত্যেরও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হয়’।

এরপর মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ তাঁর বইয়ে কোনো কবির নাম উল্লেখ না করলেও স্বীকার করেছেন, সাসানীয় বংশের রাজত্বকালে তাদের নির্দেশে লিখিত ‘দুই-চারটি কবিতা’ ছাড়া আর কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাঁর মতে, পারস্যের অন্তর্বিপ্লব যেমন মুসলমানদের বিজয়কে সহজ করেছিল, তেমনি তাদের প্রাচীন সাহিত্য ধ্বংসের কারণও হয়েছিল। এতটুকু বলার পরও তিনি গীবনের সূত্র উল্লেখ করে জানাচ্ছেন যে মুসলমানরা বিজয়ী হওয়ার পরও পারস্যের প্রাচীন সাহিত্য ধ্বংস করেনি।

মুসলমানরা ধ্বংস না করলেও কেউ না কেউ তো ধ্বংস করেছিল। কোনো না কোনোভাবে ধ্বংস না হলে এ কথাই-বা উঠছে কেন? মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র ভাষায়, ‘পারস্যে আরবীয় শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পরও প্রায় তিন শত বৎসর এই নব শাসক সম্প্রদায় পারস্যের সাহিত্য সমৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করিতে পারে নাই।’ তাঁর পরোক্ষ মত, কেউ ধ্বংস করেনি কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সেই ধারা স্তিমিত হয়েছিল।

তবে আরবরা আসার পর এবং দুই ভাষা ও সাহিত্যের মিলনের পর পারস্য সাহিত্যের স্বর্ণযুগের

> অকালমৃত্যুর কারণে তাঁর এক হাজার পঙ্‌ক্তি গ্রহণ করে তাঁরই মতো প্রায় ফারসি ভাষায়ই *শাহনামা* রচনার অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন ফেরদৌসি।

যে সৃষ্টি হয়েছিল, এ বিষয়ে সবাই-ই একমত। কিন্তু, তাই বলে প্রাচীন পারস্য সাহিত্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তা ঠিক নয়। রুদাকি ও দাকিকি তো পারস্য ঐতিহ্যেরই অনুসারী এবং জরথুস্ত্রপন্থীও; সাফল্যের পরও পারস্য ঐতিহ্যের অনুসরণ এবং ধর্মের প্রতি বাহ্যিক অনুরাগ দেখাতে পারেননি বলে শুরুতে জানাজার জন্য ফেরদৌসির লাশের খাটিয়া নামাতে আপত্তি জানিয়েছিলেন ধর্মশাস্ত্রীরা। অথচ এ কথা অস্বীকারের উপায় নেই যে রুদাকি, দাকিকি আর ফেরদৌসির যোগসূত্র অঙ্গীকার করেই পরবর্তীকালের স্বর্ণযুগের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কথা হলো, তাঁদের অধিকাংশ সৃষ্টিকর্ম সংকলিত না হওয়ার কারণ কী? জরথুস্ত্রপন্থী বলে? যদি তা-ই হয়, তাহলে তার দায়ভার কে নেবে? যে মত বা চিন্তা জরথুস্ত্রের সঙ্গে মিলেছে অথবা প্রভাব বিস্তার করেছে, সেই মতের অনুসারীদের ওপর তার দায়ভার পড়ে কি না, তা-ও ভেবে দেখার বিষয়। এ ছাড়া ভৃত্যের হাতে, মতান্তরে আততায়ীর হাতে, দাকিকির মৃত্যুই-বা কেন হলো?

এরপরও পূর্বের ধারাবাহিকতায় যে নতুন যুগের সৃষ্টি হলো, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ দাকিকির সঙ্গে ফেরদৌসির যোগসূত্র। অকালমৃত্যুর কারণে তাঁর এক হাজার পঙ্‌ক্তি গ্রহণ করে তাঁরই মতো প্রায় ফারসি ভাষায়ই *শাহনামা* রচনার অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন ফেরদৌসি। তাঁর এই অমর কীর্তির জন্য তাঁর নিজের গজলসহ অন্যান্য সৃষ্টিকর্ম যেখানে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, সেখানে দাকিকির আদি রচনা ও গজলগুলো আর কে মনে রাখবে? তবে এরপর শেখ সাদি ও হাফিজের মাধ্যমে পারস্যে সার্থক গজল লেখার স্বর্ণযুগ যে শুরু হবে, তার নেপথ্যে দাকিকির সেই সময়কার বিখ্যাত গজলগুলোর অবদান কে অস্বীকার করবে?

● সংস্কৃতি

দৃশ্যকলা

সফিউদ্দীন আহমেদের পেনসিলে করা এই দুর্লভ চিত্রকর্মটি আছে প্রদর্শনীতে

বিমূর্তের মালা

প্রদর্শনকক্ষে কীভাবে চিত্রবস্তু সাজানো হলো, তার ওপরও একটি প্রদর্শনীর গুরুত্ব অনেকখানি নির্ভর করে। এখানে আলোচিত প্রদর্শনীটির একটি ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। সেটি বাদ দিয়ে এ প্রদর্শনীর আলোচনা পূর্ণতা পায় না।

চারুকলা মহাবিদ্যালয় (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ) প্রতিষ্ঠার পর প্রথম প্রজন্মের শিল্পীরা শিল্পকলায় নানা নিরীক্ষা করেন। মোহাম্মদ কিবরিয়ার শুরুর দিকের কাজে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিউবিস্ট ধারার অনুগামিতা লক্ষ করা যায়। অনেকের মধ্যে দেশজ বর্ণনাধর্মী কাজের ধারাও গড়ে ওঠে। তাঁদের অনেকেই বিদেশে গিয়ে নতুন আলোয় দেখেন পৃথিবীকে। পৃথিবীজুড়ে তখন শিল্পের নানা নিরীক্ষায় প্রভাব রাখছিল নিউইয়র্ক স্কুল। তাদের আগেও বিমূর্ততার চর্চা থাকলেও বিশুদ্ধ বিমূর্ততা নিউইয়র্ক স্কুলের হাত ধরে বিশ্বব্যাপী বিস্তার পায়। বাংলাদেশেও প্রথম পর্বে বিমূর্ততার দুটি ধারা দেখা যায়। সেটা অন্য প্রসঙ্গ।

এই প্রদর্শনীতে সফিউদ্দীন আহমেদ, মোহাম্মদ কিবরিয়া, আমিনুল ইসলাম, মুর্তজা বশীর, দেবদাস চক্রবর্তী, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, কাজী আবদুল বাসেত, নিতুন কুন্ডু, আবু তাহের, সমরজিৎ রায়চৌধুরী, হাশেম খান, মাহমুদুল হক, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ, আবুল বারক আলভী, মোহাম্মদ ইউনুস, রতন মজুমদার, তাজউদ্দীন আহমেদ, রেজাউন নবী, রাসেদুল হুদা, রফি হক, অনুকূলচন্দ্র মজুমদার, মাকসুদা হক নিপা এবং এম ডি টোকনের কাজ দেখা গেল।

বড় একটা ক্যানভাস বাংলাদেশের বিমূর্ত শিল্পকলার ইতিহাস একসঙ্গে দেখা গেল। আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীকে যুক্ত করা গেলে প্রদর্শনী পূর্ণ হতো।

সফিউদ্দীন আহমেদের পেনসিলে করা শিল্পকর্মটি তাঁর বিরল কাজের একটি নমুনা। মোহাম্মদ কিবরিয়ার ছাপাই মাধ্যমের রচনা তাঁর গভীর মানসের প্রতিফলন। আমিনুল ইসলাম বাংলাদেশের শিল্পচর্চার ইতিহাসে আলোচিত নাম হলেও তাঁর কাজ সচরাচর চোখে পড়ে না। দীর্ঘ বিরতির পর প্রদর্শনীতে তাঁর কাজের উপস্থিতি আলাদা গুরুত্ব বহন করে এ জন্য যে তাঁর শুরু ও শেষের দিকের কাজে একটা মিলন আছে। ছাপায়, তেলরঙে, রেখাঙ্কনে মুর্তজা বশীরের কিছু বিরল কাজ প্রদর্শনীকে সমৃদ্ধ করেছে। দেবদাস চক্রবর্তী কম উচ্চারিত নাম। প্রদর্শনীটি তাঁর কাজ দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। একই কথা বলা যায় কাজী আবদুল বাসেতের ক্ষেত্রেও। সৈয়দ জাহাঙ্গীর, নিতুন কুন্ডু, আবু তাহেরের কাজও সময়ের প্রতিনিধিত্ব করছে।

সমরজিৎ রায়চৌধুরী শেষ জীবনে নিসর্গচিত্রের বিমূর্তায়নে আলাদা ভাষা তৈরি করেছিলেন। মাহমুদুল হক প্রেরণা পেয়েছেন কিবরিয়ার কাছ থেকে। হাশেম খান বর্ণনা আর বিমূর্তের মাঝখানে আলাদা পরিসর নিয়ে আছেন। আবদুল্লাহ খালিদের কাজকে কি বিমূর্ত বলা যায়? প্রদর্শকেরা কী ভেবেছেন জানি না। হামিদুজ্জামান খান প্রতিনিধিত্ব করছেন ভাস্কর্য ও ছবি নিয়ে। কালিদাস কর্মকারের একটা বিরল বিমূর্ত কাজ রয়েছে।

আবুল বারক আলভী ও মোহাম্মদ ইউনুস আলাদা ভাষার চর্চা করেন। রতন মজুমদারের একটি কাজ দেখে বিভ্রম হয়, সেটি দেবদাস চক্রবর্তীর কি না! তাজউদ্দীন, রেজাউন নবী, রাসেদুল হুদার ধারাবাহিক উপস্থিতি সময়ের মালা গাঁথতে সহায়ক। রফি হকের কাজ চমক দিয়েছে। অনুকূলচন্দ্র মজুমদার বর্ণনাধর্মী শিল্পী হলেও কখনো কখনো চলে যান বর্ণনার বাইরে।

মাকসুদা হক নিপা ক্যানভাসে নানা বিভ্রম রচনা করেন। মোহাম্মদ টোকন ইমপ্রেশনিস্টদের কাজের মধ্যে নতুন বিমূর্ত উপাদান খুঁজে পান।

ছোট পরিসরে বিমূর্ত ধারার ইতিহাসের মালা গাঁথা হয়তো সম্ভব নয়, তবে একটা হ্যান্ডবুক তো হতে পারে। এই প্রদর্শনী সম্ভবত সে রকমই।

গ্যালারি কায়ায় এ প্রদর্শনী চলবে ২৬ অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত।

সৈয়দ গোলাম দস্তগীর

গান

লালনের গান পরিবেশন করছেন জহুরা ফকিরানী। পাশে বসা অরূপ রাহী

লালনের ভাবের সংস্পর্শে

১ কার্তিক ছিল লালন সাঁইয়ের ১৩৪তম তিরোধান দিবস। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী ‘আশাসিন্ধুতীরে’ নামে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনটি এবার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, অল্পকাল আগেই স্বৈরশাসক দেশ থেকে বিতাড়িত হলেন। বাংলাদেশে এখন নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের চেষ্টা চলছে। এ সময়ে এই আয়োজনে রাজনীতিসচেতন লালনের ভাবনা শহুরে মধ্যবিত্তের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার একটা বাসনাই ব্যক্ত হয়েছে।

লালন সাঁইকে আধুনিক দুনিয়াতেও বড় দার্শনিক ভাবার অনেক কারণ রয়েছে। দুনিয়ার অন্য বহু দার্শনিকের মতোই তিনি ‘মানুষ’ নামে সত্তাটিকে চেনার ও চেনানোর সাধনা করে গেছেন। একে আমরা ‘মানুষ’কে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টাও বলতে পারি। তাঁর গানের বাণীর ভেতরে ভালো করে তাকালে দেখা যায়, তিনি ‘আমি’ সত্তার আড়ালে অনামিকে (অন + আমি) পরমকে খুঁজে ফিরছেন। পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ ও অন্বয় ছিল তাঁর মূল চিন্তা।

শিল্পকলা একাডেমির বর্তমান কর্তৃপক্ষ বিপুল প্রয়াসে অনুষ্ঠানটিতে লালনের গানের মাধ্যমে তাঁর দর্শনের সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। দুজন লালনসাধক ও গায়ক লালনের গানের নানা পর্যায় থেকে বেশ কয়েকটি গান দর্শক-শ্রোতাদের উপহার দেন।

অরূপ রাহী আধুনিক বাংলাদেশে সুশিক্ষিত লালন-ভাবুক। নিজে তিনি লালনের গান গেয়ে যেমন দর্শক-শ্রোতাদের মাতিয়ে রেখেছিলেন, তেমনি কোনো গান পরিবেশনের আগে তাঁর তত্ত্ববাণী দর্শকদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন। এটা ছিল উপরি পাওনা। লালনের গান পরিবেশন করেন শিল্পী অরূপ রাহী ও ছেঁউড়িয়ার বিখ্যাত লালনশিল্পী জহুরা ফকিরানী।

লালনের গানের বাণী থেকে নেওয়া ‘আশাসিন্ধুতীরে’ শিরোনামটি ছিল পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দর্শক-শ্রোতাদের মনের ভাবের প্রকাশক। লালনের ‘মানুষ’ সত্তার দার্শনিক প্রত্যয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জরুরি প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা আয়োজনটিকে সুন্দর করে তুলেছে। অনুষ্ঠানের ঢোল, করতাল ও দোতারায় যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ছেঁউড়িয়া থেকে এসে গানের সংগত দিয়েছিলেন বলে লালন আখড়ার উন্মাদনা ছিল নজরকাড়ার মতো।

বাইরের বৃষ্টির সঙ্গে একাকার সাধক, অরূপ রাহী আর জহুরা ফকিরানীর গান মানুষ অনেক দিন মনে রাখবে। আশা করি, শিল্পকলা একাডেমি প্রতিবছর এ রকম আয়োজন অব্যাহত রেখে ঢাকাই মধ্যবিত্তকে আনন্দিত ও শিক্ষিত করে তুলতে পারবে।

শামসেত তাবরেজী

চোখ

১৪ পৃষ্ঠার পর

ইব্রাহিমের চিৎকার শুনতে পাই। নিশ্চয় তার সঙ্গেও একই ব্যবহার করছে।

একটা অন্ধকার সেলে ঠেলে ঢুকিয়ে আমার মাথার বস্তা খুলে দেয়। আরও এক যুবককে ঠেলে দেওয়া হয়। তার মাথার বস্তা সরানোর পর এসে আমার পাশে বসে। নিজের নাম জানায়। দুই মাস এখানে আছে। পরে আরও পাঁচজন যুবককে ঢোকানো হয়। তাদের সবাইকে লাঠি দিয়ে পেটানো হচ্ছে, আর তারা ঠেকানোর চেষ্টা করছে। স্থির হওয়ার পর তারা নিজ নিজ পরিচয় দিয়ে জানতে চায়, আমরা কেন এখানে। সঙ্গী যুবকটি তার নিজের মামলার কথা খোলামেলা জানায়, কী কী সে লুকিয়ে রেখেছে। তারা তাকে সাবধান করে। জানায় যে তার গ্রেপ্তারির কথা বাইরে পাঠানো হবে, যেন প্রতিরোধযোদ্ধারা সতর্ক হয়। এরপর আমার দিকে তাকায়।

হঠাৎ মনে হয়, এরা গুপ্তচর—আমার কাছ থেকে তথ্য বের করতে চাইছে। দরজা আবার খুলে যায় এবং জেলার আমাকে বাইরে ডেকে নেন। মাথায় আবার বস্তা পরিয়ে অন্য সেলে নিয়ে যায়। সেখানে তিন মাসের প্রশাসনিক আটকাদেশ ঘোষণা করা হয়। কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়।

বন্দীরা আমাকে উষ্ণ স্বাগত জানায়। আমার বিছানা গুছিয়ে দেয়, ব্যবহারের জিনিসপত্র ঠিক করে, চা বানিয়ে দেয় এবং গোসলের ব্যবস্থা করে। রাতে সবাই একসঙ্গে বসে আলাপ-পরিচয় হয়। পরদিন সকালে কক্ষের দুই নেতা নিজেদের পরিচয় দিয়ে জানায় যে তারা আমার ভাই মেহমুদ, আমার আরেক ভাই হাসান এবং প্রতিবেশী পপুলার ফ্রন্টের আবদুল হাফিজ সম্পর্কে জানে। মানে শতভাগ নিশ্চিত করে যে তারা বিশ্বস্ত। তারপর আমার মামলার ব্যাপারে জানতে চায়। তাদের বিস্তারিত জানাই যে হাসান অনেক বছর ধরে আমাদের সঙ্গে থাকে না, আমরা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি।

কয়েক দিন পরই জেলার আমার নাম ধরে ডাকেন। আমার নিজের জিনিসপত্র ও পোশাক ফেরত দেন। জানান, আমাকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বাসই হচ্ছিল না। মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিচ্ছি, কিন্তু মনে তখনো ঘুরছে, হাসানকে নিয়ে এত প্রশ্ন কেন?

আমি বাড়ি পৌঁছানোর আগেই খবর পৌঁছে গেছে। মা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেন, প্রতিবেশীদের অভিনন্দন জানান। সপ্তাহখানেক পরে এক বিকেলে, দরজায় দ্রুত কড়া নেড়ে একজন উল্লাস করে বলে, ইব্রাহিমকেও মুক্তি দেওয়া হয়েছে!

রাতে একান্তে বসে ইব্রাহিমের সঙ্গে কারাজীবনের আলাপ করি। সে বলে, ‘প্রথমে তুমি যাদের গুপ্তচর ভেবেছ, ওটা আসল ফাঁদ ছিল না। ফাঁদ ছিল পরেরটা।’

‘তুমি বলতে চাচ্ছ, যেখানে আমাকে বন্দীরা সংবর্ধনা দিয়েছে?’

‘হ্যাঁ, একদম তা-ই।’

আমি গভীর চোখে ইব্রাহিমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করি, ‘ইব্রাহিম, হাসান কোথায়?’

সে খুব নির্লিপ্ত উত্তর দেয়, ‘ভুলে যাও। আসল কথা হলো, হাসান আর আমাদের বিরক্ত করবে না, পরিবারের সম্মান আর ক্ষুণ্ন করবে না।’

বুঝতে পারি যে সে তার শপথ বাস্তবায়ন করেছে।

পরদিন ভোরে বের হই, ভালোবাসার মানুষকে দেখা যায় কি না। দেখি, সে গলি থেকে বেরিয়ে আসছে। একঝলক আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। তার ঠোঁট নড়া দেখে মনে হয়, সে আলহামদুলিল্লাহ বলছে; কিংবা আমি নিজেই হয়তো তা কল্পনা করছি।

● দেশে-বিদেশে

জানুয়ারিতে প্রকাশিত হবে পোপের আত্মজীবনী ‘হোপ’

পোপ ফ্রান্সিস

পোপ ফ্রান্সিস তাঁর আত্মজীবনী লিখেছেন বলে জানিয়েছে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পেঙ্গুইন র‍্যানডম হাউস (পিআরএইচ)। আত্মজীবনীর নাম ঠিক করা হয়েছে *হোপ*, যা আগামী বছরের জানুয়ারিতে বিশ্বব্যাপী প্রকাশিত হবে।

পোপ ও তাঁর বেছে নেওয়া সহলেখক ইতালীয় প্রকাশক কার্লো মুসো ছয় বছর ধরে বইটি নিয়ে কাজ করছেন। শুরুতে পরিকল্পনা ছিল তাঁর মৃত্যুর পর বইটি প্রকাশ করা হবে। কিন্তু ২০২৫ সালে জয়ন্তীর সময় প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে পেঙ্গুইন র‍্যানডম হাউস।

আত্মজীবনীতে পোপ ফ্রান্সিসের পুরো জীবনকাহিনি উঠে আসবে। থাকবে তাঁর পূর্বপুরুষদের লাতিন আমেরিকায় অভিবাসন থেকে শুরু করে শৈশব, কৈশোর, পেশা ও প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের গল্প।

সূত্র : *গার্ডিয়ান*

১১৩ বছর পর ফেরত এল ধার নেওয়া বইটি!

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে সেন্ট বিজ স্কুলের গ্রন্থাগার থেকে একটি কবিতার বই ধার নিয়েছিলেন এক শিক্ষার্থী। তারপর পেরিয়ে গেছে শতাব্দীর বেশি সময়। অবশেষে ১১৩ বছর পর বইটি স্কুলের গ্রন্থাগারে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ওয়েলসের কারমার্থেনশায়ারে। সেখানকার এক ব্যক্তি লর্ড বায়রনের একটি কবিতার বই খুঁজে পান। দেখা যায়, বইটি ১১৩ বছর আগে সেন্ট বিজ স্কুলের গ্রন্থাগার থেকে ধার নেওয়া হয়েছিল। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নেন, খুঁজে পাওয়া বইটি ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।

নীল কাপড়ে বাঁধানো বইয়ের ভেতরে লেখা রয়েছে লিওনার্ড ইওব্যাঙ্কের নাম এবং তারিখ দেওয়া ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১১। ১৮৯৩ সালে জন্মগ্রহণকারী ইওব্যাঙ্ক অক্সফোর্ডের কুইন্স কলেজে পড়ালেখার আগে ১৯০২ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত সেন্ট বিজ স্কুলের শিক্ষার্থী ছিলেন।

তথ্য ঘেঁটে দেখা গেছে, লিওনার্ড ইওব্যাঙ্ক চোখে কম দেখতেন। তবু তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ১৫তম বর্ডার রেজিমেন্টে নিয়োগ পেয়েছিলেন। ১৯১৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক অ্যান্ড্রু কিপ বলেন, এটা ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগছে যে সেন্ট বিজের ইতিহাসের একটি অংশ এত বছর পর আমাদের কাছে ফিরে এসেছে। এই স্কুলের বয়স ৪৩০ বছর।

সূত্র : *দ্য গার্ডিয়ান*
গ্রন্থনা : **রবিউল কমল**

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে ১১৪ পদে নিয়োগ

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, প্রশাসন-২ (সমন্বয়) শাখার ছাড়পত্র অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে ১১-২০তম গ্রেডে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। পাঁচ ক্যাটাগরির পদে মোট ১১৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

কম্পিউটার অপারেটরের শূন্য পদ ১৪টি। বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক পাস হলে আবেদন করা যাবে। এ পদে বেতন স্কেল ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা। উচ্চমান সহকারী পদে নেওয়া হবে ২২ জন। আবেদনের যোগ্যতা স্নাতক বা সমমান পাস। এ পদের বেতন স্কেল ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটরের শূন্য পদ ৩৫টি। স্নাতক বা সমমান পাস হলে আবেদন করা যাবে। এ পদের বেতন স্কেল ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা। অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/অফিস সহকারী পদে নেওয়া হবে ৯ জন। আবেদনের যোগ্যতা এইচএসসি বা সমমান পাস। এ পদের বেতন স্কেল ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

ডেটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর পদে নেওয়া হবে ৩৪ জন। আবেদনের যোগ্যতা এইচএসসি বা সমমান পাস। এ পদের বেতন স্কেল ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

যেভাবে আবেদন
আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে এই ওয়েবসাইটের (http://nbr.teletalk.com.bd) মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। নিয়োগসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

আবেদন ফি
পরীক্ষা ফি ২০০ টাকা, সার্ভিস চার্জ বাবদ ২৩ টাকাসহ মোট ২২৩ টাকা আবেদন করার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জমা দিতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা
২৭ অক্টোবর থেকে ১৭ নভেম্বর, ২০২৪।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | তিন ক্যাটাগরির পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ সময় ২০ নভেম্বর।

ডিএমপিতে ৩৫ পদে চাকরির সুযোগ

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানে ৩ ক্যাটাগরির পদে ১৩তম ও ১৬তম গ্রেডে ৩৫ জনকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

৩৫ জনের মধ্যে কম্পিউটার অপারেটর পদে নেওয়া হবে ১৫ জন। আবেদনের জন্য বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে। এ পদে বেতন স্কেল ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)।

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে নিয়োগ পাবেন ১৯ জন। আবেদনের যোগ্যতা এইচএসসি বা সমমান পাস। কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড প্রসেসিং বা ডেটা এন্ট্রি টাইপিংয়ে সর্বনিম্ন গতি বাংলায় ২০ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দ হতে হবে। এ পদে বেতন স্কেল ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

হিসাব সহকারীর শূন্য পদ একটি। এইচএসসি বা সমমান পাস হলে আবেদন করা যাবে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

এ পদে বেতন স্কেল ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

আবেদন যেভাবে

আগ্রহী প্রার্থীদের এই ওয়েবসাইটে (http://dmp.teletalk.com.bd) ফরম পূরণের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

৩ থেকে ২৩ নভেম্বর ২০২৪, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

এল শেষ কিস্তি

গতকাল মুক্তি পেয়েছে মার্ভেলের ভেনম ত্রয়ীর শেষ কিস্তি *ভেনম : দ্য লাস্ট ড্যান্স*। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

অব্যাহতি পেলেন পোলানস্কি

ধর্ষণের অভিযোগ থেকে রেহাই পেলেন রোমান পোলানস্কি। ১৬ বছর বয়সী এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে নির্মাতাকে আর বিচারের মুখোমুখি হতে হবে না। বাদীর সঙ্গে এ নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছেছেন বলে এএফপিকে জানিয়েছেন নির্মাতার আইনজীবী। দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতার পর মামলাটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন ধর্ষণের শিকার ওই কিশোরীর আইনজীবী। ২০২৩ সালে নন্দিত এই নির্মাতার বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলাটি করা হয়। অভিযোগে বলা হয়, ১৯৭৩ সালে পোলানস্কি বাদীকে ধর্ষণ করেন। যদিও বরাবরই অভিযোগটি অস্বীকার করে আসছেন পোলানস্কি। **বিনোদন ডেস্ক**

রোমান পোলানস্কি। ছবি : এএফপি

দুই উৎসবে মনোজ

অভিনয়ের পাশাপাশি প্রযোজনায় নাম লিখিয়েছেন মনোজ প্রামাণিক। তাঁর প্রযোজিত স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা *আ নেইল উইদাউট শেল* দুই উৎসবে প্রিমিয়ারের জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছে—কানাডার ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব সাউথ এশিয়া ও ভারতের ধর্মশালা চলচ্চিত্র উৎসব। সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন তরুণ নির্মাতা মো হিন রাখাইন। এর আগে মনোজ প্রযোজিত আরেক স্বল্পদৈর্ঘ্য *হইতে সুরমা* মস্কো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রতিযোগিতা করে। **বিনোদন প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

মনোজ প্রামাণিক। ছবি : অভিনেতার সৌজন্যে

ভাটির গান নিয়ে নতুন উদ্যোগ

সংগীত

নাজমুল হক, *ঢাকা*

ভাটি অঞ্চলের গান সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে সংগীত প্ল্যাটফর্ম 'সং জোন'। উদ্যোগটির নাম 'হাওরের গান'। প্রথম মৌসুমে থাকবে শেখ ভানু, দূরবীন শাহ, শাহ আবদুল করিম ও শাহ নূরজালালের লেখা আটটি গান। সং জোনের ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে প্রতি সপ্তাহে একটি করে গান প্রকাশ করা হবে। কণ্ঠ দেবেন ভাটি অঞ্চলেরই স্থানীয় বাউলেরা; তাঁদের কেউ সরাসরি শিষ্য, কেউবা পরম্পরায় গানগুলোর ধারক।

ভাটি অঞ্চলের ভাবগানের রয়েছে নিজস্ব ঢং। সৈয়দ শাহনূর, শিতালং ফকির, মাওলানা ইয়াসীন, শেখ ভানু, আরকুম শাহ, দীনহীন, রশিদউদ্দিন, জালালউদ্দিন খাঁ, উকিল মুন্সী, কামালউদ্দিন, মুজিবুর বয়াতি, তৈয়ব বয়াতি, কালা শাহ, দূরবীন শাহ, শাহ আবদুল করিম, ক্বারী আমিরউদ্দিন—অনেক দিন ধরে চলে আসছে এই পরম্পরা। ভাটি অঞ্চলের প্রধান বাউল পদকর্তাদের মধ্যে অন্যতম শাহ আবদুল করিম। তাঁর বন্দনা গান 'ও হে সর্বশক্তি' প্রকাশের মধ্য দিয়েই ১৭ অক্টোবর শুরু হয় এই উদ্যোগ। নিজেকে স্রষ্টার কাছে সমর্পণ করে শুরু হয় বাউলগানের আসর। সূচনাপর্বের সংগীতই হলো বন্দনা গান। এ পর্বে নিজেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জ্ঞান করে স্রষ্টার মাহাত্ম্য, প্রশংসা, স্তুতি গেয়ে থাকেন বাউলের।

বন্দনা গানটি গেয়েছেন হবিগঞ্জের জলসুখা গ্রামের করিম-শিষ্য শ্যামলা। এই বাউল-সাধিকার মা-বাবা দুজনই ছিলেন করিমের ভক্ত-শিষ্য। জন্মলগ্নে পিতামাতা দুজনই মুর্শিদ করিম শাহকে কন্যাশিশুর নাম রাখতে অনুরোধ করেন। করিম শাহ শিশুটির নাম রাখেন শ্যামলা। শিশুকাল থেকেই বাউল করিমের গানের সঙ্গে বেড়ে ওঠেন শ্যামলা। জীবনের কোনো দুঃখ, জরা, গ্লানি তাঁকে মুর্শিদ শাহ আবদুল করিমের গান থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

'হাওরের গান'-এর প্রথম মৌসুমের গানগুলোতে আরও কণ্ঠ দিয়েছেন বাউল আবদুর রহমান, বাউল এমরান, দুখু মিয়া, বাউলিয়ানা ফয়সাল ও শাহ মুহাম্মাদ শিপন। প্রতি সপ্তাহে একটি করে গান—এ ধারাবাহিকতায় আজ শুক্রবার মুক্তি পাবে দ্বিতীয় গান, 'থাকবে না রে হাওয়ার পাখি মাটির পিঞ্জিরায়'। এতে কণ্ঠ দিয়েছেন বাউল আবদুর রহমান।

ভাটি অঞ্চলের গানের মহাজনেরা সবাই তাঁদের পূর্ববর্তী মহাজনদের সঙ্গ করে, সেবা করে গানের ভাবধারা ঠিক রেখেছেন। দীর্ঘ ৩৬ বছর গুরু শাহ আবদুল করিমের সঙ্গ করেছেন বাউল আবদুর রহমান। ভাব-সংগীতের পেছনে পার করেছেন গোটা জীবন। বর্তমান সময়ে এই পরম্পরার তিনি প্রবীণ কান্ডারি। তাঁর স্বরচিত প্রায় পাঁচ শ গান এ সময়ের বাংলা ভাবগানকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই পাঁচ শ গানের একটি হলো 'থাকবে না রে হাওয়ার পাখি মাটির পিঞ্জিরায়'। আধ্যাত্মিক এই গানে সাধক মানবদেহ খাঁচা ছেড়ে প্রাণপাখি উড়ে যাওয়ার মহাকালীন সত্যটিকে নানা ঢঙে তুলে ধরেছেন।

আয়োজনটির সমন্বয়ক ও গবেষক আকাশ গায়েন।

আয়োজনটির সমন্বয়ক আকাশ গায়েন, সং জোনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনুপ আইচ ও সাউন্ড প্রডিউসার আকরাম সিদ্দিকী। ছবি : উদ্যোক্তাদের সৌজন্যে

আয়োজনটি নিয়ে জানতে চাইলে অতীতে ফিরে গেলেন তিনি। শোনালেন গানের খোঁজে ভাটি অঞ্চল সফরের গল্প, '২০১৬ সালে নেত্রকোনা থেকে সফর শুরু করেছিলাম। রশিদউদ্দিন, জালালউদ্দিন খাঁ থেকে উকিল মুন্সী—তাঁদের বাড়ি হয়ে আমি গিয়েছি বাউল শাহ আবদুল করিমের বাড়ি। দেখলাম, বাউলদের ঘরকেন্দ্রিক যে চর্চাটা, সেটি তাঁর বাড়িতে আছে। বাড়িতে বাউলেরা থাকছেন, খাচ্ছেন; যেন জীবনে আর কোনো কাজ নেই, ভাবচর্চাই মূল কাজ। আমিও যুক্ত হলাম।'

এই গবেষক জানান, মূলত সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতেই বাউলদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি। যেন বাউলতত্ত্ব জানতে আগ্রহীদের জন্য তাঁর লিপিবদ্ধ করা তথ্য সহায়ক হয়। 'হাওরের গান' আয়োজনের মাধ্যমে তিনি দেখাতে চান, স্থানীয়ভাবে বাউলচর্চাটা কীভাবে হয়। 'আমরা সাউন্ডটা তুলে আনার চেষ্টা করেছি,' বলেন আকাশ গায়েন।

সং জোনের পরিচালক অনুপ আইচও 'স্থানীয়' ব্যাপারটি ধরে রাখার ওপর জোর দিলেন বেশি। তাঁর ভাষ্যে, 'বাতাসের শব্দ, পানির শব্দের মাঝে একটা দোতারার শব্দ, ব্যাঞ্জোর শব্দ মিলিয়ে আমরা এখানে যে অর্গানিক ফিল পাচ্ছি, এটা কিন্তু আসলে একটা মোমেন্টাম তৈরি করে।'

এই আয়োজনের শিল্পীদের বিষয়ে অনুপ আইচ বলেন, 'এখানকার অনেকেই সেই অর্থে বড় গায়ক নন বা সেভাবে পরিচিত নন। তবে তাঁদের দরদ, বিশ্বাস, গানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়াটা আমরা নিয়ে আসতে চেয়েছি। বড় শিল্পীকে দিয়ে আমরা স্টুডিওতে রেকর্ড করতে পারতাম, কিন্তু আমরা যথাযথ জিনিসটা খুঁজতে চেয়েছি।'

সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার আকরাম সিদ্দিকী বলেন, 'এ ধরনের গান অনলাইনে আপনি সহজেই পাবেন। কিন্তু কোনোটারই যথাযথ সাউন্ড পাবেন না। আমরা যে সাউন্ডটা নিয়ে এসেছি, শুনলে শ্রোতাদের মনে হবে যেন সামনে বসে বাউল আসর শুনছেন।'

আজ শুক্রবার মুক্তি পাচ্ছে বাউল আবদুর রহমানের গাওয়া 'থাকবে না রে হাওয়ার পাখি মাটির পিঞ্জিরায়'। ছবি : উদ্যোক্তাদের সৌজন্যে

বাবার নাটকের নায়িকা টাপুর

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দার্জিলিংয়ে পড়াশোনা করছেন রোদেলা টাপুর। ক্লাস-পরীক্ষার ফাঁকে ১০ দিনের পূজার ছুটিতে ঢাকায় পরিবারের কাছে এসেছিলেন এই অভিনেত্রী। ভেবেছিলেন সময়টা আয়েশ করেই কাটাবেন। কিন্তু পরিচালক বাবার অনুরোধে ছুটির মধ্যেও একটা নাটকে যুক্ত হতে হলো টাপুরকে। *তুমি আসবে বলে* নাটকটির শুটিং শেষ করেই আবার ছুটতে হয়েছে দার্জিলিংয়ে। টাপুর পরিচালক সতীর্থ রহমান ও অভিনেত্রী গোলাম ফরিদা ছন্দার মেয়ে।

টাপুর গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, 'বাবার পরিচালনায় কাজ করতে সব সময় ভালো লাগে। প্রায় পাঁচ বছর আগে বাবার নাটকে শিশুতোষ চরিত্রে অভিনয় করেছি। অভিনয়ই তখন সেভাবে বুঝতাম না। এবার বাবার নাটকের আমি নায়িকা। দারুণ অভিজ্ঞতা। মনে হচ্ছিল বড় হয়ে যাচ্ছি। মা-বাবা সবাই ছিলেন, অভিনয় করে বেশ ভালো সময় কেটেছে।'

তুমি আসবে বলে নাটকের গল্পটি ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে হলেও সমসাময়িক ঘটনা এখানে প্রাধান্য পাবে। যেখানে টাপুরের বর্তমান সময়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাঁর মা গোলাম ফরিদা ছন্দা। গল্পের টাপুরের নায়ক তনয় বিশ্বাস।

টাপুর বলেন, 'সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে যখন নতুন সহ-অভিনয়শিল্পী পাই। সিনেমায় ইয়াশ ভাইয়া, পরে সৌম্যের সঙ্গে অভিনয় করেছি। নতুন নতুন সহশিল্পীদের সঙ্গে অভিনয়ে অনেক কিছু শেখা যায়। এ জন্য নিজেকেও আলাদা করে প্রস্তুতি নিতে হয়। কিন্তু দেখা যায় ছুটিতে দেশে এসেই ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হয়। প্রস্তুতির সময় নিতে পারি না। তবে শুটিং আমি খুবই উপভোগ করি।'

রোদেলা টাপুর। ছবি : অভিনেত্রী গোলাম ফরিদার সৌজন্যে

চ্যানেল আইয়ে প্রচারিত হবে *তুমি আসবে বলে*। নাটকটি লিখেছেন লিটু সাখাওয়াত হোসেন।

আশুতোষ সুজনের *দেশান্তর* সিনেমায় নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেছে টাপুর। পরে অনিমেষ আইচের *মায়া* ওয়েব সিরিজে নামভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসা পান।

ওটিটি : কী দেখবেন, কোথায় দেখবেন

প্রতি সপ্তাহে ওটিটিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন কনটেন্ট। চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাওয়া ও মুক্তির অপেক্ষায় থাকা নতুন ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র ও রিয়েলিটি শোর খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন।

দ্য বাইকরাইডার্স
ধরন : সিনেমা
স্ট্রিমিং : জিও সিনেমা
দিনক্ষণ : চলমান
মোটরসাইকেল আরোহীদের সাধারণ একটা ক্লাব দ্য ভ্যানডালস। ঘটনাচক্রে নানা বিপজ্জনক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এই ক্লাব। এমন গল্প নিয়েই জে নিকোলসের ইতিহাসনির্ভর ক্রাইম-ড্রামা *দ্য বাইকরাইডার্স*। গত জুনে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর সমালোচক-দর্শক উভয়ের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাওয়া সিনেমাটি এবার ওটিটিতে এসেছে। অভিনয় করেছেন জুডি কোমার, অস্টিন বাটলার, টম হার্ডি।

দ্য বাইকরাইডার্স-এর দৃশ্য। ছবি : আইএমডিবি

বিফোর
ধরন : সিরিজ
স্ট্রিমিং : অ্যাপল টিভি প্লাস
দিনক্ষণ : চলমান
স্ত্রীর বিয়োগান্ত মৃত্যুর পর নতুন এক ঝামেলায় পড়ে শিশু মনোবিজ্ঞানী এলি। এই ঝামেলার সঙ্গে তার অতীতের কোনো যোগ কি আছে? এমন গল্প নিয়ে ড্রামা ঘরানার সিরিজ। সারাহ থর্পের সিরিজটিতে অভিনয় করেছেন বিলি ক্রিস্টাল, জ্যাকোবি জুপে।

দো পাত্তি
ধরন : সিনেমা
স্ট্রিমিং : নেটফ্লিক্স
দিনক্ষণ : ২৫ অক্টোবর
জটিল এক কেস নিয়ে শৈল শহরে হাজির হন এক পুলিশ কর্মকর্তা। যমজ দুই বোনকে ঘিরে রহস্য। তিনি কি পারবেন এর সমাধান করতে? শশাঙ্ক চতুর্বেদীর এই থ্রিলার সিনেমায় দ্বৈত চরিত্র করেছেন কৃতি শ্যানন আর পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে আছেন কাজল। অভিনয়ের সঙ্গে ছবিটি প্রযোজনাও করেছেন কৃতি।

ক্যানারি ব্ল্যাক
ধরন : সিনেমা
স্ট্রিমিং : অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও
দিনক্ষণ : চলমান
পিয়াহ মোহেল স্পাই থ্রিলার সিনেমাটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন কেট বেকিনসেল। সিআইএ এজেন্ট গ্রেভসকে নিয়ে গল্প। অপরাধীচক্র তার স্বামীকে অপহরণ করে সিআইএর একটি গোপন ফাইল মুক্তিপণ হিসেবে দাবি করে। গ্রেভস কি সংস্থার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে নাকি স্বামীকে বাঁচাতে ভিন্ন কোনো পথ খোলা আছে?

“ সাকিব ভাইয়ের জায়গায় সাকিব ভাই, আমি আমার জায়গায়

মেহেদী হাসান মিরাজ
তিনি সাকিব আল হাসানের বিকল্প কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বাংলাদেশের অলরাউন্ডার

‘সিনিয়র-জুনিয়র বিতর্ক দুঃখজনক’

সাক্ষাৎকারে সাবিনা খাতুন

মাসুদ আলম, *কাঠমান্ডু থেকে*

ভারতের বিপক্ষে ৩-১ গোলের স্বস্তির জয়ে গ্রুপসেরা হয়েই সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে উঠেছে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। এই জয়ে দলের ভেতর বইছে সুবাতাস। যার কল্যাণে দল ফাইনালেও পৌঁছে যাবে—বিশ্বাস অধিনায়ক সাবিনা খাতুনের। সিনিয়রদের কোচ পছন্দ করেন না—মিডফিল্ডার মনিকা চাকমার অভিযোগের পর দল কীভাবে ঘুরে দাঁড়াল? *প্রথম আলোর* সঙ্গে সেসব নিয়েই কথা বলেছেন সাবিনা।

প্রথম আলো : চাপের মধ্যে ভারতের বিপক্ষে দারুণ জয়ে নিশ্চয়ই প্রাণ ফিরেছে দলে?
সাবিনা খাতুন : এটার জন্য (মনিকার অভিযোগের পর) অনেক ফাইট করতে হয়েছে। তখন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কোচও খুশি হননি। বাইরে ছড়িয়ে গেছে যে দলে সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্ব। এমন কমেন্ট করে মেয়েদের মেন্টালি ডাউন করা ঠিক নয়। এটা দুঃখজনক। খেলোয়াড়দের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। সত্যি বলতে, মনিকার মন্তব্যের পর সবকিছু কঠিন ছিল। এটিকে (ভারত ম্যাচ) আমরা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : দলে সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্ব কি সত্যিই নেই?
সাবিনা : নেই। জুনিয়রদের সঙ্গে সিনিয়ররা যেভাবে মেশে, বিতর্ক ওঠাই অনুচিত। কেন সিন্ডিকেটের কথা আসছে? ভেতরে কী হচ্ছে, শুধু প্লেয়াররাই জানে। আমরা কেমন ভুক্তভোগী, আমরাই জানি। এখন কেউ এসব নিয়ে কমেন্ট করতে পারে না। এখানে পজিটিভের চেয়ে নেগেটিভটা দ্রুত ছড়ায়। আপনারা যে এই বিভাজনটা তৈরি করে দিয়েছেন, যেভাবে বিতর্ক ছড়াচ্ছে, সত্যিই তা হতাশাজনক, দুঃখজনকও।

প্রশ্ন : এতে খেলোয়াড়দের কি কোনো দায় নেই?
সাবিনা : না, নেই। আমার রুমে যেসব জুনিয়র থাকে, আমি তাদের সঙ্গে যেভাবে মিশি, সবচেয়ে সিনিয়র হিসেবে সেভাবে হয়তো মেশা উচিত নয়। আমি ওই পার্থক্যটা বুঝতে দিই না ওদের। সাগরিকা, কৃষ্ণা সবার সঙ্গে দুষ্টুমি-ফাজলামি করি। এখন ওরা ভাবে যে সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্বের কথাটা হয়তো ওরা বলেছে। আসলে তা নয়। এটা আপনারা তৈরি করে দিয়েছেন (কিছু মিডিয়া)। জুনিয়রদের সিনিয়ররা যথেষ্ট ভালোবাসে। এমনও হয় সিনিয়ররা বাসায় গেলে জুনিয়রদের জন্য খাবার রান্না করে আনে।

> “ জুনিয়রদের সঙ্গে সিনিয়ররা যেভাবে মেশে, বিতর্ক ওঠাই অনুচিত। কেন সিন্ডিকেটের কথা আসছে? ভেতরে কী হচ্ছে, শুধু প্লেয়াররাই জানে। আমরা কেমন ভুক্তভোগী, আমরাই জানি। এখন কেউ এসব নিয়ে কমেন্ট করতে পারে না।

প্রশ্ন : মনিকা বলেছেন, বর্তমান কোচ সিনিয়রদের পছন্দই করেন না। আসলেই কি তাই?
সাবিনা : দেখুন, পাকিস্তানে খেলোয়াড়েরা আমাকে বলল, ‘আমরা খেলার আগে যখন টিম লিস্ট পেয়েছি, খুব অবাক হয়েছি। মারিয়া, কৃষ্ণা, সানজিদা, মাসুরা নাই। তখনই মনে হয়েছে গেম অনেকখানি আমাদের পক্ষে।’ আমাদের মূল কয়েকজন খেলোয়াড় না থাকায় ওরা অ্যাডভান্টেজ পেয়েছে। আপনি যদি ভারতের সঙ্গে অনভিজ্ঞ মুনকিকে নামিয়ে দেন, চাপটা কী ও নিতে পারবে?

প্রশ্ন : ছোটদেরও তো শিখতে হবে। তাই না?
সাবিনা : অবশ্যই। তবে শামসুন্নাহার জুনিয়রের কথাই যদি বলি, ছোটন স্যার, পল স্যারের সময় ও অনেক ছোট ছিল। ওকে তখন হুট করে সেরা একাদশে নামিয়ে দেয়নি। চাপটা সে তখনই নিতে পারবে, যখন ফল ৩-০ হচ্ছে, ১০-১৫ মিনিট খেলা বাকি।

প্রশ্ন : যা-ই হোক, গুমোট অবস্থা কাটিয়ে কীভাবে দলটাকে এক করলেন?
সাবিনা : সব ম্যাচের আগে আমি ছোটন স্যারের সঙ্গে একটু কথা বলতে চেষ্টা করি। আমার মনে হয়, আমার থেকে উনি আমাকে ভালো চেনেন। ১৪ বছরের সম্পর্ক তো। শুধু আমাকে নয়, প্রত্যেকটা খেলোয়াড়েরই। স্যার বলেছিলেন, হার-জিত-ড্র যা-ই হোক, তোমরা সেমিতে যাবে। এই বার্তাটা সবাইকে ফরোয়ার্ড করেছিলাম যে স্যার এটা বলেছেন। কারণ, অনেক বিতর্ক হচ্ছিল তখন। আমার মনে হয়েছে, এই বার্তাটা আমার কাছ থেকেই যাক মেয়েদের কাছে।

প্রশ্ন : বর্তমান কোচ কি তাহলে আপনাদের যথেষ্ট উজ্জীবিত করতে পারছেন না?
সাবিনা : উজ্জীবিত করার ব্যাপার নয়। বর্তমান কোচ সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আছেন। প্রত্যেক কোচের ফিলোসফি ভিন্ন। তবে আমি ১৪ বছরের সম্পর্কের সঙ্গে ছয় মাসের সম্পর্ক কখনোই এক করতে চাই না। অবশ্যই দুজনের মধ্যে অনেক পার্থক্য। একজন হয়তো একভাবে কাজ করেন, আরেকজন আরেকভাবে। তাঁদের কাজ করার ধরনটাকে আমি সম্মান করি।

প্রশ্ন : বাটলার বলেছেন, মেয়েরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যস্ত থাকেন। টিকটক করেন।
সাবিনা : সোশ্যাল সাইটে অ্যাকটিভ শুধু বাংলাদেশের মেয়েরা নয়। সারা দুনিয়ার মেয়েরাই অ্যাকটিভ। একটা মেয়ে যখন ভোর চারটায় উঠে অনুশীলনে যায়, আটটায় ফেরে, ৯-১০টায় নাশতা করে। দুপুরে জিম করে। ওর নিজস্ব মানসিক শান্তির দরকার আছে। সে সারাক্ষণ ক্যাম্পে থাকে। ওরা কেন সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাকটিভ, প্রশ্নটাই তো ওঠা উচিত নয়।

প্রশ্ন : অনেকে বলেন, টিকটকে ব্যস্ত থাকায় কারও ভালো খেলার খিদে কমে গেছে।
সাবিনা : টিকটক করাটা কী ক্ষতির, আমার মাথায় আসে না। এভাবে মেয়েদের ডিমোটিভেট করার চেয়ে কীভাবে চাঙা রাখা যায়, এটাই আপনাদের কাজ। এদের গড় বয়স ২১-২২। খুব স্বাভাবিক ওরা সোশ্যাল সাইটে অ্যাকটিভ থাকতে চাইবে। এটা দিয়ে তাদের বিচার করলে সেটা হবে দুঃখজনক।

প্রশ্ন : ২৭ অক্টোবর সেমিফাইনাল। সমর্থকদের কী বার্তা দেবেন?
সাবিনা : দেশের মানুষের ভাবা উচিত দুই বছর আগে মেয়েরা সাফ জিতেছে, এখন কেন একই রকম পারফরম্যান্স হচ্ছে না। মেয়েরা কেন আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে। বাংলাদেশের কালচারটাও বুঝতে হবে। মেয়েদের জন্য কয়টা ম্যাচের ব্যবস্থা করতে পারছেন? সারা বছর ট্রেনিং করেই উন্নতি হলে বাংলাদেশ হতো বিশ্বের শীর্ষ দল। কারণ, তারা সারা বছর ক্যাম্পে থাকে।

প্রশ্ন : শেষ প্রশ্ন। জুনিয়র মেয়েদের মনের অবস্থা কী?
সাবিনা : আজ সকালে ওরা আমায় বলছিল, আপু, ভালো কিছু হলে তাড়াতাড়ি ছড়ায় না, একটু খারাপ কিছু হইলেই দ্রুত ছড়ায়ে যায়। এটা খারাপ লাগে। মেয়েদের যা দরকার, যা দিতে পারবেন না, মেয়েদের দোষও দেওয়া ঠিক নয়। আবার ফল এদিক-ওদিক হলেই কথা বলেবেন। কিন্তু মেয়েরা জানে, দেশের জন্য কীভাবে খেলতে হয়। কেউ যদি বলে মেয়েরা খেলার ভেতর নেই, সেটা ঠিক নয়। ভারত ম্যাচে মেয়েরা নিজেদের প্রমাণ করেছে। ওরা দেশের সম্মানের জন্য খেলছে।

সেঞ্চুরি হাতছাড়া করার আক্ষেপ মেহেদী হাসান মিরাজের। ৯৭ রানে আউট হওয়ার পর কাল মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। ছবি : প্রথম আলো

ভারতকে উড়িয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করার পর গতকাল পুরোপুরি ছুটির আমেজে কাটাল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। কাঠমান্ডুর হোটেল প্রাঙ্গণে তোলা সানজিদা, কৃষ্ণা, ঋতুদের এই ছবিতে বাংলাদেশ দল যেন সুখী এক পরিবার। ছবি : বাফুফে

সেমিতে বাংলাদেশের সামনে ভুটান

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *কাঠমান্ডু থেকে*

গতবারের মতো এবারও শেষ চারে ভুটানের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। সেই ভুটান, যাদের বিপক্ষে বাংলাদেশের মেয়েরা কখনো হারেননি। ‘বি’ গ্রুপে গোলপার্থক্যে নেপালের পেছনে থেকে দ্বিতীয় হয়েছে ভুটান।

গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে কাল নেপালের প্রতিপক্ষ ছিল শ্রীলঙ্কা। দিনের প্রথম ম্যাচে ভুটান অবিশ্বাস্যভাবে মালদ্বীপকে ১৩-০ গোলে হারানোর পর গ্রুপসেরা হতে নেপালের দরকার ছিল ৬ গোলের ব্যবধানে জয়। শ্রীলঙ্কাকে ৬-০ গোলে হারিয়ে সেই সমীকরণ মেলায় স্বাগতিক নেপাল। নেপালি মেয়েরা ষষ্ঠ গোলটি করেছে যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে।

এই ম্যাচ শেষে নেপাল-ভুটান দুদলেরই পয়েন্ট হয়ে যায় ৭। দুই দলের মুখোমুখি লড়াইয়ের ম্যাচটি ড্র হওয়ায় দেখা হয় গ্রুপ পর্বের গোল পার্থক্য। ভুটানের (+১৬) চেয়ে ১ গোলে এগিয়ে থাকায় গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নেপাল।

২৭ অক্টোবর প্রথম সেমিফাইনালে ভুটানের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। একই দিনে অন্য সেমিফাইনালে নেপালের প্রতিপক্ষ ভারত।

ছোট পর্দায় আজ

পুনে টেস্ট-২য় দিন	*টি স্পোর্টস, স্পোর্টস ১৮-১*
ভারত-নিউজিল্যান্ড	সকাল ১০টা
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট-২য় দিন	*পিটিভি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস*
পাকিস্তান-ইংল্যান্ড	বেলা ১১টা
ইমার্জিং এশিয়া কাপ	*স্টার স্পোর্টস ১*
পাকিস্তান ‘এ’-শ্রীলঙ্কা ‘এ’	বিকেল ৩টা
ভারত ‘এ’-আফগানিস্তান ‘এ’	সন্ধ্যা ৭-৩০ মি.
জার্মান বুন্দেসলিগা	*সনি স্পোর্টস টেন ২*
মাইনৎস-ম’গ্লাডবাখ	রাত ১২-৩০ মি.
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ	*স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১*
লেস্টার-নটিংহাম	রাত ১টা

তহুরার এখন সব আছে, নেই শুধু সাবিনা

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *কাঠমান্ডু থেকে*

পরশু রাতটা দারুণ আনন্দে কেটেছে তহুরা খাতুনের। ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের ৩-১ গোলের দুর্দান্ত জয়ে তাঁর গোল দুটি। ডিফেন্ডার আফঈদা খন্দকারের গোলের পর দলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোল তহুরার। কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালায় ভারত-জয়ে বড় অবদান রাখতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছেন তহুরা। দলকে গ্রুপসেরা করে নিয়ে গেছেন সাফের সেমিফাইনালেও।

তবে মনের মধ্যে কোথায় যেন দুঃখবোধও রয়ে গেছে তহুরার। এমন আনন্দের সময়ে তাঁর মনে পড়ছে অকালপ্রয়াত বন্ধু সাবিনা ইয়াসমিনকে। ময়মনসিংহের কলসিন্দুরে দুজনের বাড়ি পাঁচ-ছয় মিনিটের দূরত্বে। ২০১৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন সাবিনা। সে সময় বাফুফের অনূর্ধ্ব-১৪ দলের ক্যাম্পে ছিলেন হরিহর আত্মা সাবিনা ও তহুরা। ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে সাবিনা জ্বরে আক্রান্ত হলেন। ছুটি শেষে ২৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় আসার কথা থাকলেও তার আগের দিনই চলে যান অন্যলোকে। এরপর গত সাত বছরে একমুহূর্তের জন্যও তাঁকে ভুলতে পারেননি তহুরা।

সেই বন্ধুকেই পরশু ম্যাচসেরার পুরস্কার উৎসর্গ করেছেন তহুরা। জাতীয় দলের হয়ে এই প্রথম ম্যাচসেরা হয়ে আবেগাপ্লুত তহুরা বলছিলেন, ‘সাবিনার কথা মনে পড়লে আজও কান্না আসে। ম্যাচটা উৎসর্গ করেছি ওকেই। গোল দুটি, পুরস্কারও। ওদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে আমার। বাড়ি থেকে আমার কাছে ফোন না এলেও সাবিনার মা কিন্তু ফোন করেন সব সময়।’

তবে বন্ধুর অকালমৃত্যুর শোক প্রেরণা হয়ে ধরা দিয়েছে তহুরার কাছে, ‘বঙ্গমাতা, আন্তস্কুলে একসঙ্গে খেলেছি আমরা। ও মারা যাওয়ার পর অনেক সময় একা থাকতাম, ফুটবল ছেড়ে দেব ভাবতাম; কিন্তু ছাড়িনি। ওর কথা মনে হলে ভাবি, আমি খেলে যাব।’

পরিবার অবশ্য কিছুটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তহুরার খেলার সামনে। তবু ফুটবলেই আছেন, আলো কাড়ছেন। তাঁর হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশের জার্সিতে ৫২টি গোল করে ফেলেছেন। জাতীয় দলের হয়ে ৯টি, বাকিগুলো বয়সভিত্তিক ফুটবলে। অথচ হতাশায় ভুগে এই তহুরাই গত বছর জুনে বাফুফের ক্যাম্প ছেড়ে চলে যান বাড়ি। এরপর আবার ফিরেছেন মাঠে। তহুরা-ফুল যে অকালে শুকিয়ে যায়নি, কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে তা আবার দেখা গেছে।

চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলা বন্ধু সাবিনার সঙ্গে তহুরা (ডানে)। ছবি : সংগৃহীত

পাকিস্তান ম্যাচে ভালো করতে না পারায় তহুরার হতাশা ছিল। সেই হতাশা থেকে নেন একটা প্রতিজ্ঞাও, ‘ওই ম্যাচে মিস করেছি। তাই মনে কষ্ট ছিল। সবার মধ্যে চেষ্টা ছিল, যেভাবেই হোক ভারতকে হারাতে হবে বা ড্র করতে হবে। সব মিলিয়ে আমি খুব খুশি যে ভারতের বিপক্ষে দুটি গোল করতে পারছি।’

কৃষক পরিবারের মেয়ে তহুরা ২০১৫ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে ঢাকায় বাফুফের ক্যাম্পে আসেন। তার আগে জীবনটা ছিল শৈশবের চঞ্চলতায় ভরা, ‘রোদ, বৃষ্টি যা-ই হোক, আমি বিলে যেতাম। কেউ বিলে নেই; কিন্তু আমি আছি। একা একা হলেও বিলে যেতাম। কেউ মাছ ধরতে পারেনি; কিন্তু আমি ধরে আনতাম।’

তহুরার প্রথম বিদেশ যাওয়ার সুযোগ হয় ২০১৫ সালের এপ্রিলে। এই কাঠমান্ডুতেই এসেছিলেন সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ নারী টুর্নামেন্ট খেলতে। নেপালে আসার সেই স্মৃতি আজীবন মনে রাখবেন তহুরা। ঢাকার হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে গিয়ে জীবনে প্রথম লিফট দেখলেন। সেই স্মৃতি মনে করে বলছিলেন, ‘লিফটে উঠব কীভাবে, সাহস পাচ্ছিলাম না। কী করব, ভয় লাগছিল। সঙ্গে ছিল তাসলিমা নাসরিন, আমার এলাকার মেয়ে। সেই জোর করে ওঠায় আমাকে লিফটে।’

জাতীয় দলের দুই শামসুন্নাহারও তহুরার এলাকার। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে সবাই মিলে জাম পাড়া, বরই পাড়া, দুষ্টুমি করে মানুষের টিনের চালে ঢিল মারা—হারানো দিনগুলোর কথা মনে পড়লে এখনো কৈশোরের আনন্দে ফিরে যান তহুরা। ফিরে পান না শুধু সাবিনার প্রিয় মুখটা।

স্কোরকার্ড

বাংলাদেশ ১ম ইনিংস : ১০৬
দক্ষিণ আফ্রিকা ১ম ইনিংস : ৩০৮
বাংলাদেশ ২য় ইনিংস
(তৃতীয় দিন শেষে, ২৮৩/৭; মিরাজ ৮৭, নাঈম ১৬*)*

	রান	বল	৪	৬
মিরাজ ক মুল্ডার ব রাবাদা	৯৭	১৯১	১০	১
নাঈম এলবিডব্লু ব রাবাদা	১৬	২৯	১	০
তাইজুল ক স্টাবস ব মুল্ডার	৭	৭	১	০
হাসান অপরাজিত	৪	৩	০	০
অতিরিক্ত (বা ৬, লেবা ৮, নো ৭)	২১			

মোট (৮৯.৫ ওভারে অলআউট) **৩০৭**
উইকেট পতন : ৭-২৫০ (জাকের, ৭৫.১), ৮-২৮৪ (নাঈম, ৮৫.৩), ৯-৩০৩ (তাইজুল, ৮৮.৩), ১০-৩০৭ (মিরাজ, ৮৯.৫)।
বোলিং : রাবাদা ১৭.৫-৪-৪৬-৬ (নো ৫), মুল্ডার ১৩-৩-৪০-১ (নো ২), মহারাজ ৩৭-১০-১০৫-৩, পিট ১৯-০-৯৫-০, মার্করাম ৩-১-৭-০।

দক্ষিণ আফ্রিকা ২য় ইনিংস *(লক্ষ্য ১০৬ রান)*

	রান	বল	৪	৬
ডি জর্জি ক হাসান ব তাইজুল	৪১	৫২	৭	০
মার্করাম ব তাইজুল	২০	২৭	৪	০
স্টাবস অপরাজিত	৩০	৩৭	৪	১
বেডিংহাম ক লিটন ব তাইজুল	১২	১৩	০	১
রিকেলটন অপরাজিত	১	৩	০	০
অতিরিক্ত (লেবা ২)	২			

মোট (২২ ওভারে, ৩ উইকেটে) **১০৬**
উইকেট পতন : ১-৪২ (মার্করাম, ৯.৫), ২-৭১ (ডি জর্জি, ১৫.১), ৩-৯৭ (বেডিংহাম, ১৯.৪)।
বোলিং : হাসান ৫-২-১২-০, তাইজুল ১১-১-৪৩-৩, মিরাজ ২-০-১৩-০, নাঈম ২-০-২০-০, মুমিনুল ২-০-১৬-০।
ফল : দক্ষিণ আফ্রিকা ৭ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ : কাইল ভেরেইনা।

১৬৫

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত টেস্টে এখন সবচেয়ে বেশি উইকেট তাইজুল ইসলামের। কাল সাকিব আল হাসানকে (১৬৩) পেছনে ফেলেছেন এই বাঁহাতি স্পিনার। ১০৪ উইকেট নিয়ে মেহেদী হাসান মিরাজ তিনে।

সাকিবের সঙ্গে তুলনায় আপত্তি মিরাজের

মিরপুর টেস্ট

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বেচারা মেহেদী হাসান মিরাজ! রান করে উল্টো যেন বিপদেই পড়ে গেলেন তিনি! দলের কেউই যখন রান পাচ্ছেন না, তখন মিরাজ রান করছেন ধারাবাহিকভাবে। রান আসছে দলের চাপে মুখে, ঘোরতর বিপদে। প্রতি ম্যাচেই তিনি হয়ে উঠছেন বাংলাদেশ দলের ‘ক্লাচ প্লেয়ার’, যার সেরাটা বেরিয়ে আসে দলের সবচেয়ে প্রয়োজনের মুহূর্তে। সংবাদ সম্মেলনে এসে অন্যদের ব্যর্থতার ব্যাখ্যা দিতে হচ্ছে। তিনি কী এমন করছেন, যা বাকিরা করছেন না—শুনতে হচ্ছে এমন প্রশ্নও।

মিরপুর টেস্টের চতুর্থ দিন সকালে কাল দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭ উইকেটে হারের পরও সংবাদ সম্মেলনে সেটাই হলো। ১৭ মিনিটের সংবাদ সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্টে দলের অন্যদের ব্যাটিং-ব্যর্থতার ব্যাখ্যা দিতে দিতে যেন ক্লান্তই হয়ে গেলেন তিনি। এক ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে বলেছেন, ‘আমাদের ব্যর্থতা, আমরা স্বীকার করছি।’ অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, ‘আমরা ব্যাটসম্যানরা রান করতে পারিনি। দ্বিতীয় ইনিংসের (৩০৬) রানটা প্রথম ইনিংসে (১০৬) হলে ম্যাচটা ভিন্ন হতে পারত। দুই সেশনের আগেই অলআউট হয়ে গিয়েছি। এ জন্য পিছিয়ে পড়েছি। টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম ইনিংস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’

হারের জন্য প্রথম ইনিংসে নিজের বোলিংয়ের সমালোচনাও করেছেন মিরাজ, ‘আমরা যদি আরও ভালো বোলিং করতাম, বিশেষ করে আমি; নাঈম যদি আরও ভালো বোলিং করত, তাহলে প্রশ্ন উঠত না। আমিও ভালো করিনি। আমি যদি ভালো করতাম...যেটা দল প্রত্যাশা করে, ৬-৭ উইকেট নেব, ম্যাচ জেতাব। কিন্তু আমি প্রথম ইনিংসে শুরুর দিকে উইকেট নিতে পারিনি। তখনই আমরা পিছিয়ে পড়ি।’

অলরাউন্ড নৈপুণ্যের কারণে আরেকটি সমস্যায়ও পড়তে হয় মিরাজকে। সবাই এখন তাঁর মধ্যে সাকিব আল হাসানকে খুঁজে পেতে চান। কিন্তু সাকিব টেস্ট খেলছেন ১৭ বছর ধরে। ৩৭ গড়ে সাড়ে চার হাজারের বেশি রান করা তারকা অলরাউন্ডারের সঙ্গে নিজের তুলনাটা একদমই পছন্দ নয় মিরাজের। কাল তো সাকিবের ক্যারিয়ারের সঙ্গে নিজের ক্যারিয়ারের তুলনা টেনে বুঝিয়েও দিলেন, ‘সাকিব ভাইয়ের জায়গায় সাকিব ভাই, আমি আমার জায়গায়। আমি রান করা শুরু করেছি মাত্র এক-দুই বছর। সাকিব ভাই শুরু থেকেই রান করেছেন।’ দুজনের ব্যাটিং অর্ডার যে দুই রকম, সেটিও মনে করিয়ে দিয়েছেন, ‘আমি ৭-৮ নম্বরে ব্যাট করি। সাকিব ভাই সব সময় টপ অর্ডারে ব্যাটিং করেছেন।’

ওপরের সারির ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতার পরও মিরপুর টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে মিরাজের ৯৭ রানের ইনিংস ম্যাচটাকে নিয়ে যায় চতুর্থ দিনে। দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশ দল টেনেটুনে ১০৬ রানের লক্ষ্য দেয় দক্ষিণ আফ্রিকাকে, যা ৩ উইকেট হারিয়ে সহজেই টপকে যায় এইডেন মার্করামের দল। উপমহাদেশে এটি গত ১০ বছরে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম জয়। এর আগে উপমহাদেশে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বশেষ টেস্ট জয় ২০১৪ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গলে।

বহু প্রত্যাশিত জয়টা দলের তরুণ ক্রিকেটারদের হাত ধরে আসায় গর্বিত অধিনায়ক মার্করাম, ‘তরুণ ও অনভিজ্ঞ একটা দলের জন্য এমন জয় বিরাট ব্যাপার। আমরা এই জয় থেকে আত্মবিশ্বাসও পেলাম...এ ধরনের কন্ডিশনে আমরা ভালো করতে পারি, লড়াই করতে পারি।’ ১০ বছর পর উপমহাদেশে টেস্ট জয় নিয়ে তাঁর কথা, ‘আমি দুই বছর ধরে উপমহাদেশে খেলছি, আমি এর আগে কখনো জয়ের দেখা পাইনি। এখন আমরা আত্মবিশ্বাস পেলাম উপমহাদেশে ভালো করার।’

আগামীকাল এই আত্মবিশ্বাস নিয়েই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু চট্টগ্রামে যাবে দক্ষিণ আফ্রিকা দল। ভারতে দুটি টেস্টের পর ঘরের মাঠে আরও একটি টেস্ট হারা বাংলাদেশকে সেখানেই খুঁজতে হবে হারানো আত্মবিশ্বাস।

রাফিনিয়ার হ্যাটট্রিকে ‘প্রতিশোধ’ বার্সার

চ্যাম্পিয়নস লিগ

খেলা ডেস্ক

‘বায়ার্ন আইলো’—বার্সেলোনার জন্য ব্যাপারটা এমনই হয়ে গিয়েছিল। টানা ৯ বছর বায়ার্ন মিউনিখকে হারাতে পারেনি বার্সা, তার ওপর ২০২০ সালে ৮-২ গোলে হারের দুঃসহ স্মৃতি, এমন মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল।

অবশেষে সেই দুঃস্মৃতি পেছনে ফেলার উপলক্ষ পেয়েছে বার্সেলোনা। পরশু রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে বায়ার্নকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে স্প্যানিশ দলটি। অলিম্পিক স্টেডিয়ামে বায়ার্নের কাঁটা দিয়েই বায়ার্ন-কাঁটা উপড়েছে বার্সা।

হ্যাটট্রিক গোলের পর রাফিনিয়া। ছবি : রয়টার্স

৪-১ গোলের জয়ের মূল কারিগর যে বায়ার্নেরই একসময়ের কোচ হান্সি ফ্লিক, যিনি এখন বার্সেলোনার দায়িত্বে। বার্সার গোলদাতাদের একজনও সাবেক এক ‘বাভারিয়ান’ রবার্ট লেভানডফস্কি!

লেভা অবশ্য এই ম্যাচের পার্শ্বনায়ক। অবিসংবাদিত নায়ক রাফিনিয়া। ব্রাজিলিয়ান এই উইঙ্গারই বায়ার্নের গোলমুখ খোলেন ম্যাচের প্রথম মিনিটে। ৭৫ মিনিটে যখন দানি ওলমোকে সুযোগ দিতে তাঁকে তুলে নিলেন কোচ, রাফিনিয়ার হ্যাটট্রিক হয়ে গেছে তার বেশ আগেই। ৪৫ মিনিটে করেছিলেন নিজের দ্বিতীয় গোলটা, ৩ নম্বরটা ৫৬ মিনিটে।

দলকে জেতানোর পর রাফিনিয়া বলেছেন, ‘এটা ভক্তদের কাছে প্রতিশোধ।’

একনজরে ফল

বার্সেলোনা	৪:১	বায়ার্ন
ম্যান সিটি	৫:০	স্পার্তা প্রাগ
লাইপজিগ	০:১	লিভারপুল
সালজবুর্গ	০:২	দিনামো জাগরেব
ইয়াং বয়েজ	০:১	ইন্টার মিলান
বেনফিকা	১:৩	ফেইনুর্ড
আতলেতিকো	১:৩	লিল
ব্রেস্ত	১:১	লেভারকুসেন
আতালান্তা	০:০	গেঙ্ক

হলান্ডের অবিশ্বাস্য গোল

পরশু স্পার্তা প্রাগের বিপক্ষে ম্যানচেস্টার সিটির ৫-০ গোলের জয়ে জোড়া গোল করেছেন আর্লিং হলান্ড। নরওয়েজীয় তারকার প্রথম গোলটি ছিল রীতিমতো অবিশ্বাস্য। ডান প্রান্ত থেকে সাভিনিওর ক্রস পড়েছিল বক্সে। গোল করার জন্য হলান্ড সুবিধাজনক পজিশনে ছিলেন না। কিন্তু বুদ্ধিমত্তা ও অ্যাথলেটিসিজম থাকলে অসুবিধাও অনেক সময় সুবিধা হয়ে ওঠে। বলটি শূন্যে থাকতে হলান্ড একটু লাফিয়ে পেছনে ঘুরে পায়ের পেছনের অংশ দিয়ে ভলি করেন, ফুটবলীয় ভাষায় যা ব্যাকহিল ভলি। গোলটির পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা ওঠে, হলান্ড রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ তো! ম্যাচ শেষে সিটি কোচ তাঁর স্ট্রাইকারের প্রশংসায় অত দূর যাননি। তবে এটুকু বলেছেন, হলান্ডের ওই গোল ‘একজন মানুষের জন্য স্বাভাবিক নয়।’

সুনামগঞ্জের চলতি নদে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন চলছে। এ কাজে ব্যবহৃত কয়েকটি বালুবোঝাই নৌযান জব্দ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। মঙ্গলবার বিকেলে নদের আদাং এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

৫ আগস্টের পর ১০০ কোটি টাকার বালু লুট

সুনামগঞ্জের চলতি নদ

মূলত ৫ আগস্টের পর থেকে বালু লুটের মচ্ছব শুরু হয়। প্রতিদিন শত শত বাল্কহেড ও নৌকা নদে ঢুকে অবাধে বালু উত্তোলন ও পরিবহন করছে।

- নদের ডলুরা এলাকায় ৩৭১ একর জমি নিয়ে ধোপাজান বালুমহাল।
- একসময় এই নদে খননযন্ত্র দিয়ে অবাধে বালু তোলায় দুই তীরের বহু গ্রাম ও স্থাপনা ভাঙনের কবলে পড়ে।

খলিল রহমান, *সুনামগঞ্জ*

সুনামগঞ্জের চলতি নদ সীমান্ত থেকে এসে সুরমা নদীর যে স্থানে মিশেছে, সেটির নাম সদরগড়। সুরমা থেকে চলতি নদের একেবারে প্রবেশমুখে কয়েকটি বাঁশ পোঁতা। একটি বাঁশে লাল পতাকা টাঙানো। তীরের চায়ের দোকান থেকে এক যুবক এসব বাঁশ দেখিয়ে জানান, প্রশাসন বালু লুট বন্ধে বাঁশের বেড়া দিয়েছিল, যাতে নদের ভেতর বাল্কহেড ও নৌকা না ঢুকতে পারে; কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। বালুখেকোরা বেড়া দেওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই ভেঙে ফেলে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সরেজমিনে দেখা যায়, বালু উত্তোলন বন্ধ রয়েছে। দোকানে থাকা দুজন জানান, গত বুধবার থেকে কোনো নৌকা নামেনি। অথচ তিন দিন আগে এখানে পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। পুলিশের চোখের সামনে দিয়ে শত শত বাল্কহেড ও নৌকায় বালু নেওয়া হয়েছে। ওই ব্যক্তিরা আলোচনা করছিলেন, ৫ আগস্টের পর আড়াই মাসে শতকোটি টাকার বালু লুট হয়েছে। একপর্যায়ে পরিচয় জেনে কিছুটা চুপ হয়ে যান তাঁরা। একজন বলেন, ‘সোমবার নাকি সুনামগঞ্জে বড় অফিসার আইব। এর লাগি মনে অয় সবাই একটু লুকাইছে।’

ওই দোকানঘর থেকে কিছুটা উত্তরে একটি ছাপরা ঘর দেখিয়ে একজন বললেন, ‘ওখানে পুলিশ আছে। তারার লগে গিয়ে মাতইন।’ তাঁর কথামতো ওই ছাপরা ঘরে গিয়ে একজনকে পাওয়া গেল। তিনি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে (ডিবি) আছেন। নিজে কথা না বলে জানালেন, কাছেই উপপরিদর্শক আব্বাস উদ্দিন আছেন। তিনি নিজেদের অসহায়ত্ব তুলে ধরেন জানান, বালুখেকো চক্র খুবই শক্তিশালী। নদীর উজান থেকে একসঙ্গে শত শত নৌকা যখন একসঙ্গে বালু নিয়ে নামত, তখন আটকানো তাঁদের (পুলিশ) পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত। একটি ধরতে গেলে ২০টি চলে যেত।

পূর্ব সদরগড়, পশ্চিম সদরগড়, উড়ারকান্দা, মনিপুরিহাটি, কাইয়ারগাঁও গ্রামের ১৬ বাসিন্দা জানান, প্রশাসন থেকে বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু উদ্যোগ নিলেও পুলিশ অনেকটা নিষ্ক্রিয় ছিল। সদরগড় গ্রামের বাসিন্দা ফারুজ মিয়া বলেন, ‘নদীর ইজারা বন্ধ, তাহলে সদর উপজেলা প্রশাসন টোল-ট্যাক্স, বিআইডব্লিউটিএ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ নানা নামে ঘাট ইজারা দেয় কীভাবে? আসলে এই বালু লুটে তলে-তলে কমবেশি সবার যোগসাজশ আছে।’

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, চলতি নদে মূলত ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে বালু লুটের এই মচ্ছব শুরু হয়। প্রতিদিন শত শত বাল্কহেড ও নৌকা নদে ঢুকে অবাধে বালু উত্তোলন ও পরিবহন করছে। ছোট নৌকা ৩০০ ঘনফুট আর বড় বড় বাল্কহেডে ১ হাজার থেকে ১০ হাজার ঘনফুট বালু পরিবহন করা হয়।

প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা ডলুরা সীমান্ত হয়ে ভারত থেকে চলতি নদ এসে শহরতলির সদরগড় এলাকায় সুরমা নদীতে মিশেছে। নদের ডলুরা এলাকায় ৩৭১ একর জমি নিয়ে ধোপাজান বালুমহাল। একসময় এই নদে খননযন্ত্র দিয়ে অবাধে বালু তোলায় দুই তীরের বহু গ্রাম ও স্থাপনা ভাঙনের কবলে পড়ে। ২০১৮ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক সিদ্ধান্তে ধোপাজানের ইজারা বন্ধ করা হয়। তবে নদের তীরবর্তী এলাকার হাজারো শ্রমিক ছোট ছোট নৌকা দিয়ে বালু তুলে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

এই নদের বালু-পাথর ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নজির আহমদ বলেন, ‘যেহেতু নদী থেকে বালু উত্তোলন নিষিদ্ধ, তাই আমরা চুরি করে ব্যবসা করতে চাই না। ব্যবসায়ীরা না থাকলেও এখন শত শত মানুষ ড্রেজার দিয়ে বালু উত্তোলন করে বিক্রি করছেন। সবাই দেখছে; কিন্তু এসব বন্ধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেই।’

সুনামগঞ্জ পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের (সুপা) সভাপতি এ কে এম আবু নাছার জানান, নদীতে বালু লুট শুরুর পর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার কাছে লিখিত দিয়েছেন; কিন্তু কোনো ফল হয়নি।

পুলিশ সুপার আ ফ ম আনোয়ার হোসেন খান অবশ্য পুলিশের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, যাঁরা এসব অবৈধ কাজে যুক্ত, তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে। পুলিশের বিরুদ্ধে একটি পক্ষ অপপ্রচার চালাচ্ছে। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, ইতিমধ্যে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিয়মিত অভিযান হচ্ছে।

অস্ত্র হাতে মো. ফিরোজ। গত ১৮ জুলাই চট্টগ্রাম নগরের মুরাদপুর এলাকায়। ফাইল ছবি

ছাত্র আন্দোলনে গুলি ছোড়া সেই অস্ত্রধারী যুবলীগ কর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

চট্টগ্রাম নগরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অস্ত্র নিয়ে গুলি করা যুবলীগের এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর নাম মো. ফিরোজ। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনী সদর থানার রামপুরা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব।

গ্রেপ্তার ফিরোজ একসময় শিবিরের ক্যাডার হিসেবে পরিচিত হলেও আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালে যুবলীগে যোগ দেন। তিনি নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দীনের অনুসারী হিসেবে পরিচিত। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, অস্ত্রবাজি, মাদক ও ছিনতাইয়ের পাঁচটি মামলা রয়েছে।

র‍্যাব-৭ চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক (গণমাধ্যম) শরীফ উল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, গত ১৮ জুলাই নগরের মুরাদপুর ও বহদ্দারহাট এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নির্বিচার গুলি করার কথা স্বীকার করেছেন ফিরোজ। ওই দিন নগরের বহদ্দারহাট এলাকায় সায়মান মাহিন নামের এক দোকান কর্মচারীকে গুলি করার কথা তিনি র‍্যাবের কাছে স্বীকার করেন। ফিরোজকে চান্দগাঁও থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এর আগে আন্দোলনের অস্ত্রধারী আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের মধ্যে মো. মিজান, মো. ফয়সাল ও বাদশাকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। আর গত মঙ্গলবার ছাত্রলীগের কর্মী হাবিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে নগরের খুলশী থানা-পুলিশ।

সচিবালয়ে ঢুকে বিক্ষোভ

গ্রেপ্তার ২৬ জন ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িত : পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এইচএসসিতে ‘বৈষম্যহীন’ ফলাফলের দাবিতে সচিবালয়ের ভেতরে ঢুকে বিক্ষোভের ঘটনায় মামলা হয়েছে। রাজধানীর শাহবাগ থানায় করা এ মামলায় ২৬ জনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তবে ২৮ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ বলছে, গ্রেপ্তার সবাই ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

গতকাল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িত বলে জানিয়েছেন। গত বুধবার বিক্ষোভকালে ৫৪ জনকে আটক করেছিল পুলিশ।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, বুধবার সচিবালয়ে অবৈধভাবে প্রবেশ করে বিক্ষোভের ঘটনায় শাহবাগ থানার মামলায় ২৬ জনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে। বাকি ২৮ জনকে তাঁদের অভিভাবকদের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় হওয়া মামলায় অজ্ঞাতপরিচয় আরও ৬০ থেকে ৭০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

কারাগারে পাঠানো ব্যক্তিরা হলেন মো. জহিরুল ইসলাম (২০), মো. ফয়সাল হাসান (২১), মো. রায়হান হোসেন (২১), মো. রুবেল আহম্মেদ (১৮), মো. রিয়াদ মাহমুদ (২১), মো. মেজবাউল রহমান মিল্লাদ (১৮), মো. মেহেদী হাসান (১৮), মো. সোয়ান (২১), মো. ইমরান হোসেন আরমান (১৮), মো. মেহেদী হাসান (১৯), মো. সাগর (১৮), মো. রোহান (১৮), মো. শাহারিয়ার হোসেন (১৮), মো. আহাদ মোল্লা (২২), মো. সোহান (১৮), মো. মাসনুন (১৮), মো. নাঈম (১৮), মো. ইমাম হাসান (১৮), মো. শাকিল (১৮), মো. সেলিম (১৮), মো. সাকলাইন মুস্তাক (১৮), মো. হানজালাল (২২), মো. মশিউর রহমান (১৮), মো. প্রান্তিক (১৮), মো. তাছিম রহমান (১৮) ও মো. রবিন মিয়া (১৮)।

দুই মাস আগে সচিবালয়ের ভেতরে ঢুকে একদল পরীক্ষার্থীর বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে স্থগিত এইচএসসি ও সমমানের বিষয়গুলোর পরীক্ষা বাতিল করতে বাধ্য হয় শিক্ষা বিভাগ। বাতিল পরীক্ষাগুলোর নম্বর নির্ধারণ করা হয় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে (বিষয় ম্যাপিং করে)। এ পদ্ধতি অনুসরণ করে ১৫ অক্টোবর এইচএসসির ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এরপর নতুনভাবে এইচএসসি পরীক্ষার ‘বৈষম্যহীন’ ফলাফল প্রকাশের দাবিতে বুধবার সচিবালয়ের ভেতরে ঢুকে বিক্ষোভ করেন একদল শিক্ষার্থী।

এ বিক্ষোভ ঘিরে সচিবালয়ের ভেতরে ব্যাপক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ধাওয়া দেয় পুলিশ। এ সময় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে মারধর করা হয়। এতে বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। এ সময় পুলিশ ৫৪ জনকে আটক করে।

এ বছরের এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল গত ৩০ জুন। সাতটি পরীক্ষা হওয়ার পর সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে কয়েক দফায় পরীক্ষা স্থগিত করা হয়।

অনন্য উদ্যোগ

চলনবিলের নাটোর অংশের দুটি স্থানে দেশি মাছ সংরক্ষণে ৩৬ বিঘা আয়তনের দুটি দিঘি খনন করা হয়েছে। ছবি : প্রথম আলো

চলনবিলে যশোধনের দিঘি

মুক্তার হোসেন, *নাটোর*

যশোধন প্রামাণিক

স্বাদুপানির অধিকাংশ মাছ পাওয়া যেত বলে একসময় চলনবিলকে ‘মৎস্যখনি’ নামে ডাকা হতো; কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিলের আয়তন যেমন কমেছে, তেমনি বর্ষা ছাড়া অন্য মৌসুমে অথই জলরাশির দেখা মেলে না। আগের মতো মাছ আর নেই। এভাবে মাছ বিলুপ্ত হতে দেখে এগিয়ে এসেছেন এক ব্যক্তি, যাঁর প্রচেষ্টায় তিন জেলাজুড়ে বিস্তৃত বিলটির মাছ রক্ষায় সরকারও উদ্যোগী হয়েছে।

দুই যুগ আগের কথা। পাখির আশ্রয় ও খাদ্য নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়ে আলোচিত হন নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার বাসিন্দা যশোধন প্রামাণিক। তাঁর উদ্যোগে সাড়া দিয়ে পাখির জন্য লোকালয় ও উন্মুক্ত জলাধারের আশপাশে গাছ লাগানো শুরু হয়। লোকালয়ের গাছপালায় পাখির জন্য মাটির হাঁড়ি বাঁধা, খাদ্য ও পানি সরবরাহ করার মতো কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়।

এরপর পাখির পাশাপাশি দেশি মাছ কীভাবে রক্ষা করা যায়, তা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন যশোধন। প্রথমেই তাঁর মাথায় আসে চলনবিলের কথা। ভাবনা অনুযায়ী বিলের নানা প্রান্তে ঘুরে ঘুরে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ শুরু করেন। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত নিয়ে দ্বারস্থ হন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে। দেশি মাছ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং এ জন্য প্রকল্প প্রণয়নে সরকারের কাছে সুপারিশ তুলে ধরেন।

যশোধন প্রামাণিক সরকারের নীতিনির্ধারকদের বোঝানোর চেষ্টা করেন, দেশি প্রজাতির অধিকাংশ মাছের বিচরণ উন্মুক্ত জলাধারে। কিছু নিয়মনীতি থাকলেও স্থানীয় লোকজন উন্মুক্ত জলাধারে অবাধে মাছ শিকার করেন। বর্ষা মৌসুমে চায়না দুয়ারী ও সোতি জাল দিয়ে মাছ শিকার করা হয়। এতে মাছের ডিম থেকে শুরু করে মা মাছ পর্যন্ত কোনো কিছু রেহাই পায় না। আর শুকনা মৌসুমে বিলের পানি সেচে মাছ নিধন চলে। এতে মা মাছসহ সব ধরনের মাছ বিলুপ্ত হয়।

সরকার চলনবিলের বিশেষ কিছু জায়গাকে মাছের অভয়াশ্রম ঘোষণা করলেও তা তেমন কাজে আসছে না। অভয়াশ্রম নদী বা বিলের উন্মুক্ত জলাধারের সঙ্গে একাকার হয়ে থাকায়, পানি কমে যাওয়া ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে দেশি মাছ সংরক্ষণে পুরোপুরি কাজে আসছে না। তাই বিল বা নদীসংলগ্ন স্থানে কৃত্রিম জলাধার খনন করে দেশি মাছ সংরক্ষণের কৌশল তুলে ধরেন এই প্রকৃতি পর্যবেক্ষক। তাঁর কোনো সংগঠন নেই। তিনি মাঠেঘাটে ঘুরে প্রাণিকুলের প্রয়োজন বুঝতে চেষ্টা করেন। এ নিয়ে সরকারকে তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করেন।

যশোধন প্রামাণিকের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার পর বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারে সরকার। এরপর সরকারি অর্থায়নে চলনবিলের নাটোর অংশের দুটি স্থানে দেশি মাছ সংরক্ষণে ৩৬ বিঘা আয়তনের দুটি দিঘি খনন করা হয়েছে।

দিঘি খননে ব্যয় হয়েছে ৮৮ লাখ টাকা। বর্ষার সময় এসব দিঘি বিলের পানির সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। বর্ষা শেষে বিলের পানি শুকাতে থাকলে দেশি মাছ আশ্রয় নেয় দিঘিতে। পুরো শুকনা মৌসুমে নানা প্রজাতির মাছ এখানে থাকে। বসবাস নির্বিঘ্ন করতে দিঘিতে পাহারাদার ও কৃত্রিম পানির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

বর্ষার পানি দিঘিতে ঢুকতে শুরু করলে মা মাছগুলো ডিম ছাড়তে শুরু করে। ডিম থেকে কোটি কোটি পোনা উৎপাদিত হয়। এসব পোনা সারা বিলে ছড়িয়ে পড়ে। পানি কমতে থাকলে মাছগুলোর একটি অংশ আবার দিঘিতে ফিরে আসে। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মা মাছগুলো দিঘি দুটিতে আশ্রয় নেয়। নির্দিষ্ট সময় বসবাস করায় স্থানীয়ভাবে দিঘি দুটি ‘মাছের হোটেল’ নামে পরিচিতি পেয়েছে।

যশোধন প্রামাণিকের মতে, চলনবিলে খনন করা এসব দিঘি বিলের মাছের বসবাসের জন্য একেকটি হোটেল। যত দিন বসবাসের প্রয়োজন হয়, তত দিন তারা এখানে বসবাস করে। সময়মতো আবার চলেও যায়। আর পাখিরা সারা দিন বিলের পানিতে খাবার সংগ্রহ করে এবং রাতে দিঘির পাড়ের গাছে আশ্রয় নেয়।

দেশি মাছের নির্বিচার নিধন ঠেকাতে যশোধন প্রামাণিকের প্রচেষ্টায় গড়া দিঘি অনন্য অবদান রাখবে—এমনটি মনে করেন চলনবিল জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম। আর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদের বক্তব্য, এখনো যে ১৪০ প্রজাতির দেশি মাছ রয়েছে, তা রক্ষা করতে এ ধরনের বিশেষ উদ্যোগ কাজে আসবে। মৎস্যভান্ডার হিসেবে চলনবিল দীর্ঘজীবী হবে।

ডেঙ্গুতে আরও ৪ মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ১০২৯ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ডেঙ্গু জ্বরে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি মাসে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ১০৫ জনের মৃত্যু হলো। চলতি বছর ডেঙ্গুতে ২৬৮ জনের মৃত্যু হলো।

গতকাল বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। তাদের তথ্যমতে, গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া চারজনের মধ্যে দুজনই মারা গেছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকায়। আর ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ও বরিশাল বিভাগে একজন করে মারা গেছেন।

সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ২৯ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ সময় সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে, ২৪৩ জন। এরপর ১৯৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে)।

আক্রান্তের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুও বাড়ছে। গত জুলাইয়ে ডেঙ্গুতে ১২ জনের মৃত্যু হয়। আগস্টে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭ জনে। সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর চলতি বছর এখন পর্যন্ত ৫৪ হাজার ২২৫ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন।

ডেঙ্গুতে মৃত্যু ঠেকাতে গেলে স্বাস্থ্যব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ দরকার বলে মনে করেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. মুশতাক হোসেন। তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ডেঙ্গু পরীক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। যেখানে এখন কেন্দ্র নেই, সেখানেও কেন্দ্র তৈরি করে বিনা মূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এসব কথা অনেকবারই বলা হয়েছে, তবে কার্যকর তৎপরতা তো দেখি না।

সংশোধনী : গতকাল *প্রথম আলোর* শেষ পাতায় ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদনে ঢাকা বিভাগে ভুলক্রমে ১৯৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল আক্রান্তের তথ্য।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আরেক নারীর যৌন হয়রানির অভিযোগ

দ্য গার্ডিয়ান

ডোনাল্ড ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এবার যৌন হয়রানির অভিযোগ তুললেন নব্বইয়ের দশকের পেশাদার মডেল স্ট্যাসি উইলিয়াম। সম্প্রতি তিনি বলেছেন, ট্রাম্প অনুমতি না নিয়েই তাঁকে যৌন হয়রানি করেছিলেন। তাঁর শরীর স্পর্শ করেছিলেন।

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৯৩ সালে নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের ট্রাম্প টাওয়ারে। ওই সময় চুটিয়ে মডেলিং করছিলেন স্ট্যাসি। তিনি জানান, কুখ্যাত যৌন নিপীড়ক ও নারী পাচারকারী জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। সে সূত্রেই তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

ট্রাম্পের সঙ্গে ১৯৯২ সালে প্রথম দেখা হয়েছিল মডেল স্ট্যাসির। সেটা ছিল বড়দিনের একটি পার্টি। এপস্টেইন ওই পার্টিতে স্ট্যাসিকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ট্রাম্পের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

সাবেক এই মডেল জানান, এপস্টেইন তাঁর প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা দুজনে কয়েক মাস দেখা-সাক্ষাৎ ও প্রেম করেছিলেন। তাই যখন এপস্টেইন তাঁকে ট্রাম্পের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছিলেন, তখন তাঁর মনে হয়েছিল তিনি দুজন পুরুষের ‘প্রতিযোগিতামূলক খেলার’ মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন।

এরও কয়েক মাস পর ১৯৯৩ সালের শীতের শেষের দিকে কিংবা বসন্তের শুরুতে একদিন হাঁটতে বেরিয়ে স্ট্যাসিকে ট্রাম্পের সঙ্গে আবার দেখা করিয়ে দেওয়ার কথা তোলেন এপস্টেইন। এরপর একদিন তাঁরা ট্রাম্প টাওয়ারে যান।

ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা হওয়ার দিনের স্মৃতি হাতড়ে স্ট্যাসি বলেন, ‘তিনি (ট্রাম্প) তাঁকে স্বাগত জানালেন। জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টেনে নিলেন এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অযাচিত স্পর্শ করতে শুরু করলেন।’

স্ট্যাসির বয়স এখন ৫৬ বছর। এর আগে বিভিন্ন সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে অভিযোগের বিষয়ে কথা বলেছিলেন। তবে সর্বশেষ তিনি বিস্তারিত তুলে ধরেছেন একটি গ্রুপ কলে। গত সোমবার কমলা হ্যারিসের সমর্থক হিসেবে পরিচিত ‘সারভাইভার্স ফর কমলা’ নামের একটি গোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সাবেক এই মডেল ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন।

আগামী ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টি থেকে লড়ছেন ট্রাম্প। নির্বাচনের এতটা কাছাকাছি সময়ে এসে প্রভাবশালী প্রার্থী ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সাবেক মডেলের যৌন হয়রানির অভিযোগ বেশ আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে।

তবে ট্রাম্পের প্রচারশিবিরের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে স্ট্যাসির অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। ট্রাম্পের প্রচারশিবিরের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিত বিবৃতিতে বলেন, ‘নির্বাচনের সপ্তাহ দুয়েক আগে এসে কমলা হ্যারিসের প্রচারের পক্ষে তোলা এমন অভিযোগ দ্ব্যর্থহীনভাবে মিথ্যা। এটা স্পষ্ট যে কমলার প্রচারে এসব কল্পিত গল্প বানানো হয়েছে।’

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যৌনতা ঘিরে অভিযোগ কিংবা কেলেঙ্কারি অবশ্য নতুন নয়। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের লেখিকা ই জিন ক্যারলকে যৌন হয়রানি ও মানহানি করায় ট্রাম্পকে ৫০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণের সাজা দেন বিচারকেরা। সাবেক মডেল অ্যামি ডরিসও ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছিলেন।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বেশ সাহসিকতার সঙ্গেই আইনি লড়াই চালিয়েছেন সাবেক পর্নো তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলস। শারীরিক সম্পর্কের বিষয়ে মুখ বন্ধ রাখতে তাঁকে অর্থ দিয়েছিলেন ট্রাম্প। আর ব্যবসায়িক নথিতে এই অর্থ লেনদেনের বিষয়টি গোপন রাখায় জালিয়াতির অভিযোগে নিউইয়র্কের আদালতে মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তিনি।

আগাম ভোট পড়েছে আড়াই কোটি

নির্বাচনের আগে ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ ভোটার আগাম ভোট দিয়েছেন। ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকশন ল্যাবের তথ্যের ভিত্তিতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স খবরটি প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের অঙ্গরাজ্য হিসেবে পরিচিত নর্থ ক্যারোলাইনা, জর্জিয়াসহ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে গত সপ্তাহে আগাম ভোট গ্রহণ শুরু হয়।

এদিকে বুধবার নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন আয়োজিত এক প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে অংশ নেন কমলা হ্যারিস। একই দিনে ডোনাল্ড ট্রাম্প আরেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য জর্জিয়ায় প্রচারণা চালিয়েছেন। রয়টার্স/ইপসোসের করা সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, জাতীয়ভাবে ট্রাম্পের চেয়ে সামান্য এগিয়ে আছেন কমলা। তিনি ৪৬ শতাংশ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। আর ট্রাম্প পেয়েছেন ৪৩ শতাংশ ভোট।

৭ কলেজের সমস্যা নিরসনে কমিটি

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত হওয়া সাতটি সরকারি কলেজের শিক্ষা ও প্রশাসনিক সমস্যা নিরসনে একটি কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিবকে (কলেজ) সভাপতি করে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সাত কলেজের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে এখন আন্দোলন কর্মসূচি পালন করছেন এসব কলেজের শিক্ষার্থীরা। এ অবস্থায় এই কমিটি করল সরকার। কমিটিকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে তা করতে বলা হয়েছে।

বিসিএসে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে উপদেষ্টা,
‘তিনবার মানে তিনবারই’

বিস্তারিত কমেন্টে

যুক্ত থাকুন বিবিসি বাংলা’র লাইভ পাতায়

BBC NEWS | বাংলা